অহংকার ও প্রতিকার

রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

অহংকার ও প্রতিকার

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রুমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

তরজমা

মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
Mobile : 01914-735615

প্রকাশনায়
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল
জুমাদাল ঊলা ১৪২৭ হিজরী
জুন ২০০৬ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবাহ্ হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবা ঃ ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
'গুলশানে আখতার'
৪৪/৬ ঢালকানগর গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
মোবা ঃ ০১৭১৬৩৭২৪১১

মূল্য ঃ ৭০ টাকা মাত্র

শায়খুল-আরব অল-আজম হযরত

রূমীয়ে-যামানার তাওয়াজ্জুহ্পূর্ণ বাণী

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহু তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا
نصیحت کیلئے موت کا دھیان کافی ہے

حکیم محمد اختر
ناظم مجلس اشاعۃ الحق

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
بالمقابل کتب خانہ مظہری و مشرق دواخانہ نزد صمدانی ہسپتال
گلشن اقبال ۲ کراچی
فون: ۴۶۱۱۹۵۸ پوسٹ بکس نمبر: ۱۱۱۸۲

مولانا عبدالمتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اسی وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبدالمتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

ভূমিকা

আল্লাহ্পাক পবিত্র কালামের মধ্যে ফরমাইয়েছেন ঃ "যাহারা স্বীয় নফ্ছের এছ্লাহ্ ও সংশোধন করিয়া লইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা কামিয়াব হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, যাহারা নফ্ছকে পাপের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা ব্যর্থকাম ও বর্বাদ হইয়া গিয়াছে।"

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "নিশ্চয় মানুষের ক্বলবে জং পড়ে, যেভাবে পানি লাগিয়া লোহার মধ্যে জং পড়ে।"

অতএব, সমস্ত মুসলমানের, বিশেষ করিয়া তরীকতের ছালেকীনের প্রধানতম কর্তব্য হইল, ক্বলবকে সর্ব প্রকার কুস্বভাব-কুচরিত্রের ময়লা হইতে পাক-পবিত্র করা এবং ভালো চরিত্র ও ভালো গুণাবলী অর্জন করার জন্য অনবরত চেষ্টা-সাধনায় লাগিয়া থাকা। হাজারো যিকির-আয্কার এবং ওযীফা আদায় করিলেও প্রকৃত মহব্বত ও মা'রেফাত হাসিল হইবে না যতক্ষণ না আমরা গুনাহ্ সমূহ ত্যাগ করিব, যতক্ষণ না ভিতরের কুচরিত্রগুলি সংশোধন করিয়া লইব। ময়লাভরা আয়নায় যেমন চেহারা দেখা যায় না, তদ্রূপ, ময়লাযুক্ত অন্তরে আল্লাহ্র নূর ও তাজাল্লী বর্ষে না, মা'রেফাত-মহব্বত আসে না।

আত্মার বহু ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি কিবির বা অহংকার। আল্লাহ্র মহব্বত-মা'রেফাতের পথে, এক কথায় আল্লাহ্কে পাওয়ার পথে এই ব্যাধি সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহ্র ওলীগণ এই ব্যাধির ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকেন। অহংকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হামলা অনেক বড়-বড় মানুষেরও সর্বনাশ ঘটাইয়া দেয়, অনেক বড় সম্বলওয়াকেও সর্বহারা বানাইয়া ছাড়ে। তাই, অনতি বিলম্বে ইহার চিকিৎসা করা জরুরী।

চিশ্তিয়া-কাদেরিয়া-নক্শবন্দিয়া তরীকার অতীত বুযুর্গানের 'জীবন্ত স্মৃতি', কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেব (করাচী) দামাত্ বারাকাতুহুম-এর 'এলাজে-কিবির' বা অহংকারের প্রতিকার নামক এ ছোট্ট পুস্তিকাটি এই কঠিন ব্যাধির মহৌষধ। মহব্বত ও রূহানিয়তে পূর্ণ আমাদের বুযুর্গানের তা'লীম ও ঘটনাবলীর আলোকে তিনি তাহা খুব সহজে খুবই মর্মস্পর্শী রূপে পেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক আমাদের প্রত্যেককে এই কাল্ব্যাধি হইতে নাজাত দান করুন। আমীন!

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অহংকারী আল্লাহ্‌র মহব্বত হইতে বঞ্চিত	১৪
নিজের নজরে উৎকৃষ্ট, তো আল্লাহ্‌র নজরে নিকৃষ্ট	১৪
আসমান ও যমীনে অহংকার একমাত্র আল্লাহ্‌র হক	১৫
অহংকার আল্লাহ্‌র চাদর	১৬
অহমিকার পরিণামে পরাজয় বরণ	
বিজয়ের আসবাব সংখ্যা নয়, আল্লাহ্‌র মদদ	১৭
ভুল-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মহান বৈশিষ্ট্য	১৭
অহংকারের সূক্ষ আক্রমণ	১৮
শায়খের শাসন ও তর্‌বিয়ত অহংকার হইতে মুক্তির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার	১৮
আমিত্ব বিলীনের ফরিয়াদ	১৯
আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর প্রশ্ন ও হযরত	
হাকীমুল- উম্মতের জওয়াব	২০
আমিত্ব আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের নীচে নিষ্পেষিত	২১
হৃদয়ে যখন আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের ঝাণ্ডা বুলন্দ হয়,	
আমিত্ব ও বড়ত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়	২১
ওলীগণ নিজেকে জানোয়ার হইতে নিকৃষ্ট জানেন	
হাকীমুল-উম্মতের অমূল্য দুইটি কথা	২২
নিজেকে কাফের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবে কিরূপে ?........	২৩
পাপের প্রতি ঘৃণা ওয়াজিব, পাপীর প্রতি ঘৃণা হারাম	২৪
হযরত মুজাদ্দিদে-আল্‌ফে-ছানী (রঃ)-এর বাণী	২৪
নিজেকে ছোট মনে করার ফলে হযরত	
আবূ-যরের সুখ্যাতি আসমানে	২৫
কোন্ জিনিস হযরত জুনাইদকে জুনাইদ বানাইয়াছে	২৬
শায়েখ সা'দী (রঃ)-এর পীর শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহার্‌ওয়ার্দী (রঃ)-এর	
উপদেশ	২৬
ওলীকুল শিরমণি হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)-এর অনুসরণীয় হালত	২৭
না জানি সেদিন পরীক্ষার কি ফল প্রকাশ হয়	২৮
হযরত থানবীর কিয়ামতের ভয়	২৮
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) বর্ণিত ঘটনা	
মৃত্যুকালে শয়তানের ধোকা ও বুযুর্গের সাবধানতা	২৯
মৃত্যুকালে আরেক বুযুর্গের প্রতি শয়তানের চক্রান্ত ও	
আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানী	২৯

বিষয় পৃষ্ঠা

অহংকারের ঘৃণ্য পরিণাম সম্পর্কে হাদীছ শরীফ ৩০
আল্লাহ্ যাহাকে নীচু করেন, কে তাহাকে উঁচু করিতে পারে ?........ ৩১
যে নিজেকে বড় মনে করে, সে কুকুর ও শূকর হইতেও নিকৃষ্ট গণ্য হয়...... ৩৩
অহংকারীর সহিত বিনয় দেখাইবে না ৩৪
বাদশা তৈমুর-লং ও আল্লামা তাফ্তাযানী ৩৪
সকল বাদশার বাদশা যার অন্তরে আসীন, সে বাদশাদের খোশামোদ করে না ৩৪
অহংকারের চিকিৎসার জন্য দ্বীনী খান্কার সহিত সম্পর্ক জরুরী ৩৫
আমিত্ব ইয্যত নয় বরং যিল্লতির পথ ৩৫
হযরত থানবীর অমূল্য বাণী ৩৬
নীচু হওয়ার মধ্যেই নিহিত অক্ষয় সম্মান ৩৬
চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের আখলাক ৩৭
মহা মানবদের বিনয়ের আর এক দৃষ্টান্ত ৩৮
চামারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মহৎ গুণ ৩৮
মস্ত বড় ওলী হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ)-এর কষ্টের জীবন ৩৯
জীবনের যেই মুহূর্তগুলি প্রকৃত জীবন ৪১
পরকালের ফিকিরওয়ালার সাত পুরুষ পর্যন্ত ইহকালেই বরকত
হযরত খিযিরের মাধ্যমে এতীমের সাহায্য ৪৩
অন্তরে অহংকারের একটা কণা থাকিলেও বেহেশতে যাইতে পারিবে না ৪৫
অহংকার-বোমার বিনাশকারী তালাশ করুন ঃ তাহারা কাহারা ?........ ৪৫
পাপীর পাপের দাগ তাহার চেহারায় ভাসে ৪৭
পাহাড়ের মত উঁচু ত হইতে পারিবে না........ ৪৮
আহাম্মকই অহংকার করে ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক আহাম্মকের
নিকট হইতে দ্রুত পলায়ন ৪৮
যেই বুযুর্গের সহিত মিল্-মুনাছাবাত হয়, তাঁহার নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করুন ৪৯
কল্যাণকামীর প্রতি অহেতুক কুধারণার উত্তর ৫০
হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রঃ)-এর প্রতিও বদ্-গুমানী করিবেন ?........ ৫১
সুন্দর পোশাক, সুন্দর জুতাও কি অহংকার ? ৫২
অহংকারের স্বরূপ ঃ দুইটি বস্তু ৫৩
মোখলেছ বা খাঁটি বান্দার পরিচয় কি ? ৫৪
আল্লাহ্র ওলীদের চরিত্র ঃ সমস্ত মাখলূকের প্রতি হিত-কামনা ও সহানুভূতি .. ৫৫
নসীহতকারীদের প্রতি হযরত হাকীমুল-উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ নসীহত ৫৬
মক্কাবাসী-মদীনাবাসীদের সহিত আদব-এহ্তেরাম এবং মক্কা-মদীনায় আগত
মেহ্মানদের এক্রাম ৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাপের প্রতি ঘৃণা ও পাপীর প্রতি সুধারণা কিভাবে সম্ভব........................	৫৮
পাপীর মিনতি শুনিয়া দয়ালু মাওলার দয়া	৫৯
সেদিনের মদ্যপায়ীর তওবার ঘটনা	৬০
চরিত্রে বিনয়ী ও সত্যের ক্ষেত্রে নির্ভীক হাকীমুল-উম্মত	৬১
গুনাহ্গারের জিন্দেগীতে কি আজব পরির্বতন	৬১
এক বৃদ্ধের জন্য শিশুদের দোআ ও মৃত্যুকালে কালেমা নসীব	৬৩
এক সুন্দরী বধূর কান্নার ঘটনা শুনাইয়া শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরীর কান্না	৬৪
কিয়ামতের মাঠের উপর নজর রাখ	৬৫
গোলামের দাম গোলাম নির্ধারণ করে, না মালিক ?...........................	৬৬
বড় পীর হযরত জীলানীর বাণী	৬৬
করিতে থাক, আর ডরাইতে থাক	৬৭
কা'বা নির্মাণের পর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিনয়-মাখা দোআ	৬৮
ডবল হাজীর ডবল হজ্ এক কথায় বরবাদ	৭০
হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর বাণী-সম্ভার	৭১
অহংকারের সংজ্ঞা ও চিকিৎসা	৭১
অংকারের একটি স্থায়ী প্রতিকার	৭২
অহংকারের খারাবি ও চিকিৎসা	৭৩
অহংকারের এলমী ও আমলী চিকিৎসা	৭৪
বিনয়ের সূরতে অহংকার	৭৫
শোকর ও অহংকারের পার্থক্য	৭৫
(ওজব) আত্ম-প্রসাদ বা আত্মতুষ্টির প্রতিকার ও নেআমতের জন্য প্রাণানন্দ ...	৭৬
গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন	
পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ ওলীর ছয়টি ঘটনা	৭৭
হযরত আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসী (রঃ) এর ঘটনা	৭৭
মহান বুযুর্গ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) এর ঘটনা	৮২
সাইয়েদ আহ্মদ কবীর রেফাঈ (রঃ)-এর ঘটনা	৮৩
হযরত রেফাঈ (রঃ) এর আর একটি ঘটনা	৮৪
হযরত বায়যীদ বোস্তামী (রঃ)-এর ঘটনা	৮৫
ফায়দা	৮৬
বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)-এর ঘটনা	৮৭
উপদেশ	৮৮

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم، مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس ٹی ۱، سندھ، گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۶۱۹۵۸ - ۴۶۲۶۷۶ - ۴۹۸۱۹۵۸

عزیزم مولانا محمد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دین کا وشوں کو شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহ্বাবদের একজন। আল্লাহ্পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শা'বান আল্ মোআয্যম ১৪২৭ হিজরী

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্‌দ্। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এল্‌ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্‌ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে-উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া,

গুলশান-এ-আখতার

৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

অহংকার ও প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا
بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَهُ
الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - وَقَالَ
تَعَالٰى : اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা, সকল সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহ্পাকের জন্য এবং ইহাই চূড়ান্ত সত্য। দরূদ ও ছালাম তাঁহার ঐ সকল বান্দাগণের প্রতি যাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে বাছাইকৃত ও মনোনীত করিয়াছেন। অতঃপর আমি আল্লাহ্পাকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে। অকূল-অসীম দয়াবান–মেহেরবান আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

"নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না, নিজের প্রিয়পাত্র করেন না।"

অর্থাৎ যে সকল লোক যেকোন পর্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণও নিজেকে 'বড়' বলিয়া মনে করে, তাহারা আল্লাহ্পাকের রহমত ও মহব্বত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

অন্তরে যখনই বড়াই আসিল, সঙ্গে সঙ্গে মহব্বতের বাঁধন ছিন্ন হইয়া গেল। সবকিছুই ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া গেল। তাই, যেহেতু আল্লাহ্‌পাক অহংকারীকে মহব্বত করেন না, ফলে, সে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র নয় বরং রোষের পাত্র হইয়া গেল। কেহ যদি এরূপ বলে যে, হে অমুক, আমি তোমাকে ভালবাসিনা, তোমার প্রতি আমার মায়া-মহব্বত নাই। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, এই বাক্যটির আসল মর্ম হইল, তোমার প্রতি আমি রুষ্ট, অসন্তুষ্ট।

অহংকারী আল্লাহ্‌র মহব্বত হইতে বঞ্চিত

তাই যাহারা বড়াই করে, অহংকার করে, তাহারা চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌র মায়া-মহব্বত হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার গোস্বা-রোষ ও অসন্তোষের পাত্র হইয়া যায়, যদি তাহারা তাহা হইতে তওবা না করে। কারণ,

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

–এর অর্থ ইহাই যে, যাহারা অহংকার করে ও করিতে থাকে, আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে মহব্বত করেন না এবং করিবেনও না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা করিয়া অহংকার ত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দয়া-মায়া হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

নিজের নজরে উৎকৃষ্ট, তো আল্লাহ্‌র নজরে নিকৃষ্ট

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার মল্‌ফূযাত 'কামালাতে-আশরাফিয়া'র মধ্যে একটি অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন যাহা দ্বারা এই আয়াতের মর্মকথা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া ওঠে। তিনি বলেন, বান্দা যখন আপন নজরে নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলিয়া দেখে এবং ভাবে যে, এই জগতে আমিই সবচাইতে নিকৃষ্ট, নালায়েক,সবচাইতে গুনাহ্‌গার, আল্লাহ্‌পাকের কোনও ইবাদতের যৎকিঞ্চিৎ হকও আমার দ্বারা আদায় হয় নাই; মাথা হইতে পা পর্যন্ত আমি পাপ ও অপরাধে ডুবিয়া আছি, বান্দা যখন আপন নজরে নিজেকে এরূপ নিকৃষ্ট দেখে, তখন সে আল্লাহ্‌পাকের নজরে উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত গণ্য হয়।

নিজের চোখে বড়, তো মাওলার চোখে খাট,নিজের চোখে খাট, তো মাওলার চোখে বড়। নিজের চোখে ভালো,তো মাওলার চোখে খারাপ,আর নিজের চোখে খারাপ, তো মাওলার চোখে ভালো। অতএব, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করিয়া ফয়সালা করা যে, আমার নজরে আমি ভালো আর আল্লাহ্র নজরে আমি ভালো, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার জন্য কল্যাণকর ? যাহা কল্যাণকর তাহা গ্রহণ কর আর যাহা ধ্বংসাত্মক তাহা বর্জন কর।

আসমান ও যমীনে অহংকার একমাত্র আল্লাহ্র হক

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্পাক আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, আসলে অহংকার ও বড়াই তো কেবলমাত্র আমার হক। তোমাদের ইহাতে কোন প্রকার হক নাই।

وَ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ

আরবী গ্রামার ও অলংকার শাস্ত্রের কানূন অনুসারে ইহার অর্থ হয়, অহংকার ও বড়াই স্রেফ আল্লাহ্র হক, আল্লাহ্র অধিকার। অন্য কাহারও কোন হক নাই, কোনও অধিকার নাই গর্ব-গরিমা বা অহংকার করার। অতএব, কেহ যদি এ আয়াতের এরূপ অর্থ করে ঃ "বড়াই আল্লাহ্র জন্য"– তবে তাহা ভুল হইবে। কারণ, ইহার সঠিক অর্থ হইল, বড়াই শুধু আল্লাহ্র জন্য। তাই, কোন মাখলূকই কোনরূপ বড়াই করিতে পারে না, (চাই সে যত বড় ব্যক্তি বা যত বড় বস্তুই হউক না কেন।) আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"সমস্ত আসমান ও যমীনের মধ্যে বড়ত্ব স্রেফ আল্লাহ্র জন্য এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।"

এখানে একটি বিষয় বুঝিয়া লওয়া দরকার যে, আল্লাহ্পাক তাঁহার প্রসিদ্ধ ৯৯ টি নামের মধ্যে স্বীয় বড়ত্ব প্রকাশক এ আয়াতের শেষে আযীয ও হাকীম (মহাপরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়) বিশেষভাবে এই দুইটি নাম কেন উল্লেখ করিয়াছেন ? বড়ত্ব প্রকাশের সহিত ইহাদের কি সম্পর্ক ? আসলে, অহংকার ও

বড়ত্বের অধিকার লাভ হয় দুইটি জিনিসের দ্বারা ঃ মহাপরাক্রমী শক্তি এবং ঐ শক্তির যথোচিত ব্যবহারের মহা প্রজ্ঞা ও সুনিপুণ কৌশল। অতএব, আল্লাহ্পাক তাহার একচ্ছত্র বড়াই ও মহত্ব প্রকাশের সহিত উক্ত নামদ্বয় নাযিল করিয়া আমাদিগকে বাতলাইয়া দিতেছেন যে, বড়াই যে স্রেফ আমার হক, আমার একচ্ছত্র অধিকার, উহার কারণ এই যে, একমাত্র আমিই মহারাক্রমী শক্তির অধিকারী। যেকোন বস্তু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে আমি শুধু কুন্ বলি, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহা যথাযথভাবে অস্তিত্বে রূপ লাভ করে। আমার এই মহাশক্তির সাথে সাথে আমি আমার মহাজ্ঞান, মহাপ্রজ্ঞা, সুনিপুণ কলা-কৌশলও প্রয়োগ করি। আমার মহাশক্তি ও ত্বাকত, আমার মহা হেকমত ও প্রজ্ঞা মোতাবেক যথাস্থলে, যথামাত্রায়, যথোচিতভাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দেখুন, কোন পরিবারের একটি যুবক যদি খুব সবল ও শক্তিশালী হয়, সেই সঙ্গে বেআক্কলও হয়, তবে কাহারও কোন রক্ষা আছে কি ? কারণ, এই শক্তি কোথায়, কতটুকু ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সে জানে না। ফলে কখনও আব্বাজানকে এক ঘুষি মারিয়া বসিবে। কখনও স্নেহের ভাইবোনকে, কখনও মমতাময়ী আম্মাজানকে মারধর শুরু করিয়া দিবে।

অতএব, অহংকার ও বড়াইর হক্দার একমাত্র তিনিই যিনি নিজের মহা ত্বাকত ও শক্তিকে স্থান কাল পাত্র বুঝিয়া, মাত্রা ঠিক রাখিয়া, মহা হেকমত ও প্রজ্ঞার সহিত ব্যবহার করিতে সক্ষম।

অহংকার আল্লাহ্র চাদর

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মের্কাত ৯ম খণ্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠায় মুছ্নাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও ইব্নে মাজার বরাত দিয়া একটি হাদীছে-কুদ্ছী উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ্পাক বলিতেছেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ رِدَائِىْ قَصَمْتُهٗ

(مرقاة ج۹ صـ۳۰۹)

"অহংকার আমার চাদর। যে ব্যক্তি আমার চাদরে প্রবেশের অপচেষ্টায় মাতিবে, আমি তাহার গর্দান ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

অহমিকার পরিণামে পরাজয় বরণ
বিজয়ের আসবাব সংখ্যা নয়, আল্লাহ্‌র মদদ

পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াতে যাহা হযরত থানবী (রঃ) তাঁহার খুৎবাতুল-আহ্‌কামের 'উজব ও কিবির' অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল-আলামীন বলেন ঃ

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

"স্মরণ কর ঐ সময়কে যখন তোমরা (হুনাইনের যুদ্ধ কালে) তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আত্মগরিমায় আক্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তোমাদের কোনও কাজে আসে নাই।"

হুনাইন তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) তাঁহার তাফ্‌সীরে-মাযহারীতে লিখিতেছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল চার হাজার আর মুসলমানের সংখ্যা ছিল বার হাজার। ফলে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে নজর করিয়া মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তরে এরূপ খেয়াল জাগিয়াছিল যে, আজকের খেলা তো আমাদের হাতে। আমাদের বিজয় আজ সুনিশ্চিত। বরং ইহাদের মুখ হইতে এমন একটা কথাও বাহির হইয়া গেল যে, আজ ত আমাদের পরাজিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। মোটকথা, তাহাদের নজর খানিকটা বাহ্যিক আসবাব–উপকরণের দিকে আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সংখ্যাধিক্যের জন্য কিছুটা আত্মগরিমার ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল এবং চোখের পাতায় নিশ্চিত বিজয়ের স্বপ্ন দুলিতেছিল। কিন্তু, উহার পরিণামে তাঁহাদের ভাগ্যে পরাজয় নামিয়া আসিল। পরন্তু, আল্লাহ্‌পাক তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের এই পরাজয়ের কারণ ইহাই যে, সংখ্যার বিপুলতা দেখিয়া তোমরা উল্লসিত হইয়াছিলে, আমার সাহায্য ও মদদ হইতে তোমাদের নজর হটিয়া গিয়াছিল।

ভুল-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মহান বৈশিষ্ট্য

অবশ্য, (আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক অল্পক্ষণের মধ্যেই এই বিচ্যুতি তাঁহাদের অন্তঃকরণে ধরা পড়িয়া গেল এবং) তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তওবা ও এস্তেগ্‌ফার করিলেন। ফলে, পুনরায় তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের দয়া ও

মেহেরবানী হইল এবং তাৎক্ষণিক গায়্বী মদদ্ দ্বারা আল্লাহ্পাক তাঁহাদিগকে ফাত্হে-মুবীনের (মহা বিজয়ের) সৌভাগ্য প্রদান করিলেন।

অহংকারের সূক্ষ আক্রমণ

অনেক সময় বড়াই এত বেশি সূক্ষ্ম ও গোপনভাবে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে যে, খোদ ঐ মানুষটিই বুঝিতে পারে না যে, তাহার অন্তরে বড়াই রহিয়াছে। অনেক সময় অন্তরে অহংকার বিদ্যমান থাকে, যদিও তাহার মুখে থাকে বিনয় ও নিজের তুচ্ছতার প্রকাশ। মুখে বলে, আমি কিছুই না, কিন্তু অন্তরে বড়ত্ব ও গরিমা বিরাজমান। হযরত থানবী (রঃ) বলেন, অনেকে মুখের দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করে যে, জনাব, আমি তো কিছুইনা, নাচীজ, নালায়েক, নগণ্য। কিন্তু কেহ যদি তাহাকে ঠিক অনুরূপ বলিয়া দেয় যে, আসলেই আপনি কিছু না, আপনি নাচীজ, নালায়েক, তখন দেখিবে যে, তাহার চেহারা কিরূপ মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায় এবং অন্তরে কিরূপ যাতনা অনুভব হয়। ইহাই প্রমাণ করে যে, সে নিজেকে আন্তরিকভাবে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না। হযরত থানবী (রঃ) বলেন, অনেকের মৌখিক বিনয় বা তুচ্ছতা প্রকাশও অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মৌখিক বিনয় ও হীনতা প্রকাশকে ইহারা নিজের বড়াই ও গরিমার হাতিয়ার বানায়। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, যেন ব্যাপকভাবে প্রচার হইয়া যায় যে, অমুক বড় বিনয়ী,লোকটা নিজেকে কিছুই মনে করে না, নিজেকে একেবারে নাচীজ-অপদার্থ বলিয়া মনে করে।

শায়খের শাসন ও তর্বিয়ত অহংকার হইতে মুক্তির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার

তাই, অহংকারের ব্যাধি সহজে যায় না, ইহা দূর করিতে খুব সাধনা লাগে, সময় লাগে। ইহা দূর করার জন্য আওলিয়া-বুযুর্গান ও পীর-মাশায়েখের সোহ্বত ও তরবিয়ত হাসিল করিতে হয়। শায়েখ্ তখন ধীরে ধীরে ঘষিয়া-মাজিয়া, রগ্ড়াইয়া-পিষিয়া তাহার মধ্যকার এই কালো ব্যাধি বাহির করিয়া দেন। বিশেষতঃ শায়েখ্ যদি একটু কড়া ধরনের হন তবে তাঁহার হুমকি-ধমকি ও কঠোর শাসনের বরকতে খুব তাড়াতাড়ি এ রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। যেমন, বিগত জুমুআ-দিবসে আমাদের মীর (ইশ্রত জামীল) ছাহেবকে আমি ভরা-মজলিসের মধ্যে কঠোরভাবে শাসাইয়াছিলাম। উহার উত্তরে মীর ছাহেব (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) একটি ছন্দ বলিয়াছেন ঃ

ھائے وہ خشمگیں نگاہ قاتل کبر و عجب وجاہ
اس کے عوض دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ لوں

অর্থ ঃ হে আমার পরমপ্রিয় মুর্শিদ ! তোমার ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টি আমার আত্মার মধ্যে বিরাজমান অহংকার, আত্মগরিমা, প্রভুত্ব-লিপ্সা প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি সমূহকে সংহার করিয়াছে, নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। হে আমার প্রেম-বিধ্বস্ত মন, মুর্শিদের এই ক্রুদ্ধ দৃষ্টির স্থলে কেহ যদি আমাকে হাজারো আনন্দ–উল্লাসও দিতে চেষ্টা করে তবে, কিছুতেই আমি তাহা গ্রহণ করিব না। (কারণ,মুর্শিদের এ কঠোর শাসন আমার আত্মাকে মাওলার মহব্বত ও জাল্ওয়ার উপযুক্ত করিয়াছে।)

শায়েখ্ বা ওস্তাদ যদি ভরা মজলিসে ধমক দেন, শাসন করেন, তবে ইহার ফলে বহুত বড় এছলাহ ও হেদায়াত নসীব হয়। মীর সাহেব এই বিষয়টিকে বড় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক তাহাকে বদ্নজর হইতে হেফাযত করুন—

ھائے وہ خشمگیں نگاہ قاتل کبر و عجب وجاہ
اس کے عوض دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ لوں

মীর ছাহেবের ছন্দটির মর্মার্থ হইল, শায়খের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ও ক্রুদ্ধ শাসন মুরীদের অন্তর হইতে অহংকার, আত্মপ্রসাদ ও সম্মান-কামনার কঠিন ব্যাধি সমূহকে মিস্মার করিয়া দেয়। আর নফ্সকে মিটাইতে ও পিষিতে পারা বাস্তবিকপক্ষেই মস্ত বড় নেআমত।

আমিত্ব বিলীনের ফরিয়াদ

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল- মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) এর দরবারে হাযির হওয়ার পর এক টুকরা কাগযে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি, তাহা একটি ছন্দের আকারে লিখিয়া হযরতের কাছে পাঠাইয়া দিলেন ঃ

نہیں کچھ اور خواھش آپ کے در پہ میں لایا ھوں
مٹا دیجے مٹا دیجے میں مٹنے ھی کو آیا ھوں

অর্থ ঃ হে হাকীমুল-উম্মত! আপনার দুয়ারে আসিয়াছি একটি মাত্র উদ্দেশ্যে। তাহা হইল, আমার আমিত্বকে খতম করা, আত্মগরিমা ও বড়ত্বকে নির্মূল করা। অন্য কোনও খাহেশ বা অভিলাষ আমার নাই। অতএব, হে মহান মুর্শিদ, আমার আমিত্বকে ধ্বংস করিয়া দিন, কিভাবে নিজেকে মিটাইতে হয়, আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন। আমি যে মিটিয়া যাওয়া এবং পিষিয়া যাওয়ার নিয়তেই এই দুয়ারে হাযির হইয়াছি।

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর প্রশ্ন ও হযরত হাকীমুল- উম্মতের জওয়াব

আমার দোস্তগণ, নিজের নফ্‌স্ ও আমিত্বকে খতম করাই ত্বরীকতের সমস্ত সাধনার সার-নির্যাস। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রঃ)-এর ইল্‌ম ও বিদ্যাবুদ্ধি কোন মামূলী ব্যাপার ছিল না। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়িয়া তাঁহার এল্‌ম্ ও জ্ঞানের শোহ্‌রত ছিল। তিনি ছিলেন মস্ত বড় বাগ্মী, সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যিক, আরবী ভাষার সুদক্ষ পণ্ডিত। আরবী তাঁহার জন্য এত সহজ ছিল যেমন আমরা উর্দুভাষীদের জন্য উর্দু। বরং তাঁহার মাতৃভাষা উর্দু অপেক্ষা আরবীতে তাঁহার দখল ও শক্তি ছিল অনেক বেশি। এত বড় আলেম ও আল্লামা হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি হযরত থানবী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাসাওউফ বা ত্বরীকত কোন্ জিনিসটির নাম ? হযরত থানবী (রঃ) বলিলেন, আপনার মত একজন সুযোগ্য আলেম-ফাযেলকে আমার মত একটি তালেবে-এল্‌ম্ (ছাত্র) কি উত্তর দিতে পারে? তবে, স্বীয় বুযুর্গানের মুখে যতটুকু শুনিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, হযরত থানবী, যিনি ছিলেন যমানার মুজাদ্দিদ, শায়েখ, এল্‌মের প্রখর সূর্য, যুগশ্রেষ্ঠ আলেম–ওলামার পীর, অথচ, তিনিই বলিতেছেন যে, আমার মত একটি ছাত্র আপনাকে কি উত্তর দিতে পারে ? কত বড় তাওয়াযু ও বিনয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। আল্লাহ্‌পাকের বড়ত্ব-মহত্বের সম্মুখে নিজেকে কিরূপ বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, আল্লামা নদভীর জবাবে তিনি বলিলেন,ছাত্ররা যেমন পরস্পরের মধ্যে পঠিত সবকের আলোচনা করে, তদ্রূপ, বড়দের মুখ হইতে শোনা সবকই

আমি আপনার সামনে দোহ্রাইতেছি মাত্র। (মুহ্তারাম), তাসাওউফ (ত্বরীকত) নিজেকে মিটানোর নাম, নফ্স্ ও আমিত্বকে খতম করার নাম।

আমিত্ব আল্লাহ্র মহত্ত্বের নীচে নিষ্পেষিত

যেদিন অন্তঃকরণে এ ইয়াকীন পয়দা হইবে যে, আমি কিছু না, সেদিন সবকিছু পাইয়া যাইবে, সবকিছু হাসিল হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়া অনুভব করে যে,আমি কিছু না, আমার কাছে ত কিছুই নাই, সে-ই সবকিছুর অধিকারী হইয়া যায়। অর্থাৎ কামেল ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এই হালত কখন হয়, অন্তঃকরণে যখন আল্লাহ্পাকের আয্মতের (বড়ত্ব-মহত্ত্বের) সূর্য উদয় হয়, তখন অহংকারের তারকা সমূহ নিভিয়া যায়, বিলীন হইয়া যায়। জঙ্গলে যদি কোন বাঘ বা সিংহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বুঝা যায় যে, শিয়ালদের দাপট কতটুকু ? অহংকার ও আত্মগরিমা শিয়ালের মত, আর আল্লাহ্পাকের আয্মত ও মহব্বত সিংহ সদৃশ। সিংহকে অনুপস্থিত দেখিয়া অহংকার রূপী শিয়ালেরা খুব দাপট দেখায়। কিন্তু যখনই আল্লাহ্র আয্মত ও মহব্বতের সিংহ অন্তঃকরণে হুংকার ছাড়ে, আল্লাহ্পাক যখন তাহার বান্দার অন্তরকে নিজের মহব্বত ও বড়ত্বের সূর্যালোক দ্বারা চমকাইয়া দেন তখন অহংকার-অহমিকা তাহার মধ্যে আর কিভাবে থাকিতে পারে ? আল্লাহ্পাক কত বড়, কত মহান, যেদিন তাহা অন্তঃকরণে উদ্ভাসিত হইয়া যায়, সেদিন হইতে অহংকার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

হৃদয়ে যখন আল্লাহ্র মহত্ত্বের ঝাণ্ডা বুলন্দ হয়, আমিত্ব ও বড়ত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়

হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়াছীউল্লাহ ছাহেব (রঃ) হযরত থানবী (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফাদের অন্যতম ছিলেন। যাহারা তাঁহার মজলিস-মাহ্ফিল দেখিয়াছেন তাহারা বলেন যে, তাঁহার মজলিস ছিল অবিকল হযরত থানবীর মজলিসের প্রতিচ্ছবি। উক্ত মাওলানা (রঃ) বলেন, আল্লাহ্পাক তাহার পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

অর্থাৎ বাদশাহগণ যখন বিজয়ী বেশে কোন শহরে প্রবেশ করেন তখন তাহারা উহাকে তছনছ করিয়া শহরের প্রভাবশালী-শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার ও

করতলগত করিয়া ফেলেন, যাহাতে তাহারা বিজয়ী বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে না পারে।

মাওলানা (রঃ) বলিতেন, অনুরূপ আল্লাহ্পাক যখন কাহারও অন্তরকে নিজের জন্য কবূল করেন, অন্তরের শহরকে আপন সিংহাসন বানানোর ইচ্ছা করেন, অন্তর-রাজ্যে স্বীয় আয্মত ও মহত্ত্বের ঝাণ্ডা গাঁড়েন, তখন ঐ অন্তরের মধ্যকার সকল চৌধুরী, তথা অহংকার রূপী চৌধুরী, আত্মগরিমার চৌধুরী, রিয়ার চৌধুরী—সমস্ত চৌধুরীদিগকে তিনি অত্যন্ত নাজেহাল ও অপদস্থ ভাবে বন্দী করিয়া ফেলেন (যাহাতে তাহারা আল্লাহ্পাকের রাজত্ব ও সিংহাসনের খেলাফ কোনরূপ বিদ্রোহ করিতে না পারে)। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাহার আমিত্ব ও বড়ত্ববোধকে ধ্বংস ও মিস্মার করিয়া দেন।

অতএব, অন্তরে যদি সরিষার দানা পরিমাণ অহংকারও বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি 'ছাহেবে-নেছ্বত' ওলীআল্লাহ্ হইতে পারে না। কারণ, অহংকার ও নেছ্বত (ওলী হওয়া) একত্রিত হইতে পারে না। ('ছাহেবে নেছ্বত' ঐ ব্যক্তিকে বলে যাহার অন্তর সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের সহিত এক বিশেষ বন্ধন ও আকর্ষণের সূত্রে বাঁধা থাকে ; আন্তরিকভাবে ঐ অদৃশ্য বন্ধন ও আকর্ষণ সে অনুভবও করিতে থাকে। এবং সর্বক্ষণ সে আল্লাহ্র হুকুম ও মর্যীর সম্মুখে ফানা, বিলীন ও উৎসর্গীত-প্রাণ থাকে। —অনুবাদক)

ওলীগণ নিজেকে জানোয়ার হইতে নিকৃষ্ট জানেন

হাকীমুল-উম্মতের অমূল্য দুইটি কথা

তাই ত হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলিতেন, আশরাফ আলী ফিল্হাল (বর্তমান হিসাবে) সমস্ত মুসলমান অপেক্ষা অধম ও নিকৃষ্ট। (কারণ, কে জানে, কাহার কোন্ খূবি ও নেকী আল্লাহ্পাকের পছন্দ হইয়া গিয়াছে, তাহার নজরকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।) এবং পরিণাম-চিন্তার হিসাবে আমি নিজেকে সমস্ত কাফের এবং জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট মনে করি।

আহ্! হযরত থানবীর এ বাক্য দুইটি খুব মুখস্ত করিয়া লউন, অন্তরের মধ্যে গাঁথিয়া রাখুন ঃ "আমি আমার বর্তমান হালত হিসাবে সমস্ত মুসলমান হইতে নিকৃষ্ট এবং ভবিষ্যত-পরিণাম চিন্তা করিলে আমি কাফের এবং জন্তু জানোয়ার হইতেও

নিকৃষ্ট"। কারণ, অসম্ভব কি যে, আল্লাহ্পাক যে কোন মুসলমানের তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ কোন আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জীবনের বড় বড় সমস্ত গুনাহ্ও মাফ করিয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, আমার কোন কথা বা কাজের দরুন চরম অসন্তুষ্ট ও গোস্বান্বিত হইয়া আমার সমস্ত নেকী ও নেক আমলকে অগ্রাহ্য ও ধ্বংসও তো করিয়া দিতে পারেন। (তিনি ত কাহারও অধীন নন, সকলে তাহার অধীন ; তিনি কাহাকেও পরোয়া করেন না, কিন্তু সকলে তাহাকে পরোয়া করিতে বাধ্য। —অনুবাদক।) তদ্রূপ, খোদা না করুন, ঈমানহারা হইয়া মৃত্যু বরণ করিলে ত সে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং জন্তু তাহার চাইতে উৎকৃষ্ট। কারণ, জন্তুদের ত কোন হিসাব-কিতাব নাই।

হযরত থানবীর এ বাক্য দুইটি মহোপকারী মহৌষধ। অসংখ্য উপকারিতার সঙ্গে সঙ্গে ইহা অহংকারেরও ঔষধ। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিজেকে এতটা নিকৃষ্ট ধারণা করে যে, বর্তমান হালতে সমস্ত মুসলমান হইতে নিকৃষ্ট এবং পরিণাম কি দাঁড়ায়, সেই ভয়ে কাফের ও জন্তু-জানোয়ার হইতেও তুচ্ছ বলিয়া ভাবে, অহংকার ও বড়ত্ববোধের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি কিছুতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

নিজেকে কাফের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবে কিরূপে ?

এখন প্রশ্ন এই যে, একজন মুসলমান মৃত্যুর পূর্বে নিজেকে কাফের-মোশ্রেক অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবিবে কিরূপে ? উহার ব্যাখ্যা এই যে, কাফের যদিও কাফের হিসাবে নিকৃষ্টই বটে; কিন্তু,পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াও তো মরিতে পারে ? পক্ষান্তরে, আমি যে ঈমান সহকারে মরিতে পারিব, তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে ? কোন্ গ্যারান্টি আছে ? তাই ত সূফীকুল শিরোমনি মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলিতেছেন ঃ

هیچ کافر را بخواری منگرید

که مسلمان بودنش باشد امید

অর্থাৎ কোন কাফের-বেদ্বীনের প্রতিও তুমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিও না। কারণ, মৃত্যুর আগে সে মুসলমানও তো হইয়া যাইতে পারে। তাহার ব্যাপারে এতটুকু আশা বা অবকাশ তো রহিয়াছে।

পাপের প্রতি ঘৃণা ওয়াজিব, পাপীর প্রতি ঘৃণা হারাম

অবশ্য, এ বিষয়টি এখানে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া লওয়া দরকার। অর্থাৎ কাফেরকে যে নিজের চেয়ে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করিবে না, ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহার শির্ক ও কুফরকেও ঘৃণা করিবে না। বরং কুফরের প্রতি, শির্ক্-বেদ্আতের প্রতি, ফিস্ক্ ও পাপের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ওয়াজিব। কিন্তু, কাফের-মোশ্রেককে, বেদ্আতীকে, ফাসেক-গুণাহ্গার মুসলমানকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ধারণা করা হারাম।

(অতএব, এখানে দুইটি জিনিস ঃ পাপ ও পাপী। পাপ বা নাফরমানীকে ঘৃণা করা ওয়াজিব, কিন্তু উক্ত পাপী বা নাফরমান ব্যক্তিকে নিজের চাইতে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ধারণা করা হারাম।) কেহ যদি বলে যে, হুযূর, ইহা ত বড় কঠিন মাছ্আলা বলিয়া মনে হইতেছে। তবে, আমরা বলিব, ইহা আদৌ কঠিন নয় বরং বিল্কুল সরল-সোজা বিষয়। মনে করুন, কোন রাজপুত্র যদি তাহার সমুজ্জ্বল চেহারাখানা কালি মাখিয়া কালো-কুৎসিত করিয়া ফেলে, তখন কি আপনারা ঐ রাজপুত্রকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ভাবিবেন? নাকি ঐ কালি বা কালো দাগের প্রতিই অবজ্ঞা পোষণ করিবেন? নিঃসন্দেহ যে, আপনারা কালি বা কালো দাগের প্রতিই অবজ্ঞা পোষাণ করিবেন। কারণ, এখনই যদি একখানা সাবান দ্বারা চেহারার কালি ধুইয়া সাফ করিয়া ফেলে,তবে তাহার রাজপুত্র সুলভ উজ্জ্বল মুখখানা যথারীতি মুহূর্তের মধ্যে ঝলমলাইয়া উঠিবে। তদ্রূপ, কাফেরের কুফরীর প্রতি অবশ্যই আমরা ঘৃণা পোষণ করিব, কিন্তু কাফের-ব্যক্তিটিকে ঘৃণা করা বা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা তখনও হারাম থাকিবে। কারণ, উক্ত শাহ্জাদার মত আল্লাহ্র এ অবাধ্য বান্দাও ঈমানের সাবান দ্বারা তাহার কুফরীর কালি ধুইয়া, কালেমা পড়িয়া ওলীআল্লাহ্ও ত হইয়া যাইতে পারে।

হযরত মুজাদ্দিদে-আল্ফে-ছানী (রঃ)-এর বাণী

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মুজাদ্দিদে-আল্ফে-ছানী (রঃ) বলেন, যাঁহারা 'ছাহেবে-নেছ্বত' ওলীআল্লাহ, তাঁহারা তামাম দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন।

নিজেকে ছোট মনে করার ফলে হযরত আবূ-যরের সুখ্যাতি আসমানে

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) তাঁহার তাফসীরে–কাবীরের মধ্যে লিখিয়াছেনঃ একদা জিবরাঈল (আঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। এমনি মুহূর্তে রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর একজন সাহাবী সেখানে শুভাগমন করিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তখন বলিয়া উঠিলেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, ইনি ত আবূযর গেফারী। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা, আপনারা (ফেরেশতারা) তাঁহাকে চিনেন ? (আপনারা ত আসমানী মাখলূক ; মদীনার লোকদের সুনির্দিষ্ট পরিচয় আপনারা কিভাবে জানেন ? আবূ-যর গেফারীকে আপনি কিভাবে চিনিয়া ফেলিলেন ?) উত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরয করিলেন, তিনি আপনাদের (তথা মক্কা-মদীনাবাসীদের) মধ্যে যতটা প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, আসমানে আমাদের মধ্যে তিনি তদপেক্ষা বেশি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। হুযূর বলিলেন, আচ্ছা, আবূ যর তাঁহার কোন্ আমলের বরকতে এত বড় ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হইলেন ? জিব্রাঈল বলিলেন—

لِصِغَرِهٖ فِىْ نَفْسِهٖ وَكَثْرَةِ تِلَاوَتِهٖ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

অর্থাৎ দুইটি আমলের বরকতে। তম্মধ্যে একটি দিলের আমল, আরেকটি দেহের আমল। দিলের আমল এই যে, তিনি নিজেকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করেন। আর যে বান্দা আপন অন্তঃকরণে নিজেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলিয়া ধারণা পোষণ করে, অন্তরের এই হালতটি আল্লাহ্পাকের নিকট খুবই প্রিয়, খুবই পসন্দনীয় লাগে। আল্লাহ্পাক ইহাতে বড়ই খুশী হন। কারণ, ইহা হইতেছে আল্লাহ্র প্রতি বান্দার বান্দা সুলভ হক ও কর্তব্য পালন করা। গোলাম হইয়া মনিবের মত গর্ব-গরিমা করা গোলামের গোলামী ও বন্দেগী সুলভ চরিত্রের পরিপন্থী।

হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর এত প্রিয় ও প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ স্বরূপ দ্বিতীয় আমলটি এই যে, তিনি সূরায়ে এখ্লাছ অর্থাৎ ক্বুল্ হুওয়াল্লাহ বেশি বেশি তেলাওয়াত করেন। এই দুইটি আমলের বরকতে আসমানে ফেরেশতাদের মহলে তিনি এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কোন্ জিনিস হযরত জুনাইদকে জুনাইদ বানাইয়াছে

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) একদা মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ এরূপ ঘোষণা করিতে লাগিল যে, এই মসজিদে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট, পাপীষ্ঠ ও জঘন্য, সে যেন কাল বিলম্ব না করিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়। মসজিদে অবস্থানরত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ)। কি আশ্চর্য যে, তিনিই সকলের আগে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এবং বলিলেন, সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক।

আল্লাহু আকবার, এই ছিল আমাদের বড়দের শান্। অথচ, আজ আমাদের অবস্থা এই যে, দুই-চার রাকআত নফল, কিছু কোরআন তেলাওয়াত, সামান্য কিছু তস্বীহ্-তাহ্লীল পড়িতে পারিলেই নিজেকে আমরা বেহেশতের ঠিকাদার ও অন্য সকলকে হীন-অগণ্য ভাবিতে শুরু করি। সবাইকে যেন মশা-মাছির মত তুচ্ছ দেখিতে পাই। অথচ, যাঁহারা প্রকৃত আল্লাহ্ওয়ালা, আল্লাহ্ভীরু, নিজেকে তাঁহারা সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া জানিতেন।

কেহ হযরত জুনাইদ (রঃ)-এর শায়েখ্ হযরত ছারী ছাকাতী (রঃ)-কে উপরোক্ত ঘটনার খবর শুনাইয়াছিলেন যে, জুনাইদ আজ এই কাণ্ড করিয়াছেন। জবারে শায়েখ্ বলিলেন, এই জিনিসই তো জুনাইদকে জুনাইদ বানাইয়াছে। নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করার বদৌলতেই আজ তিনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন।

ازیں بر ملائك شرف داشتند
که خود را به ازسگ نه پندا شتند

অর্থ ঃ আল্লাহ্র ওলীগণ যে ফেরেশতাদের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হইয়া যান তাহা এ কারণেই যে নিজেকে তাঁহারা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলিয়া জানেন। উৎকৃষ্ট মনে করেন না।

শায়েখ সা'দী (রঃ)-এর পীর শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহার্ওয়ার্দী (রঃ)-এর উপদেশ

ইহা কাহার বাণী ? সিল্সিলায়ে সোহার্ওয়ার্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ

শিহাবুদ্দিন–সোহারওয়ার্দী (রঃ)-এর প্রথম খলীফা শায়েখ মুস্‌লেহুদ্দীন সা'দী শীরাযী (রঃ) এর বাণী। তিনি আরও বলেন যে, আমার মহাজ্ঞানী শায়েখ সোহারওয়ার্দী (রঃ) আমাকে মুক্তার মত মূল্যবান দুইটি নসীহত করিয়াছেন ঃ

یکے آنکہ برغیر بد بیں مباش

دویم آنکہ برخویش خوش بیں مباش

অর্থ ঃ ১— কখনও কাহাকে ঘৃণার নজরে, খারাপ নজরে দেখিওনা, ছোট মনে করিও না, ২— নিজেকে নেক ও ভালো বলিয়া ধারণা করিও না। এক কথায়, অপরকে খারাপ ভাবিও না, নিজেকে ভালো ভাবিও না।

ওলীকুল শিরমণি হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)-এর অনুসরণীয় হালত

আওলিয়াকুলের শিরমণি হযরত শায়েখ্ আব্দুল কাদের জীলনী (রঃ) বলিতেন ঃ 'সমকালীন সমস্ত আওলিয়ার গর্দান আমার দুই পায়ের তলে।' আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে বহু উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন ঃ

گہے فرشتہ رشك برد بر پاکی ما

گہ خندہ زند دیو بر ناپاکی ما

'কখনও আমি আমাকে ফেরেশতাদিগের চেয়েও এরূপ শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই যে, আমার পবিত্রতা ও নূরানিয়ত দেখিয়া ফেরেশতারাও আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। আবার কখনও আমার কলুষতা ও অপবিত্রতা দেখিয়া ভূত-প্রেতও আমার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসে। অতঃপর বলেন ঃ

ایماں چوں سلامت بہ لب گور بریم

احسنت بریں چستی وچالاکی ما

নিরাপদ ঈমান লইয়া যদি কবরে যাইতে পারি, একমাত্র তখনি আমি আমার এ বুদ্ধিমত্তা ও তৎপরতাকে স্বার্থক, সফল ও প্রশংসাযোগ্য মনে করিব। আমার

নফল,আমার তাহাজ্জুদ প্রভৃতি বন্দেগীর জন্য তখনই আমি গর্ব ও উল্লাস করিব যে, আল্‌হামদু-লিল্লাহ্, আমি আজ কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।

না জানি সেদিন পরীক্ষার কি ফল প্রকাশ হয়

যেই ছাত্র পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই অহংকার প্রদর্শন করে, সে যে চরম বেকূফ্ ও নির্বোধ। তাই, যদি ঈমান সহকারে মউত নসীব হইয়া যায় এবং কিয়ামত-দিবসে আল্লাহ্‌পাক যদি শুধু এতটুকু বলিয়া দেন যে, হে বান্দা, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। তখন যত ইচ্ছা আনন্দ কর, উল্লাসে ফাটিয়া পড়, লাফাইতে-লাফাইতে গিয়া বেহেশতে প্রবেশ কর। কিন্তু, এখানে থাকিয়াই উল্লাস করার বা নিজেকে বড় ভাবিয়া পুলকিত হওয়ার কোনও যুক্তি আছে ? আমার যে কি হাশর হইবে, কি পরিণাম হইবে, তাহার কি কোনও খোঁজ-খবর আছে ? তাহা হইলে, কিভাবে আমি নিজের প্রশংসা নিজে করিতে পারি ? কিরূপে আমি অন্যের কাছে নিজের সুনাম–সুখ্যাতির আকাংখা করিতে পারি ? এখন ত শুধু চিন্তা আর অপেক্ষার সময় যে, না জানি আমার পক্ষে আল্লাহ্‌পাকের তরফ হইতে কি ফয়সালা হইতেছে।

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

'ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কয়েক মুহূর্তের এ জীবনটা কোন রকম কাটিয়া গেলেই হইল, ইহা লইয়া তেমন মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আসল চিন্তা–ভাবনার বিষয় হইল, পরকাল জীবনে আমার কি অবস্থা হইবে ?

হযরত থানবীর কিয়ামতের ভয়

অহংকারের প্রতিকারের জন্য হযরত থানবীর একটি বাক্য স্মরণ রাখাই যথেষ্ট হইবে। এত বড় আলেম, আপন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের প্রণেতা এবং যুগের বড়-বড় আলেমগণের পীর-মোর্শেদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেন যে, হায়, আশরাফ আলীর প্রতিটি মুহূর্ত এই ভয় ও চিন্তার মধ্যে কাটে যে, কিয়ামতের দিন আশরাফ আলীর না জানি কি অবস্থা হইবে ?

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) বর্ণিত ঘটনা মৃত্যুকালে শয়তানের ধোকা ও বুযুর্গের সাবধানতা

পাকিস্তানের মুফতী-আ'যম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী ছাহেব (রঃ) বলেন যে, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) লিখিয়াছেন, এক বুযুর্গের ইন্তেকালের সময় লোকেরা তাঁহাকে কালেমা শরীফ তাল্‌কীন করিতেছিল। অথচ, ঐ বুযুর্গ তখন বারবার বলিতেছিলেন, "এখনও না, এখনও না"। পরক্ষণে জ্ঞান ফিরিবার পর লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর, আমরা আপনাকে কালেমার তাল্‌কীন করিতেছিলাম, অথচ আপনি বারংবার বলিতেছিলেন যে, এখনও না, এখনও না। বুযুর্গ বলিলেন, ঐ অজ্ঞান অবস্থায় শয়তান আমাকে বলিতেছিল, মিয়া, তুমি ত নাজাত পাইয়া গেলে, আমার নাগাল পার হইয়া গেলে। জবাবে আমি বলিতেছিলাম যে, এখনও আমার রূহ বাহির হয় নাই, অতএব, তুই-শয়তান হইতে আমি এখনও নাজাত পাই নাই। দেহ-পিঞ্জিরা হইতে রূহ্ যখন বাহির হইয়া যাইবে, তখন যদি ঈমান ও কালেমা সহ যাইতে পারি, তখনই বুঝিব যে, বাস্তবিকই আমি তোর ছল-চাতুরী হইতে নাজাত পাইয়া গিয়াছি। তাই, এ মর্মেই আমি শয়তানকে বলিতেছিলাম যে, এখনও না, এখনও না। কারণ, এখনও আমার দেহে রূহ বিদ্যমান। তাই, আমাকে গোমরাহ করার মত সুযোগ এখনও তোমার আছে।

মৃত্যুকালে আরেক বুযূর্গের প্রতি শয়তানের চক্রান্ত ও আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানী

এ খবীস-শয়তান অন্য এক বুযুর্গকে বলিতেছিল ঃ হুযূর, এলেমের জোরে আপনি আমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর করিলেন ঃ আরে ! তা কক্ষণও নয়; নিজের এলেমের জোরে নয় বরং স্রেফ আল্লাহ্‌পাকের রহমতের জোরেই রক্ষা পাইয়াছি। ওরে পাপিষ্ঠ, এ বিদায়-ক্ষণেও তুই আমাকে আর একটি ফাঁদে ফেলিবার দুরভিসন্ধি করিলে ? যাহাতে আমার দৃষ্টি আল্লাহ্‌পাকের উপর না থাকিয়া বরং আমার এলেম ও বিদ্যা-বুদ্ধির উপর চলিয়া যায় ? দেখুন, মৃত্যুকালে মানুষকে বেঈমান ও গোমরাহ করার জন্য এ খবীস কিভাবে ফন্দি আঁটে ? তাই, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, এলেমের জোরে নয়, বরং, আয় আল্লাহ্, আপনার রহমতই আমাকে হেফাযত করিয়াছে। আর শয়তানকে বলিলেন, হে মর্‌দূদ, তুই এখান হইতে সরিয়া যা'।

বস্তুতঃ আল্লাহ্পাক যাহার প্রতি মেহেরবানী করেন, শয়তান তাহার কোনরূপ ক্ষতিসাধনে সক্ষম হয় না। আর এরূপ মেহেরবানী তাহাদেরই ভাগ্যে জুটে যাহারা নিজেকে দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে।

অহংকারের ঘৃণ্য পরিণাম সম্পর্কে হাদীছ শরীফ

হযরত থানবী (রঃ) ইমাম বায়হাকীর বরাতে খুৎবাতুল-আহকামের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنَ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ - (مشكوة صـ٤٣٤)

অর্থ ঃ যে নিজেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মিটাইয়া দেয়, ছোট বানায়, আমিত্ব ও বড়ত্বকে খতম করিয়া বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্পাক তাহাকে বড় করেন, উঁচু করিয়া দেন। ফলে, যদিও সে বিনয় বশতঃ নিজকে নিজে ছোট ও তুচ্ছ দেখে, কিন্তু তাহার এ ফানা ও বিনয়ের বরকতে আল্লাহ্পাক তাহাকে সকল মানুষের নজরে বড় ও মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দেন। সকলের দিলে তাহার প্রতি ইয্যত, আয্মত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পয়দা করিয়া দেন। ইহা হইল নিজেকে 'ছোট' মনে করার নগদ পুরস্কার যে, তামাম দুনিয়াবাসীর অন্তরে তাহার প্রতি ইয্যত ও শ্রদ্ধাবোধ ঢালিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে, বড়াই প্রদর্শন করে, আল্লাহ্পাক তাহাকে হীন ও অপদস্থ করিয়া দেন। আর আল্লাহ যাহাকে নিচে নামাইয়া দেন, কে তাহাকে উপরে উঠাইতে পারে ? সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আছে এমন কেহ যে, আল্লাহ্ যাহাকে নিচু করিয়া দিয়াছেন, সে তাহাকে উঁচু করিয়া দিবে? নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ যাহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন, কেহই তাহাকে সম্মানিত করিতে পারে না।

আল্লাহ্ যাহাকে নীচু করেন, কে তাহাকে উঁচু করিতে পারে ?

যে নিজেকে বড় মনে করে, আসলে সে বড় নয়। কারণ, যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে পিতার নাপাক বীর্য ও মাতার হায়েযের রক্ত দ্বারা, সে আবার 'বড়' হয় কিরূপে ? কিভাবে সে আমিত্ব-অহংকারে ফুলিয়া উঠিতে পারে ? এখানে হাদীছ-শরীফে 'মান্ তাকাব্বারা' বলা হইয়াছে, যাহার অর্থ, বড় নয় তবু খামখা বড়ামি দেখায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্পাক এজন্যই তাহাকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেন।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মোতাকাব্বির (অহংকারী) যেমন মানুষকে বলা হয়, তেমনি 'মোতাকাব্বির' আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নামও বটে। তবে উভয়টির অর্থ ভিন্ন। যেমন, সূরা-হাশরের শেষ আয়াতে আছে—

اَلْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

অর্থাৎ, আল্লাহ্পাক আযীয, জাব্বার ও মোতাকাব্বির।

আযীয ঃ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী শক্তির অধিকারী।

জাব্বার ঃ যিনি বরবাদ ও বিপর্যয়গ্রস্তকে দুরুস্তকারী ও আবাদকারী, বান্দাদিগের বিপর্যয় সমূহকে স্বীয় বিজয়ী-কুদরত বলে সংশোধনকারী। নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্পাক বান্দার চরম ধ্বংস ও অধঃপতনকেও তাহার সামান্য ইচ্ছা-এরাদার বলে চরম সাফল্য ও চরম উন্নতিতে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারেন। যে ধ্বংস ও বর্বাদীর সর্বনিম্ন স্তরে তলাইয়া গিয়াছে এমন কোন বান্দা সম্পর্কেও যদি তিনি এরাদা করেন যে, আমি তোমাকে সুন্দর ভাবে গড়িব, কামিয়াব করিব, তবে পলকের মধ্যে সে ওলীআল্লাহ হইয়া যাইবে। মোটকথা, ধ্বংসের সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত বান্দার পূর্ণ সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য আল্লাহ্পাকের এরাদার পহেলা বিন্দুটিই বিল্‌কুল যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ।

মুতাকাব্বির ঃ বড়, মহৎ, যাহার অহংকার করার সম্যক অধিকার রহিয়াছে। আর এই শব্দটি যখন বান্দার জন্য ব্যবহার হয় তখন ইহার অর্থ হয়, যে অনধিকার চর্চা বশতঃ অহংকার করে, যে কৃত্রিমভাবে বড়ত্ব দেখায়। যে বড় নয়, তবু বড়ামী দেখায়।

আল্লামা আলূছী (রঃ) তাঁহার তাফ্সীরে-রূহুল-মাআনীতে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্র গুণ হিসাবে ব্যবহৃত 'মুতাকাব্বির'–এর অর্থ লিখিয়াছেন, মহান, বড়। কারণ, বান্দা খামখা নিজেকে বড় মনে করে, আর আল্লাহ ত প্রকৃতই বড়। তাই, আল্লাহ্র গুণের ক্ষেত্রে (কৃত্রিমভাবে) বড়াই প্রদর্শনকারীর অর্থ করা সম্পূর্ণ ভুল হইবে। মোটকথা, বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহ্পাকের গুণ, আল্লাহ্পাকের ভূষণ, আল্লাহ্পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও বৈশিষ্ট্য। অতএব, যে কেহ বড়াই প্রদর্শন করিবে, আল্লাহ্পাক তাহাকে লাঞ্ছিত–অপদস্থ করিয়া উহার মজা চাখাইয়া ছাড়িবেন। যে ব্যক্তি বড়াই করিবে, আল্লাহ্পাক তাহাকে নিচু ও তুচ্ছ করিয়া দিবেন।

আমার দোস্তগণ, আল্লাহ্ যাহাকে নীচে নামায়, কেহ তাহাকে উপরে উঠাইতে পারে না। হাতি আল্লাহ্পাকের একটি সৃষ্টি, এই হাতীই যদি তাহার সূঁড় দিয়া পেচাইয়া ধরিয়া কাহাকেও আছড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে বড়-বড় পালোয়ানরাও সেখানে অক্ষম ও অপদার্থ সাব্যস্ত হইবে। মোহাম্মদ আলী ক্লে, রুস্তম-পালোয়ান প্রভৃতি খ্যাতিসম্পন্ন শক্তিধরেরাও সেখানে রক্ষা পাইবেনা। আল্লাহ্র সৃষ্টি করা একটি মাখ্লূকের যখন এই ত্বাকত্, তবে স্বয়ং আল্লাহ্পাক রাব্বুল–আলামীনের ত্বাকত-কুদরতের কী হালত হইতে পারে ? তাই বলি, আল্লাহ্ যাহাকে নীচে নামাইয়া দেয়, কেহ তাহাকে উপরে উঠাইতে পারে না। রাখে আল্লাহ্, মারে কে ? আর মারে আল্লাহ্, তো রাখে কে ? বরং আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা না করেন, কোথাও তাহার রক্ষা নাই। সমগ্র দুনিয়ার পক্ষ হইতে কেবল লাথি আর ঘুষিই তখন তাহার কপালে জুটে। দুনিয়ার যেখানে যায়, যে কাজেই যায়, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকে। যে নিজেকে বড় মনে করে, গর্ব–আহংকার করে, অহংকারীর ঢঙে চলে, আল্লাহ্ তাহাকে আছড়াইয়া দেন, যিল্লতির শিকার করিয়া দেন।

অহংকার গোপন থাকে না। অন্তরে যদি অহংকার থাকে তবে তাহার চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, মোটকথা, তাহার জীবনের প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি শাখায় অহংকার শামিল থাকে, অহংকারের ছাপ পড়িতে থাকে।

যে নিজেকে বড় মনে করে, সে কুকুর ও শূকর হইতেও নিকৃষ্ট গণ্য হয়

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন যে, অহংকারীকে আল্লাহ্পাক দুনিয়ার সমস্ত মানুষের নজরে হেয়, ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বানাইয়া দেন। সকলের মুখে সর্বদিক হইতে একটা রব উঠিয়া যায় যে, অমুক বড় নালায়েক, বড় অহংকারী, তাহার হাঁটা-চলার মধ্যেও অহংকারের ছাপ লাগিয়া থাকে। অথচ উক্ত 'জনাব' মনে-মনে নিজেকে মহান-অসামান্য-মহামান্য ধারণা করেন আর ভাবেন যে, লোকগুলি আমার মান-মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর, উহারা আমার কদর করে না, আমার এলেম-আমল, আমার বিদ্যা–বুদ্ধি সম্পর্কে অজ্ঞ। আমি যে কে (?), উহারা তা কিছুই বোঝে না। অথচ, প্রকৃত সত্য এই যে, শয়তানই তাহার অন্তরে এরূপ কুমন্ত্রণার কর্মটা আঞ্জাম দিতে থাকে, যাহার ফলে উক্ত মহামান্যের মনে এরূপ ধারণা জন্মে যে, আমার মত ডাঙ্গর আর কে ? কে আছে আমার মত এত বড় ? আমার এক দোস্ত বলিতেন, যে এরূপ মনে করে যে, 'আমার মত আর কেহ নাই', আসলে ইহার অর্থ হইল, আমার মত কোন ডাঙ্গর নাই। আর ডাঙ্গর মানে ইতর, জানোয়ার।

যাহাই হউক, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ

حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ

যে নিজেকে 'বড়' ভাবে, আল্লাহ্ তাহাকে তলে নিক্ষেপ করেন। সে ভাবে, আমি উচ্চ-উৎকৃষ্ট ; আর দুনিয়াবাসীর নজরে সে গণ্য হয় অত্যন্ত তুচ্ছ–নিকৃষ্ট। এমনকি, সকলের নজরে কুকুর এবং শূকর হইতেও সে নিকৃষ্ট পরিগণিত হয়।

বন্ধুগণ, অহংকার এতই নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর বীমারী। দেখুন না, সে নিজেকে মানী-জ্ঞানী ভাবিতেছে, আর জগতের লোকেরা তাহাকে ইতর এমনকি,কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্টতর ধারণা করিতেছে।

অহংকারীর সহিত বিনয় দেখাইবে না

এজন্যই অহংকারীর সহিত অহংকার প্রদর্শনে ছদ্‌কার ছাওয়াব মিলে। ইহার মর্ম এই যে, অহংকারী ব্যক্তির সম্মুখে খুব বিনয় ও নম্রতা দেখাইবে না। (কারণ, ইহাতে তাহার গরিমা করার সহযোগিতা হয় ও সুযোগ বাড়ে।) অবশ্য, স্বীয় অন্তরে তখনও তাহার প্রতি কোনরূপ ঘৃণা পোষণ করিবে না, তুচ্ছ ভাবিবেনা। বরং তখনও নিজেকেই হীন ও ঘৃণ্য মনে করিবে। তবে, এতটুকু খেয়াল রাখিবে যে, ঐ অহংকারী-ব্যক্তির প্রতি যেন বেশী শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন না কর।

বাদশা তৈমুর-লং ও আল্লামা তাফ্‌তাযানী

বাদশাহ তৈমুর লং লেংড়া ছিলেন। রাজসিংহাসনে উপবেশনের সময় ওযর বশতঃ এক পা লম্বা করিয়া বিছাইয়া দিতেন। একদা বিখ্যাত আলেম আল্লামা তাফ্‌তাযানী (রঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলেন। বাদশার লম্বায়িত পা খানা আল্লামার দিকে বিছানো ছিল। তাঁহার ত ওযর ছিল। কিন্তু আল্লামা তাফ্‌তাযানীও তাঁহার একটি পা বাদশার দিকে ছড়াইয়া দিয়া বসিলেন। বাদশাহ বলিলেন, হুযূর, আমি ত লেংড়া; আমার পায়ে খুঁত। আল্লামা বলিলেন, আমার পা লম্বা করার কারণ আমার গায়রত্‌ ও আত্মসম্মানবোধ। কোন জাহেল লোক একজন আলেমের দিকে পা ছড়াইয়া দেওয়ায় উক্ত আলেমের এলেমের প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মান করা হয়।

দেখুন, আমাদের পূর্বসুরী আলেমগণ নিজের ও এল্‌মের ইযযতের ব্যাপারে কতটা আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলেন যে, এ বিষয়ে রাজা-বাদশাদের সঙ্গেও তাঁহাদের এরূপ নির্ভীক আচরণ ছিল।

সকল বাদশার বাদশা যার অন্তরে আসীন, সে বাদশাদের খোশামোদ করে না

আর একজন বাদশাহ জনৈক বুযুর্গের দরবারে গমন করিলেন। উক্ত বুযুর্গ

বিছানায় শায়িত ছিলেন। বাদশাকে দেখিবার পরও তিনি উঠেন নাই বরং শুইয়া-শুইয়াই তাঁহার সহিত হাত মিলাইয়া নিলেন। কিন্তু বাদশার খাদেম ছিল শিয়া মতবালম্বী। সে বলিল ঃ আপনি এরূপ পা লম্বা করিয়া শোওয়ার অভ্যাসটা কবে হইতে রপ্ত করিয়াছেন ? উক্ত বুযুর্গ তাহার মুখের উপর জবাব দিয়া দিলেন যে, যেদিন হইতে আমি আমার হাত গুটাইয়া লইয়াছি, সেদিন হইতে পা লম্বা করিয়া শুইতে শিখিয়াছি। অর্থাৎ যেহেতু অন্যের কাছে হাত পাতার অভ্যাস আমার নাই, অতএব, কাহারও খোশামোদ–তোষামোদের কোন পরোয়াও আমার নাই।

অহংকারের চিকিৎসার জন্য দ্বীনী খান্‌কার সহিত সম্পর্ক জরুরী

আমাদের এ আলোচনার মূলকথা ইহাই যে, অহংকার অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি, ইহার চিকিৎসার জন্য খালেছ দ্বীনী-খান্‌কাহ জরুরী। বড়-বড় আলেমগণও নিজেকে গঠন, সংশোধন ও মিটাইবার জন্য আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সহিত সম্পর্ক কায়েম করিয়াছেন। এভাবে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নিকট নিজের ইয্‌যত–আব্রুকে বিলীন করার ফলে আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে এমন মক্‌বূলিয়ত ও ইয্‌যত দান করিয়াছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের নাম যিন্দা থাকিবে। অহংকারের দ্বারা ইয্‌যত হাসিল হয় না। যদিও অহংকারের উদ্দেশ্য হইল ইয্‌যত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিল করা, কিন্তু আল্লাহ্‌পাক এই পথে কাহাকেও ইয্‌যত দেন না। বরং উল্টা তাহার ঘাড় মোচড়াইয়া দেন।

আমিত্ব ইয্‌যত নয় বরং যিল্লতির পথ

ইয্‌যত লাভের ইচ্ছা যদি থাকে তবে, নিজের আমিত্ব-বড়ত্বকে মিস্‌মার করিয়া ফেল, ছোট হও। নিজেকে বিল্‌কুল মিটাইয়া দাও, একেবারে ভুলিয়া যাও, তারপরে দেখ যে, আল্লাহ্‌পাক তোমাকে কত বড় ইয্‌যতের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। তবে, শর্ত এই যে, এই আমিত্ব-বড়ত্বের বিসর্জন এবং বিনয় ও ছোটত্ব বরণের উদ্দেশ্য যেন সম্মান অর্জন করা না হয় বরং উদ্দেশ্য থাকিবে আল্লাহ্‌র রেযামন্দি বা সন্তুষ্টি হাসিল করা। কারণ, হাদীস শরীফে ইহাই বলা হইয়াছে যে, 'মান্

তাওয়াযাআ লিল্লাহ্, রাফাআহুল্লাহ্'–অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র জন্য বিনয় ও ছোটত্ব বরণ করে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে উচ্চ মর্যাদা নসীব করেন। অতএব, বড়ত্ব ও আমিত্ব বিসর্জনের ফলে ইয্যত মিলিবে তখন, যখন তাহা আল্লাহ্‌র জন্য হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহ্‌র জন্য 'নীচু' হইলে আল্লাহ্ তাহাকে অবশ্যই 'উচুঁ' করেন।

হযরত থানবীর অমূল্য বাণী

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন যে, তাসাওউফ বা ত্বরীকতের সাধকগণ আমিত্ব ও বড়ত্বকে মিটাইয়াই বিনয় ও ছোটত্ব বরণের এই মহামূল্য নেআমতের অধিকারী হইয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা বুযুর্গদের সোহ্‌বত ও তর্‌বিয়তে থাকিয়া নিজের নফ্‌স্ ও আমিত্বকে নিষ্পেষিত করিতে থাকেন, যাহার ফলে তাঁহারা মস্ত বড় মর্যাদা ও কামালাতের অধিকারী হইয়া যান। কিন্তু, এত বড় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তাঁহারা 'কিছুই' মনে করেন না।

নীচু হওয়ার মধ্যেই নিহিত অক্ষয় সম্মান

ভারতের বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ) বলেন ঃ

کچھ ہونا مرا ذلت و خواری کا سبب ہے
یہ ہے مرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

'নিজেকে 'কিছু' মনে করাই আমার অপমান ও যিল্লতির কারণ। পক্ষান্তরে 'আমি তুচ্ছ', 'আমি কিছু নই'—এই ধারণা পোষণের মধ্যেই নিহিত আমার ইয্‌যত ও আমার সম্মান।

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্‌যূব (রঃ) বলেন ঃ

ہم خاك نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ
یہ عشق کی توھین ھے اعزاز نہیں ھے

"আমরা প্রেমিকেরা মাটিতে বসিবার লায়েক, আমাদিগকে মসনদে বা কুর্সিতে বসাইবার চেষ্টা করিও না। ইহা খোদাপ্রেমিকের প্রেমের প্রতি সম্মান নহে, বরং

অপমান।' (কারণ, যাহারা মাওলার সত্যিকার প্রেমিক হয়, নিজের ইয্যত-অস্তিত্ব সবকিছু পিষিয়া-বিলীন করিয়া দিয়া প্রেমিক হয়। তাই, তোমরা যদি আমাদিগকে সম্মানজনক আসনে বসাইতে চাও, তাহাতে আমাদের প্রেমের প্রতি সম্মান ও সুবিচার করা হয় না। প্রেমের সম্মান, প্রেমিকের মর্যাদা মাটি হইয়া যাওয়ার মধ্যে, নিজেকে ছোট ও নীচু মনে করার মধ্যে।)

আমার ভাইগণ, আমাদের বুযুর্গগণ নিজেকে, নিজের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে মিটাইয়া, 'মাটি' হইয়া আমাদিগকে ফানা, আব্দিয়ত ও দাসানুদাস হইয়া থাকার সবক দিয়া গিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের আখলাক

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) একদা মীরাঠের দিকে যাইতেছিলেন। হযরতের খলীফা জনাব হাকীম মুস্তফা ছাহেব (রঃ) দ্রুত আগাইয়া গিয়া সড়কের ঝাড়ুদাতাকে বলিলেন, আরে, ঐ যে আমার পীর সাহেব আসিতেছেন, এখন ঝাড়ু দিওনা, হুযূরের গায়ে ধূলা লাগিবে। হযরত থানবী (রঃ) তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সজোরে ধমক দিয়া বলিলেন, 'হাকীম মুস্তফা সা'ব, আমি কোন ফেরাউন নই। ঝাড়ুদাতা (সুইপার) মিউনিসিপালিটির কর্মচারী, সে তাহার সরকারী ডিউটি পালন করিতেছিল। শরীঅতের দৃষ্টিতে আপনার জন্য কিছুতেই জায়েয নয় যে, আশরাফ আলীর জন্য আপনি তাহার কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করিবেন। সে সরকারী ডিউটি পালন করে এবং সেজন্য বেতনও গ্রহণ করে। অতএব, আমাদের কোন অধিকার নাই তাহার কর্তব্যকাজে বাধা দেওয়ার।

یہ عرفان محبت ہے یہ برہان محبت ہے
کہ سلطان جہاں ہوکر بھی بے نام و نشان رہنا

ছুবহানাল্লাহ! ছুবহানাল্লাহ!! ইঁহারাই সত্যিকার আল্লাহ্ওয়ালা, আল্লাহ্র আশেক। জগতসেরা ওলীআল্লাহ্, ত্বরীকতের বাদশাহ এবং সমগ্র দুনিয়ার উলামা ও

মুসলমানদের মাথার মুকুট হইয়াও এতটা ক্ষুদ্র ও অপরিচিত বনিয়া থাকাই প্রমাণ করে যে, ইঁহারা সত্যিকার অর্থে মাওলার দেওয়ানা ছিলেন, মাওলার মহব্বত ও মা'রেফাতের মূল্য বুঝিয়াছিলেন।

মহা মানবদের বিনয়ের আর এক দৃষ্টান্ত

আপনারা দেখিয়াছেন জুমুআর দিনে আলেমগণ একটি বিশেষ ধরনের জুব্বা পরিধান করেন, যাহাকে 'আবা' বলে। এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রঃ)-কে হাদিয়া স্বরূপ একটি 'আবা' পেশ করিল। তিনি বলিলেন, আরে ভাই, ইহা ত বড়দের পোশাক, এই পোশাক আমি পরিব না। আমি কোর্তা-পায়জামা পরি, আমার জন্য তাহাই মুনাসিব। লোকটি বলিল, হযরত, আপনিও ত সেই বড়দেরই একজন। তিনি বলিলেন, "আমি আবার বড় হইলাম কিরূপে ? অথচ এখন পর্যন্ত আমার একটি চরিত্রও সংশোধন হয় নাই।"

আহ্! বস্তুতঃ ইঁহারাই ছিলেন আল্লাহ্র ওলী। এত বড় হইয়াও নিজেকে এত তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট জানিয়াছেন। আসলে, ইহাই তাঁহাদের বড় ও বুযুর্গ হওয়ার দলীল।

চামারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মহৎ গুণ

হযরত শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলেন, জনৈক হিন্দু-চামার হিন্দুস্তানের এক জমিদারের জমি চাষ করিত। (আমার জমিও চাষ করিত।) একদা আমি গোস্বার মধ্যে তাহাকে কিছু কটু কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। পরে যাইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম। কারণ, কে জানে, কিয়ামতের দিন কি পরিণাম হইবে ? কিন্তু, অন্যান্য জমিদারগণ আমাকে বলিলেন, হুযূর, আপনি ত জমিদারী চালাইতে পারিবেন না। এখানকার চাষী-চামারদের অবস্থা ত এমন যে, তাহাদের মা-বোনকে গালাগালি না দিলে কাজ হয় না। কোন অপরাধ না করিলেও উহাদেরকে দশ ডাণ্ডা লাগাইতেই হয়, তবেই উহারা ঠিক থাকে এবং কাজ ঠিক মত করে। আমি বলিলাম, এমন জমিদারী আমি করিতে পারিব না যাহার পরিণামে আমার আখেরাত বরবাদ হইবে, কিয়ামত দিবসে আমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

মস্ত বড় ওলী হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ)-এর কষ্টের জীবন ঃ

স্থানীয় লোকেরা তাঁহার উপর এত বেশি নির্যাতন করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার বাড়ী–ঘর, এমনকি বস্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া আযমগড়ের ফুলপুরে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেখানে মাদ্রাসা কায়েম করিলেন তখন তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না, বিল্‌কুল রিক্ত হস্ত ছিলেন। আট-দশ ফুটের একটি গর্ত খনন করিয়া আওলাদ-পরিজন সহ ঐ গর্তের মধ্যে অবস্থান করিতেন। দুপুর বেলা গর্তের উপর চাটাই বিছাইয়া ছায়া করিয়া লইতেন। পেশাব-পায়খানার জন্য পার্শ্ববর্তী ক্ষেত-পাথারে যাইতেন। আশেপাশে অন্য কোন বাড়ী-ঘর ছিল না। চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পরিবার-পরিজন সহ কী অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট তিনি বরদাশত করিয়াছেন। হায়, এই সকল বুযুর্গানের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ হইলে অশ্রু সংবরণ করা মুশকিল। যখনই বৃষ্টি হইত, বৃষ্টির পানিতে গর্ত ভরিয়া যাইত। জনহীন ভুঁইয়ে কোন রকম দিন গুয্‌রানের এ 'পাখির বাসাটি'ও যখন এভাবে উজাড় হইয়া যাইত, তখন দুই-চারি দিনের জন্য বস্তিতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

আমার বন্ধুগণ, এরূপ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়াই শুরু হয় খোদাপ্রেমিকের যাত্রা। অথচ, আমরা চাই, প্রথম দিনই কার্পেট আসুক, গালিচা আসুক, সবকিছু আসিয়া যাউক। চাটাই বিছাইয়া মাদ্রাসা শুরু করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে সবকিছুরই ব্যবস্থা হইয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক সবকিছুর ব্যবস্থা করিয়া দেন। এখ্‌লাছের সহিত ছেঁড়া চাটাইও যদি হয়, আল্লাহ্‌পাকের দরবারে তাহাও কবূল হইয়া যায়। আর বিনা এখ্‌লাছের বড় বড় বিল্ডিংও বৃথা, আল্লাহ্‌পাকের নিকট উহার কোন মূল্য নাই।

আমাদের বুযুর্গগণ আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে 'মাটি' করিয়া দিয়াছেন, অবর্ণনীয় মুজাহাদা ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। উহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌পাকও তাঁহাদিগকে বড় বড় মর্তবা দান করিয়াছেন। এই হযরত শাহ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) সম্পর্কে স্বয়ং হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (রঃ) বলিতেন, আল্লাহ্‌র যিকির আমাদের মৌলবী আবদুল গনী ছাহেবকে মাটি বানাইয়া দিয়াছে, নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ তাঁহাকে দেখিলে বুঝিতেই পারিবে না যে, ইনি একজন আলেম। হযরত থানবী (রঃ) বলিতেন, ইহা ত্বরীকতের সূফী–সাধকদের অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা

নিজেকে বিল্‌কুল মিটাইয়া ফেলেন, মাটি হইয়া যান। 'অনেক কিছু' হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তাঁহারা 'কিছুই' মনে করেন না। হযরত মাওলনা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ) বলেন ঃ

یہ فیضان محبت ہے یہ احسان محبت ہے
سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں رہنا
قیامت ہے ترے عاشق کا مجبور بیاں ہونا
زباں رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زباں رہنا

অর্থ ঃ

১–ইহা আল্লাহ্‌র এশ্‌ক্ ও মহব্বতেরই ফয়েয-বরকত এবং মহব্বতেরই অবদান যে, আল্লাহ্‌র ওলীগণ আপাদমস্তক অসংখ্য কারামত ও বুযুর্গীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞজনের মত পড়িয়া থাকেন। মহব্বত ও মা'রেফাতের অসংখ্য তথ্য সীনায় ধারণ করিয়াও একেবারে মিটিয়া থাকেন।

২– আয় আল্লাহ্, আপনার জাল্‌ওয়া দর্শনকারী আশেক যখন আপনার সম্পর্কে মুখ খুলিতে বাধ্য হয়, হায়, তখন যে তাহার উপর কি কিয়ামত যাইতে থাকে। আবার জানিয়া-শুনিয়াও তাহা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া 'বোবা' হইতে বাধ্য হওয়াও যে কি কিয়ামত সদৃশ। মুখ থাকা সত্ত্বেও 'মূক' হইয়া থাকা কত না বিস্ময়কর এবং কত যে কঠিন ব্যাপার ? সুবহানাল্লাহ্, কী রহস্যময় ছন্দ ! তিনি আরও বলেন ঃ

نہیں رہتے ہیں ہم کیوں ، چاہیئے ہمکو جَہَاں رہنا
کوئی رہنے میں رہنا ہے ، یہاں رہنا وہاں رہنا

অর্থ ঃ 'আরে, যেখানেই থাকি, যে-হালতেই থাকি, কোন রকম থাকিতে পারিলেই হইল। দুনিয়ার জিন্দেগী কোনভাবে কাটাইতে পারিলেই চলে। যেহেতু ইহা থাকার জায়গা নয়, তাই এখানে থাকার জন্য তেমন কোন চিন্তা–ফিকিরও নিষ্প্রোয়জন। হায়, যেই ঘর আমাদের সাজানো দরকার, সেই ঘর আমরা কেন সাজাইতেছি না ? যাহার সঙ্গে থাকা দরকার, তাহার সঙ্গে কেন থাকিতেছি না ?

আমার দোস্তগণ, কখনও আমরা হোটেলে বসিয়া চায়ের আড্ডা দিতেছি, কখনও খবরের কাগজে ডুবিয়া সময় খোওয়াইতেছি। এভাবে কখনও এই আড্ডা, কখনও ঐ আড্ডা। ইহাতে আমরা আমাদের মূল্যবান যিন্দেগীকে বরবাদ করিয়া দিতেছি। যতক্ষণ আমরা 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে' থাকি, উহার নাম 'থাকা', উহার নাম জিন্দেগী। প্রতিটি মুহূর্ত 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে' থাক, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাটাও, দিল্‌ ও জান্‌কে হামেশা আল্লাহ্‌র সাথে মিলাইয়া রাখ, মিশাইয়া রাখ। এক মুহূর্তও যেন আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া না যাও, আল্লাহ্‌ হইতে গাফেল হইয়া না থাক।

উক্ত ছন্দটি আমি হরদূয়ীতে লন্ডন হইতে আগত এক মেহ্‌মান, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেবের 'নিস্‌বতী ভাই' (Brother-in-law) ডাক্তার মাহমূদ শাহ্‌কে শুনাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, এই সাদামাঠা ছন্দটি আমার অন্তরে দুই ঘন্টার ওয়াযের সমান ক্রিয়া করিয়াছে। উহার সারমর্ম এতটুকুই যে, যেখানেই থাক, যে হালেই এবং যে কাজেই থাক, আল্লাহ্‌কে সঙ্গে লইয়া, আল্লাহ্‌কে সাথী বানাইয়া 'আল্লাহ্‌ওয়ালা' হইয়া থাকিও। যে নিঃশ্বাসটি আল্লাহ্‌র স্মরণে অতিবাহিত হয়, উহাকেই যিন্দেগী মনে করিও।

জীবনের যেই মুহূর্তগুলি প্রকৃত জীবন

একই মর্মে আমারও একটি ছন্দ আছে ঃ

وہ مرے لمحات جو گذرے خدا کی یاد میں

بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے

অর্থ ঃ 'আমার জীবনের যে মুহূর্তগুলি আল্লাহ্‌র স্মরণে অতিবাহিত হইয়াছে, একমাত্র ঐ মুহূর্তগুলিই আমার জীবনের সারাংশ, আমার বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা। বস্তুতঃ যে নিঃশ্বাসটি আল্লাহ্‌র ইয়াদ ও বন্দেগীতে কাটিল, শুধু ঐটুকুই যিন্দেগীর নির্যাস ও খাঁটি অংশ। বাকি সবকিছুই অসাড়, অকেজো। সবই ফানা হইয়া যাইবে, ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এই যে বড় বড় মন্ত্রীত্ব, মেম্বার-কমিশনারের পদ-মর্যাদা, বিরাট বিরাট রাজত্ব, সিংহাসন ও রাজমুকুট, তোমার জানাযা যখন কবরে অবতরণ করিবে, তখন এসবকিছুর দাম ও হাকীকত বুঝে আসিবে। তখন

ইহাদের উপকারিতা-অপকারিতার হিসাব মিলিবে। তখন দেখিবে যে, কোন্-কোন্টি তুমি তোমার সঙ্গে নিতে পারিয়াছ। আল্লাহ্র সহিত 'মহব্বত ও সম্পর্ক' ব্যতীত আর কিছুই তোমার সাথী হইবে না, কাজে আসিবে না। তাই ত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী (রঃ) মোগল বাদশাহ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন ঃ

دلے دارم جواهر پارۂ عشق ست تحویلش
که دارد زیر گردوں میر سامانے که من دارم

অর্থ ঃ 'হে রাজমুকুট ও সিংহাসনের অধিপতিরা, হে মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা, শুনিয়া রাখ, ওয়ালীউল্লাহ তাহার সীনার মধ্যে এমন একটি অন্তর রাখে যাহা আল্লাহ্র এশ্ক্ ও মহব্বতের মণি-মুক্তা ও জাওয়াহেরাতে পরিপূর্ণ। বল, ওলীউল্লাহ্র এই রাজত্বের সম্মুখে তোমরা তোমাদের কোন্ রাজত্ব পেশ করিবে ? কোন্ রাজত্ব লইয়া ওলীউল্লাহ্র রাজত্বের মোকাবিলা করিবে ? এই আসমানের নীচে ওলীউল্লাহ্র মত রাজত্ব ও রাজমুকুট যদি কাহারও থাকে, তবে আস, আমাকে তা দেখাও।

বন্ধুগণ, দিল্লীর জামে মসজিদ, যেখানে মোগল সম্রাট ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী রাজ-সভাসদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ নামায আদায় করিতেন, সেই মসজিদে তাঁহাদেরই সম্মুখে তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া নির্ভীক-চিত্তে তিনি তাঁহার এই ছন্দ পড়িয়া শুনাইতেছেন। বস্তুতঃ ইঁহারাই প্রকৃত আল্লাহ্ওয়ালা। আল্লাহ্ওয়ালাগণ রাজা-বাদশার, আমীর-উমারার কোন পরোয়া করেন না।

বন্ধুগণ, আমরা যদি গরীব-মিসকীনদের সম্মুখে এধরনের বক্তৃতা করিয়া লই তবে তাহা কোন মুশকিল ব্যাপার নয়। কিন্তু কোন মৌলবী মিম্বরে বসিয়া রাজা-বাদশাদেরকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ নির্ভীক বক্তৃতা একমাত্র তখনই করিতে পারে যখন তাহার বুকের ভিতরে, তাহার অন্তরে এমন কোন দৌলত সে অর্জন করে যে দৌলতের সম্মুখে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী রাজ্য ও রাজসিংহাসনকে সে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ দেখিতে পায়।

পরকালের ফিকিরওয়ালার সাত পুরুষ পর্যন্ত ইহকালেই বরকত

হযরত খিযিরের মাধ্যমে এতীমের সাহায্য ঃ

হায়, মৃত্যুর পর কোথাও পড়িয়া থাকিবে তোমাদের রাজ্য ও সিংহাসন, কোথাও মাথার চুল, কোথাও হাত–পা, কোথাও কান, কোথাও তোমাদের ধড়। তাই, দুনিয়াতে যেমন বিদেশে উপার্জন করিয়া দেশে যাইয়া ভোগ কর, তেমনি, দুনিয়া নামক বিদেশ হইতে নেক আমলের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তোমার আপন দেশ আখেরাতে পাঠাইতে থাক। বস্তুতঃ ইহাই তোমার 'আসল উপার্জন' ও 'অক্ষয়-সঞ্চয়'।

অতএব, ইহারই ফিকির কর, অন্য সব ধান্দা ছাড়। সন্তানাদির জন্য এত বেশি চিন্তা–ধান্দা করিও না যাহার ফলে আল্লাহ্‌র ইয়াদ ও বন্দেগী হইতে এবং আল্লাহ্‌র ওলীদের সংসর্গে বসা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় কিংবা বন্দেগী ও সোহ্‌বতে বসার সুযোগ কমিয়া যায়। কারণ, আমাদের হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা না হয়, তবে আমাদের সমস্ত সম্পদই নীলামে কিংবা যে কোন ভাবে বেহাত হইয়া যাইতে পারে, আর আমাদের সন্তানাদি ঋণের ভারে জর্জরিত থাকিয়া যাইবে। আপনারা কি দেখেন নাই যে, বহু লোক নিজের সন্তানাদির জন্য অনেক কিছু রাখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ সন্তানেরা মদ, জুয়া, বদমায়েশী প্রভৃতি অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়া এমন সব বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে যাহার ফলে বাপ-দাদার রাখিয়া যাওয়া সকল সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বাপের কষ্টার্জিত সম্পদ যেন নিষ্ঠুরভাবে মোফ্‌তে বিলাইয়া দিল।

তাই, এক বুযুর্গ বলেন যে, সন্তানাদির জন্য চিন্তা-ধান্দা করিও না। বরং আল্লাহ্‌কে রাযী-খুশী করিয়া লও এবং সন্তানাদিকে নেক ও দ্বীনদার বানাইতে চেষ্টা কর। যদি তাহারা নেক ও ধার্মিক হয় তবে আল্লাহ্‌পাক তাহাদেরকে সাহায্য করিবেন। আর যদি নালায়েক–নাফরমান হয় তবে তোমার জান্-মারা পরিশ্রমের সম্পদরাজি তাহাদের কোন্ কল্যাণে আসিবে ? বরং অন্যায়– অপকর্মে খরচ হইবে, লয় হইবে। পক্ষান্তরে, মেহনত ও পরিশ্রম করিয়া যদি তুমি 'আল্লাহ্‌ওয়ালা' বনিয়া যাইতে পার, তবে তোমার নেকী ও নেক্ যিন্দেগীর বরকতে তোমার

আওলাদগণের প্রতিও আল্লাহ্‌পাক রহমত নাযিল করিবেন।

লাহোর জামেয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মুহাম্মদ-হাসান অমৃতসরী (রঃ) বলেন যে, দেখ, আল্লাহ্‌পাক বলিতেছেন ঃ

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا -

অর্থ ঃ 'আর ঐ দেওয়ালটি ছিল ঐ শহরের দুইটি এতীমের এবং উহার তলে ছিল তাহাদের জন্য রক্ষিত গুপ্ত সম্পদ।'

আল্লাহ্‌পাক হযরত খিযির (আঃ)-কে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রমী উক্ত দেওয়ালটি সোজা করিয়া দিতে হুকুম করিলেন যাহাতে তাহা ভাঙ্গিয়া না পড়ে। ইহার উদ্দেশ্য কি, আল্লাহ্‌পাক নিজেই তাহা বর্ণনা করিতেছেন ঃ

فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا

অর্থ ঃ তোমার পরওয়ারদেগার ইচ্ছা করিলেন যে, এতীম শিশুদ্বয় বালেগ হইয়া তাহাদের জন্য রক্ষিত ঐ সম্পদ বাহির করিয়া লউক।

এজন্যই দেওয়ালটিকে দুরস্ত করিয়া দেওয়ার নির্দেশ করা হইয়াছে। দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্‌পাক এই এতীম শিশুদের অভিভাবকত্ব করিতেছেন এবং তাহাদের জন্য গায়্‌বী মদদ ও গায়্‌বী এন্তেযাম করিতেছেন। আল্লাহ্‌পাক তাহার এই একান্ত মেহেরবানীর কারণ হিসাবে বলিতেছেন ঃ

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

অর্থ ঃ 'এবং তাহাদের পিতা একজন 'নেক ব্যক্তি' ছিলেন।'

পিতাও কোন্ পিতা ? সপ্তম পিতা (অর্থাৎ তাহাদের পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষটি একজন নেক ব্যক্তি ছিলেন। আরব্য নিয়মানুসারে তাহাকে 'পিতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।) দেখুন, আল্লাহ্‌পাক কত বড় মেহেরবান, অফাদার, বন্ধুত্বের কিরূপ মূল্যদানকারী যে, যে জন তাহার 'আপন জন' হইয়া গিয়াছে, তাহার সপ্তম প্রজন্ম

পর্যন্ত তিনি রহমত বর্ষণ করিতেছেন। এজন্য বলি, হে আমার দোস্তগণ, সবচেয়ে ভাগ্যবান ঐ মুসলমান যে তাহার মাওলাকে রাযী করিয়া লইয়াছে এবং সর্বক্ষণ এই চিন্তা ও ফিকির রাখিতেছে যে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত কোন একটি অঙ্গ এবং আমার জীবনের কোন একটি অংশও যেন আল্লাহ্পাকের নাফরমানীর শিকার না হয় এবং না থাকে।

অন্তরে অহংকারের একটা কণা থাকিলেও বেহেশতে যাইতে পারিবে না

আচ্ছা যাউক, আমি অহংকারের ক্ষতি সম্পর্কে কথা বলিতেছিলাম। অহংকার এত বেশি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যে, একটি লোক তাহাজ্জুদও পড়ে, এশরাকও পড়ে, তাবলীগেও চিল্লা লাগায়, এমনকি সে বোখারী শরীফও পড়ায়, কিন্তু শেষ সময়ে অন্তরের মধ্যে অহংকার লইয়া মৃত্যু বরণ করিল। কিয়ামত দিবসে এই লোকটির কি করুণ দশা হইবে তাহা স্বয়ং রাছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যবানে শ্রবণ করুন ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَ نَعْلُهٗ حَسَنًا - قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ - اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

(صحيح مسلم ج١ صـ٦٥) -

অর্থ ঃ তিনি বলেন যে, "যাহার অন্তরে এক কণা পরিমাণও অহংকার থাকিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না........।"

অহংকার-বোমার বিনাশকারী তালাশ করুন ঃ তাহারা কাহারা ?

অহংকার সেই এ্যাটম বোমা যাহা শত বৎসরের তাহাজ্জুদ, শত বৎসরের ছদ্কা-যাকাত, শত বৎসরের হজ্ব-ওমরাহ, শত বৎসরের নফল আমল, শত বৎসরের

কোরআন তেলাওয়াত, শত বৎসরের ইবাদত-বন্দেগী, এমনকি, সমগ্র যিন্দেগীর আমল সমূহকে 'হিরোশিমায়' পরিণত করিয়া দেয়। যেভাবে এ্যাটম বোমার একটি কণা জাপানের হিরোশিমাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, তদ্রূপ, এক কণা অহংকারও জীবনের সকল ইবাদত-বন্দেগীকে ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দেয়। ইহা এমনই এ্যাটম বোমা যে, ইহার এক আঁচড়ে সমগ্র আমল, সমগ্র জীবনই 'ধ্বংস প্রাপ্ত হিরোশিমা' বনিয়া যায়।

আর এক হাদীছে আছে যে, 'যাহার মধ্যে সরিষার দানা কিংবা এক কণা পরিমাণ অহংকার থাকিবে, সে বেহেশতের বো-বাতাসও পাইবে না।' অথচ, বহু দূর পর্যন্ত বেহেশতের খোশবু পৌঁছিবে। কী ভয়ানক বীমারী এই অহংকার!

আমার দোস্তগণ, আপনাদের মধ্যে কেহ যদি জানিতে পারে যে, কোন দুশমন আমার ঘরের মধ্যে 'এ্যাটম বোমা' রাখিয়া গিয়াছে, তখন আপনারা কি করেন ? ঐ বোমাকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য কাহাদের সাহায্য গ্রহণ করেন ? পুলিশ বাহিনীর বোমা নিষ্ক্রিয়কারক ঐ গ্রুপটির কি নাম ? বোম ডিস্‌পোজেল স্কোয়াড। তাই, আপনারা দ্রুত এসপি-কে টেলিফোন করিয়া বলেন যে, আমাদের ঘরে বোমা রাখা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। দ্রুত বোম ডিসপোজেল স্কোয়াড পাঠাইয়া দিন। আমার প্রশ্ন এই যে, তখন আপনি তাহাদিগকে কেন তালাশ করেন ? এই কারণেই ত যে, তাহাদের কাছে বোমা নিষ্ক্রিয় করণের অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে ? তাহা হইলে এখন বলুন যে, যাহার অন্তর-ঘরে অহংকারের বোমা রাখা আছে, অন্তর হইতে ঐ বিস্ফোরণোন্মুখ 'অহংকার-বোমা' বাহির করার বা নিষ্ক্রিয় করার কোন্ বাহিনী রহিয়াছে ? বন্ধুগণ, ঐ বাহিনীকে বলা হয় আহ্‌লুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌ওয়ালা), পীর-মাশায়েখ, বুযুর্গানে-দ্বীন। অতএব, তাঁহাদিগকে তালাশ করুন। নিজ নিজ অন্তর তাহাদিগকে দেখান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। নিজেকে কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার সম্মুখে পেশ ত করুন ? অসম্ভব কি যে, আপনার-আমার অন্তরেও এই সর্বধ্বংসী বোমা লুকাইয়া থাকিতে পারে। যদি থাকে, তবে ঐ আল্লাহ্‌ওয়ালা উহাকে বাহির করার ব্যবস্থা করিবেন। আল্লাহ্‌র ওলীদের কাছে এমন সব তদবীর ও চিকিৎসা রহিয়াছে যাহার উপর আমল করিলে অন্তর পাক-সাফ হইয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক তাঁহাদিগকে এমন এক বছীরত (অন্তর্দৃষ্টি) দান করেন যাহার সাহায্যে তাঁহারা রোগ ও দাওয়া উভয়ই নির্ণয় করিতে সক্ষম হন। যেমন, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, যে কোন লোক থানাভবনের খান্‌কায় প্রবেশ করার পর তাহাকে এক

নজর দেখা মাত্রই তাহার আত্মিক ব্যাধি সমূহ আমার উপলব্ধি হইয়া যায়। (অন্তর্দৃষ্টির থার্মোমিটারে ধরা পড়িয়া যায়।) তবে, ইহাকে 'এল্‌মে গায়েব' বা গায়েব জানা বলে না। কারণ, 'আলেমুল গায়েব' একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। বরং ইহা হইতেছে তাজ্‌রেবা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপার।

পাপীর পাপের দাগ তাহার চেহারায় ভাসে

হযরত থানবী বলেন যে, যে কোন আগন্তুকের চাল-চলন, বাচনভঙ্গী, চেহারা-ছূরত ইত্যাদি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অমুকের মধ্যে অমুক অমুক রূহানী বীমারী আছে। আমার ভাই, ইহা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়। হাকীম-ডাক্তারগণও ত রোগীর চেহারা-ছূরত ইত্যাদি দেখিয়া রোগ বলিয়া দিতে পারেন। চক্ষু হলুদ বর্ণ দেখিলে বলেন, জণ্ডিসে আক্রমণ করিয়াছে। চেহারা অধিক লালবর্ণ দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, প্যারালাইসিসে আক্রমণ করিতেছে, রক্ত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'হাই ব্লাড প্রেসারের' রোগীকেও চেহারা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।

জনৈক ব্যক্তি কাহারও প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মজলিসে গেলে তিনি তাহাকে দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন ঃ

مَابَالُ اَقْوَامٍ يَتَرَشَّحُ مِنْ اَعْيُنِهِمُ الزِّنَا

'কি যে হাল-চাল ঐ সমস্ত লোকের যাহাদের চক্ষু হইতে যিনা ঝরিতেছে।'

হযরত ওসমান (রাঃ) ঐ লোকটির অবস্থা কিভাবে বুঝিতে পারিলেন ? ব্যাপার হইল, প্রতিটি পাপের একটা চিহ্ন ও প্রতিক্রিয়া ঐ পাপীর চোখে-মুখে, চাল-চলনে ফুটিয়া উঠে। বিশেষতঃ অহংকারীর চাল-চলনের ধরন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। তাহার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, এই লোকটা অহংকারী, গরিমাকারী।

পক্ষান্তরে, যাহারা আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক, তাহাদের চাল-চলন ও হাঁটার ভঙ্গী কিরূপ হয় তাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকের ভাষায় শুনুন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

'মেহেরবান মা'বূদের (খাস) বান্দাগণ (নিজেকে ছোট জানার ফলে, মিটাইয়া দেওয়ার ফলে) বিনম্রভাবে হাটে।'

তাহাদের হাটা-চলার ধরনই বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ্‌পাকের বড়াইর সম্মুখে ইহারা পিষিয়া যাইতেছে, ধসিয়া যাইতেছে।

পাহাড়ের মত উঁচু ত হইতে পারিবে না ?

ইহার বিপরীতে, অহংকারী লোকেরা ফুলিয়া-ফাঁপিয়া দব্‌দব্ করিয়া হাটে। আল্লাহ্‌পাক বলেন, হে অহংকারী, তুমি এত জোরে পা ফেলিতেছ ? কিন্তু তুমি ত যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না। তুমি যে গর্দান উঁচাইয়া চলিতেছ, তুমি ত পাহাড়ের সমান উঁচু হইতে পারিবেনা কিংবা পাহাড়ের উচ্চতা অপেক্ষা অধিক লম্বা হইতে পারিবে না।

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا *

অর্থ ঃ 'যমীনের উপর তুমি সদম্ভে হাটিও না। নিশ্চয় তুমি যমীনকে ফাড়িয়া ফেলিতে পারিবে না। আর (তুমি একটা বেকুফ যে, এভাবে গর্দান উঁচাইয়া হাঁটিতেছ ? অথচ) তুমি পাহাড়ের মত উঁচুও হইতে পারিবে না।'

দেখুন, আল্লাহ্‌পাক অহংকারকে কিরূপ ঘৃণা করেন? পবিত্র কোরআনে তিনি কী অবজ্ঞাত্মক সুরে এই অভিশপ্ত ব্যাধির বর্ণনা দিয়াছেন।

আহাম্মকই অহংকার করে ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক আহাম্মকের নিকট হইতে দ্রুত পলায়ন

তাই হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন, দুই ব্যক্তির সহিত কখনও আমার মিল্-মুনাছাবাত হয় না ঃ অহংকারী এবং চালাক। তিনি বলিতেন, আহাম্মক শ্রেণীর লোকেরাই হামেশা অহংকারের রোগে আক্রান্ত হয়। আর ইহাদের এই আহাম্মকী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কহর ও গযব স্বরূপ।

মস্‌নবী শরীফে একটি ঘটনা লিখিয়াছে যে, একবার হযরত ঈসা (আঃ) খুব দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি এমন দ্রুততার সহিত পলায়নোদ্যত কেন ? তিনি বলিলেন, আমি একটা আহাম্মকের নিকট হইতে দ্রুত ভাগিতেছি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজেকে তাহার সাহচর্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি। লোকটি বলিল, হুযূর, আপনি ত আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি মসীহ্। অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীরা আপনার হাতের পরশে সুস্থতা লাভ করে। জবাবে হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন ঃ আহাম্মকী ও বেকূফীর বীমারী খোদায়ী কহর। আর কুষ্ঠ ও অন্ধত্ব কহর-গযব নহে বরং তাহা একটা বালা-মুসীবত স্বরূপ। বালা-মুসীবত স্বরূপ যে সকল রোগ-ব্যাধি হয়, তাহা আল্লাহ্‌পাকের রহমত বহন করিয়া আনে। আর আহাম্মকীর বীমারী খোদায়ী কহর বহন করে। তাই, আহাম্মক হইতে দূরে থাকা যরুরী। তবে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুরূপ প্রয়াস ছিল উম্মতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। কারণ, তিনি ছিলেন মা'ছূম ও খোদায়ী হেফাযতপ্রাপ্ত ।

অনুরূপ, অনেকে খুব 'চালাক' হইয়া থাকে, সব সময় নিজের মতলবটাই থাকে তাহার প্রধান লক্ষ্য। মতলব উদ্ধার হইয়া গেলেই বস্ কাটিয়া পড়িল। ইহাকেই বলে চালাক। চালাক এখ্‌লাছওয়ালা হয় না। চতুর লোক আপনাকে আন্তরিক ভাবে মহব্বত করিবে না, তাহার মহব্বতের বস্তু হইল তাহার স্বার্থ। আপনার সঙ্গে যে মহব্বত দেখাইতেছে তাহা মেকী। বস্তুতঃ হযরত থানবী এজন্যই বলিয়াছেন ঃ চালাক ও অহংকারীর সঙ্গে আমার মুনাছাবাত হয় না, মনের মিল্ হয় না।

যেই বুযুর্গের সহিত মিল্-মুনাছাবাত হয়, তাঁহার নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করুন

আমার বন্ধুগণ, অহংকার এক ভয়ংকর ব্যাধি, ইহার ব্যাপারে সতর্ক হউন, ইহার চিকিৎসার প্রতি যত্নবান হউন। কারণ, যাহার দিলে এক যার্‌রা বরাবর অহংকার থাকিবে তাহার সমস্ত নেকী বরবাদ হইয়া যাইবে। ঘরে যদি এক কোটি টাকা থাকে, আর হঠাৎ এরূপ খবর মিলে যে, কেহ ঘরের মধ্যে বোমা পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বোমা অকেজোকারী বাহিনীর সহিত যোগাযোগ না করা পর্যন্ত আপনি তিলমাত্রও স্বস্তি বোধ করিতে পারিবেন ? আমাদের অন্তরে

আমাদের অজ্ঞাতেই রিয়া-অহংকারের এক-আধ কণাও যে বর্তমান নাই তাহা কিভাবে বলা যায় ? তাই, সুন্নত-শরীঅতের অনুসারী হক্কানী বুযুর্গানে-দ্বীনের মধ্য হইতে যাহার সহিত আপনার মুনাছাবাত (মনের মিল্-মহব্বত) অনুভব হয় তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করিয়া লউন।

কল্যাণকামীর প্রতি অহেতুক কুধারণার উত্তর

আফ্সোস, আমি যখন বলি যে, কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করুন, তখন কিছু সংখ্যক লোক এরূপ ভুল ধারণা করে যে, আমি হয়তঃ ইহাই বুঝাইতেছি যে, সকলে, সমগ্র জগদ্বাসী আমার মুরীদ হইয়া যাউক। আছ্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্, আমার ভাই, এমন কথা আমি কখনও বলিয়াছি কি ? (পাকিস্তানের) মূলতানে এক ব্যক্তি আমার বয়ান শোনার পর বলিতে লাগিলঃ হুযূর, আপনার বয়ানের সারমর্ম তো ইহাই যে, সারা দুনিয়া আপনার পদতলে আসিয়া যাউক, আপনার হাতে বায়আত হইয়া যাউক। আমি বলিলাম, আপনি মিথ্যা তোহ্মত লাগাইতেছেন, আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করিতেছেন। কারণ, আমি তো সর্বদা সর্বত্র ইহাই বলিয়া বেড়াইতেছি যে, যাহার সঙ্গে যাহার মুনাছাবাত হয় তাহার সঙ্গেই সম্পর্ক করুন।

কোন ডাক্তার যদি এই কথা বলে যে, আমি এখানকার বেশ কিছু লোককে ক্যান্সারে আক্রান্ত দেখিতেছি। অতএব, আপনাদের বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য কোন ডাক্তারের সহিত আপনারা যোগাযোগ করুন। ডাক্তারের এই হামদর্দী ও সহানুভূতির জবাবে যদি কেহ এরূপ বলিতে শুরু করে যে, আপনি তো ইহাই চাহিতেছেন যে, সমস্ত রোগী আপনার দুয়ারে গিয়া হাযির হউক। বলুন, ইহা কত বড় অপবাদ, কত বড় যুলুম ? অথচ, আমি বারংবার ঘোষণা করিয়া ফিরিতেছি যে, পাকিস্তানের হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ)-এর খলীফা মাওলানা তাকী উসমানী ছাহেব, নিউটাউনের মুফতী ওলী হাছান ছাহেব— ইঁহারা সকলেই ত্বরীকতের শায়েখ্ এবং বুযুর্গ। সখ্খরেও এক বুযুর্গ আছেন। (বাংলাদেশেও ত্বরীকতের যে-সকল হক্কানী মাশায়েখ আছেন)। মোট কথা, যাহার সহিত আপনার মহব্বত-মুনাছাবাত হয় তাহার সহিত সম্পর্ক করুন। ইহার পরও যদি কেহ উক্ত রূপ অপবাদ দেয়, তাহা কি যুলুম ছাড়া আর কিছু ?

কেহ যদি এই অভিযোগ করেন যে, আপনার স্বরচিত কবিতার কোন-কোন ছন্দের মধ্যেও এ ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, আপনি বলিয়াছেন ঃ

دامن فقر میں مرے پنہاں ہے تاج قیصری
ذرۂ درد غم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں

দামানে–ফকর মেঁ মেরে পেন্হাঁ হ্যায় তাজে কায়ছারী
যার্‌রায়ে দর্দেগম্ তেরা দোনো জাহাঁছে কম নেহীঁ।

অর্থাৎ বাহ্যতঃ আমি ফকীর হইলেও এই ফকীরীর লেবাছের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে আমার অদৃশ্য রাজমুকুট। আমি মুকুটবিহীন সম্রাট। কারণ, হে আমার প্রাণাধিক প্রিয় মাওলা! তুমি যে আমাকে তোমার প্রেমের জ্বালায় পাগল করিয়া রাখিয়াছ, নিশ্চয় সেই প্রেমবেদনার একটি কণাই দোনো জাহানের চাইতে বেশী দামী।

মুকুটবিহীন সম্রাট আমি প্রেমের এক ফোঁটায়
দোজাহানও ফকীরের এক বিন্দু তুল্য নয়।

আপনি ত এখানে নিজেকে ওলীআল্লাহ্ বলিয়া দাবী করিয়াছেন ? কারণ, ফকীর বেশেও নিজেকে অদৃশ্য রাজমুকুটের অধিকারী বলিতে ইহাই তো বুঝানো হইয়া থাকে।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রঃ)-এর প্রতিও বদ্-গুমানী করিবেন ?

এ ধরনের অভিযোগকারীদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করিব যে, মহান বুযুর্গ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী (রঃ) সম্পর্কেও কি আপনারা অনুরূপ অভিযোগই উত্থাপন করিবেন ? কারণ, তিনিও তো দিল্লীর জামে মসজিদে বয়ানের মধ্যে বলিয়াছিলেন ঃ

دلے دارم جواہر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

দিলে দারাম জাওয়াহের পারায়ে এশ্‌কাছ্তে তাহ্বীলাশ
কে- দারাদ যেরে গার্দূ মীরে–ছামানে কে-মান্ দারাম।

"ওয়ালীউল্লাহ্‌র সীনা এমন একটি দিলের অধিকারী যাহা আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতের মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ। হে মোগল সম্রাটগণ, বল, এই আসমানের তলে আমার চেয়ে বড় ধনী, বড় বাদশাহ্ আর কে আছে ?

এ ক্ষেত্রে তাঁহার মত সর্বজনস্বীকৃত বুযুর্গের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা বদ্‌গুমানী করা কি ঠিক হইবে ? কিছুতেই নয়। কারণ, বাহ্যতঃ যদিও নিজের তারীফ় নিজে করা হইতেছে বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু, আসলে তাহা আদৌ উদ্দেশ্য নয়। বরং ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে আল্লাহ্‌র ওলীদের প্রশংসা করা। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের উকীল হিসাবে অনুরূপ উক্তি করা হইয়া থাকে। অতএব, উল্লেখিত ছন্দগুলির মর্মার্থ হইল এই যে, যে কোন ওলীর আত্মা যেন এই কথা বলিতে থাকে যে, মাওলার এক বিন্দু প্রেমবেদনা মাওলা-পাগলদের নজরে দোনো জাহানের চেয়ে বেশী মূল্যবান। যেই আত্মা আল্লাহ্‌র মহব্বতের দৌলত পাইয়াছে সেই আত্মা যেন চীৎকার করিয়া বলে যে, হে রাজা-বাদশারা, শোন, মাওলা আমাকে এমন এক দৌলত দান করিয়াছেন যে, উহার সম্মুখে তোমাদের রাজসিংহাসন ও রাজকোষের মণি-মুক্তার কোন মূল্য নাই।

বন্ধুগণ, কবিদের কবিতার কতগুলি বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি আছে। সেই আলোকেই তাহা বুঝিতে হইবে। বুঝে না আসিলে জিজ্ঞাসা করিয়া নিলেই হয়। তাহা হইলে এরূপ কুধারণার কোন অবকাশই আর থাকে না।

সুন্দর পোশাক, সুন্দর জুতাও কি অহংকার ?

চলুন, এখন আসল কথায় ফিরিয়া আসি। সাহাবীগণ যখন এই হাদীস শ্রবণ করিলেন যে, যাহার অন্তরে এক যার্‌রা পরিমাণ অহংকার আসিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন জনৈক সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, কেহ যদি নিজের জন্য ভালো পোশাক, ভালো জুতা ইত্যাদি পসন্দ করে ? (যেমন, কেহ খুব পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন ও দামী পোশাক এবং দামী জুতা পরিধান করে, তবে তাহাও কি অহংকার বলিয়া গণ্য হইবে ?)

উত্তরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

অর্থ ঃ "না, তাহা অহংকার নহে। বরং তাহা হইতেছে সৌন্দর্যপ্রিয়তা। আল্লাহ্পাক নিজে পরম সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি খুব পসন্দ করেন।"

তাই, মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সামর্থ অনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা, ইহা অহংকার নহে।

অহংকারের স্বরূপ ঃ দুইটি বস্তু

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম–এর পবিত্র হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, অহংকারের ধ্বংসাত্মক বোমা তৈরী হয় দুইটি অংশের দ্বারা। بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ১— বাতারুল হক অর্থাৎ হক ও সত্যকে কবূল না করা। মনে করুন, কোন মাছ্আলার ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে–কেরাম সর্বসম্মতভাবে একটি ফতওয়া দিলেন। তখন কোন জনাব প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, এই ফতওয়া আমি মানি না, আমি মুফতীগণকেই মানি না। (নাঊযু-বিল্লাহ্।)

আমি এমন অহংকারী লোকও দেখিয়াছি যাহার বক্তব্য ছিল এই যে, সারা দুনিয়ার মুফতীগণও যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া ফতওয়া প্রদান করেন,তবুও আমি তাহা মানিব না। আরে ভাই, দুনিয়ার সমস্ত আলেমগণ কোন গোমরাহীর বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন কিভাবে ? কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে, এরূপ কখনও হইবে না। কিন্তু যাহার মধ্যে অহংকার ঢুকিয়া আছে সেই অহংকারীর মাথায় এই সত্য কি করিয়া ঢুকিবে ? সারকথা হইল, হক ও সত্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও তাহা গ্রহণ না করা বা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়াই হইতেছে কিবিরের হাকীকত। (কিবির মানে, অহংকার।)

আমাদের এখানকার এক ইমাম সাহেবের ঘটনা। জামাতে ইমামতি করা অবস্থাতেই হঠাৎ তাঁহার উযূ ছুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামায ছাড়িয়া দিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া উযূ করিলেন। এই অবস্থা যদি কোন অহংকারী-লোকের হইত, তবে মানুষের কাছে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে উযূ ছাড়াই সে নামায পড়াইয়া দিত। কারণ, মনে সংকোচ হইত যে, এখন নামায ছাড়িয়া উযূ করিতে গেলে লোকেরা বলিবে, আচ্ছা, হুযূরের ত হাওয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, ইমাম যদি মোতাকাব্বের না হন, তবে তিনি ইহাই ভাবিবেন যে,

মুসলমানদের নামাযকে আমি কি করিয়া নষ্ট করিতে পারি ? ইহার পরিণামে কঠিন আযাবের পথে আমি কিভাবে পা বাড়াইতে পারি ?

ইহা তো গেল অহংকারের প্রথম অংশের কথা। দ্বিতীয় অংশ হইল, গাম্তুন্নাছ–অর্থাৎ নিজের তুলনায় অন্যকে হেয় মনে করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা। মনে করুন, কেহ আপনার নিকট আগমন করিল। আপনি বলিলেন, ওহো ! আসুন-আসুন, তশরীফ রাখুন। অতঃপর তাহাকে এক কাপ চা-ও পান করাইলেন। কিন্তু যেহেতু অন্তরে তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাই, তাহার চলিয়া যাওয়ার পর বলিতে লাগিলেন, লোকটা পাক্কা বোকা, বেকূফ, একদম বিবেক–বুদ্ধিহীন। এই রোগ আজকাল লোকদের মধ্যে খুব ব্যাপক।

মোখলেছ বা খাঁটি বান্দার পরিচয় কি ?

মোখ্লেছ বান্দা (অর্থাৎ সৎ ও খাঁটি বান্দা) তো সে, যে ভিতরে-বাহিরে আল্লাহ্র সঙ্গেও সৎ-খাঁটি, আল্লাহ্র মাখ্লূকের সঙ্গেও সৎ-খাঁটি। উভয় ক্ষেত্রেই সততা ও খাঁটিত্বের আন্তরিকভাবে স্বাক্ষর রাখে। মোখলেছ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর খাঁটি বন্ধু, আল্লাহ্র মাখলূক, আল্লাহ্র বান্দাদেরও খাঁটি বন্ধু, খাঁটি হিতৈষী। আপনি নিজের ব্যাপারেই চিন্তা করিয়া দেখুন না, যে ব্যক্তি আপনার সন্তানাদির হিতৈষী নয় বরং অহিতকারী, অহিত চিন্তাকারী, আপনি তাহাকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন ? যে ব্যক্তি সর্বদা একজন মুরব্বী লোকের খেদমত করিতেছে, তাহার মন জয় করিয়া নৈকট্য লাভের জন্য কখনও তাহাকে শামী-কাবাব খাওয়াইতেছে, কখনও তাহার হাত-পা দাবাইয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার আওলাদের অনিষ্ট সাধনেও লিপ্ত রহিয়াছে। কখনও তাহাদের কুৎসা গাহিতেছে, কখনও তাহাদের গীবত ও দোষচর্চা করিতেছে। নিশ্চয় তিনি ঐ খেদমতকারীকে কস্মিনকালেও বন্ধু রূপে গ্রহণ করিবেন না।

আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। মনে করুন, এক ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের বড়ই এবাদত গুযার, হামেশা যিকিরে-ফিকিরে মশগুল, ব্যাকুল। তাহাজ্জুদ পড়ে, এশরাক পড়ে, চাশ্তও পড়ে। কিন্তু সে আল্লাহ্র বান্দাগণকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করে, কাহারও গীবত করে, দোষ প্রকাশ বা প্রচার করে, কোন বান্দাকে কষ্ট দেয়, যুলুম-অত্যাচার করে, যাহার প্রতি দৃষ্টি করা হারাম, তাহার প্রতি

কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মনের মধ্যে তাহার সহিত কুকর্মাদির খারাপ জল্পনা-কল্পনা পাকাইতে থাকে। নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ্র বান্দা-বান্দীর প্রতি মোখলেছ নয়, তাহাদের শুভাকাংখী, তাহাদের সহিত সুসম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। কস্মিনকালেও আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে নিজের ওলীর মর্যাদা দেন না। কারণ, বান্দাদের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপনকারী না হওয়ার দরুন মাওলায়ে পাকের সঙ্গে সুসম্পর্কের অধিকারীও সে কিছুতেই হইতে পারে না।

আহ্যূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ - مشكوة صـ٤٢٥

"সমস্ত মাখলূক আল্লাহ্পাকের পরিবারভুক্ত খাছ লোকজনের মত। অতএব, আল্লাহপাকের সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ঐ ব্যক্তি যে তাঁহার পরিবারভুক্ত লোকজনের (তথা তাহার বান্দাগণের) সহিত সদাচার করে।" তাহাদের প্রতি হিতৈষী, মঙ্গলকামী ও সুন্দর আচরণকারী হয়। তাহাদের প্রতি খাঁটিভাবে হৃদ্যতা-আন্তরিকতা রাখে, এবং তাহাদের ভালাইর জন্য দোআ করে।

আল্লাহ্র ওলীদের চরিত্র
সমস্ত মাখলূকের প্রতি হিত-কামনা ও সহানুভূতি

আল্লাহ্র বান্দাগণের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ওলীগণ কখনও-কখনও নিজেদের কোন বিশেষ হালত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঠিক এই পর্যায়েরই একটি হালত বয়ান করিয়াছেন হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)। তিনি বলেন, আমার অবস্থা এই যে, আমি আল্লাহ্পাকের নিকট সমস্ত মোমেন-মুসলমানের জন্য দোআ করি এই বলিয়া যে, আয় আল্লাহ্, প্রত্যেক মুসলমানকে তাক্ওয়া নসীব করুন। কাফেরদের জন্যও দোআ করি এই বলিয়া যে, আয় আল্লাহ্, ইহাদিগকে ঈমান নসীব করিয়া দিন। পিঁপড়াদের জন্যও দোআ করি যে, আয় আল্লাহ্, পীপিলিকাদিগকেও আপন-আপন গর্তের মধ্যে সুখে রাখুন, আরামে রাখুন। সাগর-নদীর মাছের জন্যও দোআ করি। এভাবে বিশ্বজাহানের সমস্ত মাখলূকাতের জন্য আমি রহমতের দরখাস্ত করিতে থাকি।

বন্ধুগণ, বস্তুতঃ এই মহাত্মাগণকেই ওলীআল্লাহ্ বলে, যাঁহাদের অন্তর এত উদার, এত প্রশস্ত যে, সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতিই তাঁহারা রহম্দিল্, দয়ালু ও মঙ্গলকামী। এই গুণকেই বলা হয় 'বেলায়েত', এই সুমহান গুণের অধিকারীরাই হন ওলীআল্লাহ্। আল্লাহ্ই জানেন যে, দিল্দরিয়া এই মহামানবগণ আল্লাহ্পাকের নিকট কত বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। দোআ করুন, আল্লাহ্পাক যেন তাহার প্রেম-বেদনার একটি বিন্দু, একটি কণা আমাদের প্রত্যেককে নসীব করিয়া দেন এবং এই সকল কথার উপর আমলের তওফীক দান করেন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى

'আয় আল্লাহ্, আমাদিগকে ঐ সকল যাহেরী-বাতেনী আমল ও গুণাবলীর তওফীক দান করুন যাহা আপনার নিকট বড় পসন্দনীয় এবং যাহা আপনার সন্তুষ্টি লাভের উপায়।"

নসীহতকারীদের প্রতি হযরত হাকীমুল-উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

এখন ইহা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখুন যে, তাকাব্বুর (অহংকার) দুইটি অংশের দ্বারা গঠিত ঃ বাতারুল-হক্ ও গাম্তুন্নাছ। অর্থাৎ হক্ ও সত্যকে কবুল না করা এবং দুনিয়ার যেকোন মানুষকে হেয় , তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট মনে করা, চাই সে মুসলমান হউক কিংবা কাফের। কারণ, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এখানে 'আন্-নাছ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার অর্থ হইল 'মানুষ'। এখানে তিনি 'আল্-মুছলিম' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। অতএব, অত্র হাদীছের মধ্যে এই মাস্আলা সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কোন কাফের ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিবে না, অর্থাৎ তাহার কুফরকে তো অবশ্যই ঘৃণা করিবে, কিন্তু একটি ব্যক্তি ও একটি 'মানুষ' হিসাবে ঐ ব্যক্তিটাকে ঘৃণা করিবে না। অনুরূপভাবে পাপকে ঘৃণা করিবে, কিন্তু পাপীকে নয়। আমার দোস্তগণ, পাপকে ঘৃণা করা ওয়াজিব, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা হারাম। পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী কথা বলা, প্রতিবাদ করা বা প্রতিহত করা ওয়াজিব, কিন্তু পাপকারী-অন্যায়কারী ব্যক্তিটিকে ঘৃণা করা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম।

এ জন্যই হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহাকেও নসীহত করিবার মুহূর্তে নসীহতকারী নিজেকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট এবং ঐ বক্তিকে নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট ধারণা করিতে হইবে। ইহা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত নসীহতকারীর মধ্যে এতটুকু যোগ্যতা পয়দা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত নসীহত করা, ভাল-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া তাহার জন্য জায়েয হইবে না। যাহাকে নসীহত করা হইতেছে, যাহার এছ্‌লাহ করা হইতেছে, নসীহতকারী যদি নিজেকে তাহার চাইতে উৎকৃষ্ট ও বড় মনে করে এবং ঐ ব্যক্তিকে নিজের চাইতে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ মনে করে তবে এ রকম তাবলীগ ও নসীহত করা তাহার জন্য হারাম। এ জন্য কাহাকেও নসীহত করিতে হইলে, উপদেশ দিতে হইলে প্রথমতঃ অন্তরে এই ধ্যান করুন যে, আয় আল্লাহ্, আপনার এই বান্দা আমার চাইতে উৎকৃষ্ট। স্রেফ আপনার হুকুম মনে করিয়া, আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আমার এ ভাইয়ের খায়েরখাহী ও কল্যাণকামীতার নিয়তে আমি তাহাকে এই নসীহত করিতেছি। মেছাল স্বরূপ, মনে করুন, আপনার আব্বাজানের গালে কালি লাগিয়া গিয়াছে। আব্বা তাহা টের পান নাই। তাই, আপনি তাঁহার কল্যাণকামী হিসাবে তাঁহাকে বলিতেছেন, আব্বা, আপনার মুখে কালি লাগিয়াছে। এই কথা বলার সময় আব্বার প্রতি আপনার অন্তরে কোন ঘৃণা থাকিবে? তাহাকে তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট ধারণা করিবেন? নিজের আব্বাকে কেহ নিজের চেয়ে তুচ্ছ ও নিচু বলিয়া ধারণা করে? ঠিক, অনুরূপ মনোভাব নিয়াই আল্লাহ্‌পাকের সকল বান্দার সঙ্গে এক্‌রাম ও কল্যাণকামী সুলভ আচরণ করিতে হইবে।

মক্কাবাসী-মদীনাবাসীদের সহিত আদব-এহ্‌তেরাম এবং মক্কা-মদীনায় আগত মেহ্‌মানদের এক্‌রাম

হযরত থানবীর খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকতাতুহূ) একদা মক্কা শরীফে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা হজ্ব করিতে আসিয়াছেন, স্থানীয় লোকজনের উচিত তাঁহাদের এক্‌রাম করা (সম্মান করা, যত্ন করা, খেদমত, মহব্বত ও ইয্‌যত করা) এই নিয়তে যে, ইঁহারা আল্লাহ্‌পাকের সরকারী মেহমান, আল্লাহ্‌পাক ইঁহাদিগকে নিজ দরবারে ডাকিয়া আনিয়াছেন। পক্ষান্তরে, হাজী সাহেবান যদি মক্কা শরীফের কোন লোকের দ্বারা কোন রকম কষ্ট

পান তবে হাজী সাহেবানদের উচিত এরূপ ধ্যান রাখা যে, ইঁহারা ত আল্লাহ্পাকের এই শাহী দরবারের সম্মানিত দরবারী ব্যক্তিবর্গ। (অতএব, তাঁহাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ কষ্ট পাইলেও মন খারাপ না করা বা খারাপ আচরণ না করাই আমাদের কর্তব্য।)

আমিও মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে অবস্থানকালে দোস্ত-আহ্বাবের কাছে বিশেষভাবে তাকীদী আরয করিয়াছিলাম যে, এখানে কোন মহিলা বা তরুণী হঠাৎ যদি সামনে আসিয়া যায় বা সামনে পড়িয়া যায় তখন এই ধ্যান করিবে যে, ইনি আমার মায়ের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্রী। কারণ, তিনি আল্লাহ্পাকের মেহমান, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম–এর মেহমান। অনুরূপ, কোন সুশ্রী তরুণ দেখিলেও তাহার প্রতি কুখেয়াল, কুদৃষ্টি করিবে না। তখনও এই ধ্যানই করিবে যে, ইনি আমার আযীমুশ্শান মালিকের মেহমান, স্বয়ং রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মেহমান। তাঁহাদের বিশেষ অতিথি। অতএব, তিনি আমার কাছে আমার পিতার চাইতে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ইয্যতের পাত্র। নফ্ছের বিরুদ্ধে খুব সাবধান ও সতর্ক থাকা এবং অন্তরে এরূপ ধ্যান জাগরূক রাখা খুবই জরুরী। বিশেষ করিয়া এমন মোকাদ্দাছ ও পবিত্র স্থানসমূহে ত আরও বেশী জরুরী। অন্যথায় নফ্ছের ধোকায় পড়িয়া সেখানেও কুদৃষ্টি-কুকল্পনার মত জঘন্য পাপ সংঘটিত হইয়া সর্বনাশ ঘটিয়া যাইবে।

পাপের প্রতি ঘৃণা ও পাপীর প্রতি সুধারণা কিভাবে সম্ভব ?

সারকথা, প্রত্যেক মুসলমানের এক্রাম করিবে, সুধারণা সহকারে তাহার প্রতি সদাচার করিবে এবং দুনিয়ার কোন মানুষকে তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট ধারণা করিবে না। গুণাহ্কে ঘৃণা করা ওয়াজিব, কিন্তু গুণাহ্গারকে ঘৃণা করা নাজায়েয।

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন যে, হুযূর, স্রেফ গুণাহের প্রতি নফ্রত করিব, কিন্তু গুণাহ্গারকে নফ্রত করা যাইবে না, ইহা তো দারুণ মুশ্কিল বলিয়া মনে হইতেছে। উত্তরে তিনি বলিলেন, কোন মুশকিল নয় বরং বিল্কুল আছান। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, শাহজাদার (রাজপুত্রের) সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হইল। তাহার চেহারাখানা চাঁদের মত উজ্জ্বল ও সুন্দর। কিন্তু সে আপনার নিকট আসিয়াছে ঐ সুন্দর চেহারায় কালি মাখিয়া। নিঃসন্দেহে আপনার

অন্তরে তখন তাহার মুখের ময়লা বা কালির প্রতি ঘৃণাবোধ থাকিবে বটে, কিন্তু ঐ শাহজাদাকে তখনও আপনি হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবেন না। কারণ, আপনি অবগত আছেন যে, সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিলে শাহজাদার চেহারাখানা ঠিক চাঁদের মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। উপরন্তু, এই অবস্থায় ঐ রাজপুত্রকে কোনরূপ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করিতেও ভয় করিবেন যে, বাদশাহ্ জানিতে পারিলে আপন পুত্রের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জন্য হয়তঃ আপনাকে কঠোর শাস্তি দিবেন, দোর্‌রা মারিবেন। আমার ভাই, খোদ চাঁদও তো কোন কোন সময় এমন ভাবে মেঘে ঢাকিয়া যায় যে, কিছুটা আবছা-আবছা দেখাও যায়। তখনও কি কেহ চাঁদকে ঘৃণ্য বা নিকৃষ্ট জানে? কক্ষণও না। কারণ, সে জানে যে, মেঘ সরিয়া গেলেই চাঁদ তার পূর্ণ রূপ-সৌন্দর্য সহকারে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিবে।

অনুরূপভাবে এই ধারণা রাখিতে হইবে যে, পাপী বান্দা যদিও এখন পাপের অন্ধকারের মধ্যে আছে, কিন্তু এখনই যদি তওবা করে, কয়েক ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া কান্দে, বেদনা ভরা একটা 'আহ্' ছাড়িয়া মাওলাকে ডাক দেয়, তবে তাহার পাপের সমস্ত মেঘ ও অন্ধকার দূরীভূত হইয়া তাহার অন্তরস্থ ঈমানের চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, পাপী বান্দা তাহার পাপকে ভাবিয়া নিদারুণ বেদনাভারাক্রান্ত মনে অনুতাপ-অনুশোচনা সহকারে এমনই তওবা করে, যাহার ফলে আল্লাহ্পাক তাহাকে অনেক বড় বড় নেক্কার-পরহেযগারের চাইতেও ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দেন, তাহাদের চেয়ে বহু উচ্চ স্তরে পৌঁছাইয়া দেন।

পাপীর মিনতি শুনিয়া দয়ালু মাওলার দয়া

نومید هم مباش که رندان باده نوش
ناگه بیك خروش به منزل رسیده اند

নাউমেদ হাম মবাশ, কে-রেন্দানে বাদা-নোশ্
নাগাহ্ বয়েক খরূশ ব-মনযিল রছীদাহ্-আন্দ্।

এক বুযুর্গ বলেন, তোমার চরম অধঃপতন সত্ত্বেও দয়ালু মাওলার দয়া হইতে তুমি নিরাশ হইও না। খবরদার, খবরদার, ঐ দয়াবানের কোন পাপী বান্দাকেও তুমি তুচ্ছ জানিও না, নিকৃষ্ট ভাবিওনা। কারণ,বহু পাপিষ্ঠ বান্দা হঠাৎ মাওলার এশ্‌কে পড়িয়া জ্বলা-ভুনা প্রাণে 'আহ্' করিয়া এমন এক ডাক ছাড়িয়াছে, এমন একটা

কলিজাপোড়া চীৎকার মারিয়াছে যে, ঐ একটি বারের আহ্, ঐ একটিমাত্র ডাক শুনিবা মাত্র দয়ালু মাওলা যখন-তখন এক টান দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিয়াছেন এবং সর্বোচ্চ প্রেমিকের আসনে আসীন করিয়া দিয়াছেন। অন্তরে অনুতাপ পয়দা হইল, অম্নি মুহূর্তের মধ্যে যমীন হইতে আরশে গিয়া পৌঁছিল, আরশের মালিকের রহ্মতের কোলে উঠিয়া বসিল। (সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার!)

সেদিনের মদ্যপায়ীর তওবার ঘটনা

আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়াছেন যে, জৌনপুরে 'হাফীয' নামে এক বিখ্যাত কবি ছিলেন। 'দীওয়ানে-হাফীয' নামে তাহার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশও হইয়াছে। তিনি মদ পানে অভ্যস্ত ছিলেন, দাড়িও মুণ্ডাইতেন। একদা মনের ভাব পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিল। দ্বীনদার লোকজনের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, আমার সংশোধনের কোন পথ আছে কিনা ? তাহাকে বলা হইল যে, থানাভবনে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট যাও, ঐ মহান ওলীর সোহ্বতের বরকতে ইনশাআল্লাহ তুমি ঠিক হইয়া যাইবে। তখনই তিনি রওয়ানা হইয়া গেলেন। যাওয়ার পথে মুখের দাড়ি কিছুটা বড় হইয়া গেল। থানাভবন খান্কায় যাওয়ার পর নাপিত ডাকিয়া দাড়ি সাফ করাইয়া অতঃপর বায়আত হওয়ার জন্য হযরতের খেদমতে হাযির হইলেন। হযরত বলিলেন, জনাব,জৌনপুর হইতে যখন এখানে আসিলেন, তখন আপনার চেহারায় যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণ নূর দেখিয়াছিলাম। অদ্য তাহাও সাফ করিয়া আসিলেন ? বায়আত হওয়ার নিয়ত যদি করিয়াই থাকেন, তবে এই কাণ্ড কেন ? হাফীয সাহেব বলিলেন, হযরত, আপনি উম্মতের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক, আর আমি এ উম্মতের এক জঘন্যতম রোগী। রোগীর কর্তব্য নিজের রোগ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। তবে ওয়াদা করিলাম, আজ হইতে আর কখনও দাড়িতে ক্ষুর লাগাইবো না।

তাহার এ আচরণ যদিও অন্যায় ছিল, কিন্তু ইহার পশ্চাতে তাহার মনের খেয়াল ভালো ছিল বিধায় হযরত থানবী (রঃ) তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া খামূশ থাকিলেন। ইহার এক বৎসর পর হযরত থানবী (রঃ) ওয়াযের উদ্দেশ্যে জৌনপুর তশরীফ নিলেন। ঐ ওয়াযে আমার শায়্খ্ শাহ আবদুলগনী ফুলপুরী ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

চরিত্রে বিনয়ী ও সত্যের ক্ষেত্রে নির্ভীক হাকীমুল-উম্মত

ওয়াযের পূর্বেই জনৈক ব্যক্তি হযরত থানবী (রঃ)কে বিদ্বেষমূলক একটি পর্চা দিল। তাহাতে লেখা ছিল ঃ (১) আপনি কাফের, (২) আপনি জোলা, (৩) কথা যাহা বলিবেন, সাবধানে বলিবেন।

হযরত থানবী (রঃ) বয়ানের শুরুতেই আরয করিলেন, আমার ভাইগণ, এক ব্যক্তি আমাকে এক পর্চা মারফত জানাইয়াছেন যে, আমি নাকি একটা কাফের। তাই, আমি আপনাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া এখনই কালেমা পড়িতেছি, আশ্‌হাদু আল্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া–রাসূলুহ্‌। দ্বিতীয় অভিযোগ এই করিয়াছেন যে, আমি নাকি জোলা (তাঁতি)। ভাইগণ, জোলা হওয়া কোন দোষের কথা নয়, তিরস্কারের বিষয় নয়। জোলারাও তো আমাদেরই মুসলমান ভাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, আমি কোন জোলা নই, বরং বংশগতভাবে আমি ফারূকী। আমি হযরত ওমর-এ-ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুর বংশধর। যাহার ইচ্ছা, থানাভবন গিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে পারে। আমার মা-বাপের বিবাহের সাক্ষীগণ এখনও মওজুদ আছেন। তৃতীয়তঃ আমাকে সাবধান হইয়া বয়ান করিতে বলিয়াছেন। এই বিষয়ে আরয এই যে, যাহা হক্‌ তাহাই পেশ করিব, হক্‌ প্রকাশে আমি নির্ভীক, এক্ষেত্রে আমি আদৌ কোন পরোয়া করি না।

এ বয়ান ছিল বিরাট সংখ্যক বেদআতীদের সম্মুখে। আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত এমনই বয়ান করিলেন যে, হযরতের বয়ান শুনিয়া সমস্ত বেদআতীরা তওবা করিয়া হকপন্থী হইয়া গেল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, হুযূর, আপনাদের মধ্যে যে হযরত রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি এত বিরাট ভক্তি–শ্রদ্ধা, এত বেশী এশ্‌ক্‌ ও মহব্বত, অদ্যাবধি আমরা তাহা আদৌ জানিতাম না। আমাদের বেদ্‌আতী পরিচালকদের কথা মত আমরা ত আপনাদেরকে নবী করীমের দুশমন বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু আজ আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে, আমরা বুঝিতে পরিয়াছি যে, প্রকৃত আশেকে-রাসূল তো আপনারা।

গুনাহ্‌গারের জিন্দেগীতে কি আজব পরিবর্তন

সে যাহাই হউক, সেখানে কবি হাফীয সাহেবকে দেখিয়া হযরত থানবী (রঃ) বলিলেন, সাদা দাড়িওয়ালা এই বড় মিয়া কে ? হযরত শাহ আবদুল গনী ছাহেব

(রঃ) বলিলেন, হযরত, ইনি সেই কবি আবদুল হাফীয জৌনপুরী, যিনি তার সাবেক হালতে আপনার নিকট গিয়াছিলেন, আজ তাহার মধ্যে এই নেক্ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হযরত থানবী উহাতে অত্যন্ত খুশী হইলেন।

দোস্তগণ, কাহাকেও নিকৃষ্ট ভাবিবেন কিভাবে ? দেখুন, এই কবি হাফীয জৌনপুরী, মৃত্যুকালে লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত তিনি কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। নামাযের সময় হইলে নামায পড়িতেন। আর অন্য সময় মাটিতে পড়িয়া তড়পাইয়া–তড়পাইয়া শুধু কাঁদিতেন আর কাঁদিতেন। অন্তরে খুব বেশী খওফ্ (ভয়) ঢুকিয়া গিয়াছিল। ভয়ের প্রভাবে ছটফট-ছটফট করিতে থাকিতেন আর দুই নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকিত। নিজের ঘরের মধ্যে মাটিতে পড়িয়া বেদনা বিধূর কান্না সহকারে গড়াগড়ি খাইয়া একবার এই দেওয়াল হইতে ঐ দেওয়াল পর্যন্ত, আবার ঐ দেওয়াল হইতে এই দেওয়াল পর্যন্ত যাইতেন, আর মুখে শুধু একই ফরিয়াদ ঃ আয় আল্লাহ্, হাফীযকে মাফ করিয়া দেন, আয় আল্লাহ্, হাফীযকে মাফ করিয়া দেন। এইভাবে ছটফট, ধড়ফড়, গড়াগড়ি আর দুই নয়নের অশ্রুর মধ্যে তিনি মাওলার হাতে আপন জান্ সঁপিয়া দিলেন। অতি আশ্চর্যকর এই হালতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

ভাইগণ, দেখিলেন ত যে, গুণাহগারদের আত্মায় ও জীবনে কি পরিবর্তন ঘটিতে পারে ? এক আল্লাহ্র ওলীর হাতে হাত দিয়া তওবা করিয়া কেমন পাকীযা জিন্দেগী লইয়া আল্লাহর হুযূরে চলিয়া গেলেন। শেষ বিদায়ের আগে তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থে নবতর দুইটি ছন্দ সংযোজন করিয়া গেলেন ঃ

مری کھل کر سیہ کاری تو دیکھو
اور ان کی شان ستاری تو دیکھو
گڑا جاتا ھوں جیتے جی زمیں میں
گناھوں کی گرانباری تو دیکھو
ھوا بیعت حفیظ اشرف علی سے
بایں غفلت یہ ھشیاری تو دیکھو

মেরী খুল্ কর ছিয়াহ্কারী তো দেখো
আওর উন্কি শানে ছাত্তারী তো দেখো।
গাড়া জাতা হোঁ জীতে-জী যর্মী-মেঁ
গুনাহুঁ-কি গেরাঁবারী তো দেখো।
হুয়া বায়আত হাফীয আশ্রাফ-আলী ছে
ব-ঈঁ গাফ্লত ইয়ে হুশ্ইয়ারী তো দেখো।

১– হায়, আমার মত পাপিষ্ঠের এমন নির্লজ্জ ও জঘন্যতম পাপের জীবন! এতদসত্ত্বেও ঐ দয়াবান মাওলা তাহার 'ছাত্তার' (গোপনকারী) নামের নূরানী পর্দা দিয়া আমার পাপরাশিকে কী ভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন !

২– কেবলই আমার সীমাহীন পাপের কথা মনে হয়। হায়, এমন দয়াময়ের এত-এত নাফরমানী কিভাবে করিতে পারিলাম ? লজ্জায় মাথা নুইয়া যায়, শরমে জল-জ্যান্ত মাটির মধ্যে গাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

৩– অধিকন্তু, এতবড় পাপিষ্ঠের প্রতি অসীম দয়াবানের কত বড় মেহেরবানী যে, আমার মত অধমের মহান বুযুর্গ হযরত থানবীর হাতে বায়আত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। এত বড় গাফেল–নাফরমান হইয়াও বুদ্ধিমানের মত এই পদক্ষেপ গ্রহণও আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়। এ সবই অদৃশ্য কুদরতের লীলাখেলা, এক ওলীর উছীলায় এক পাপীষ্ঠের প্রতি অসীম দয়ালুর দয়া। বন্ধুগণ, পাপিষ্ঠ হাফিযের 'শুরু আর শেষ' দেখিয়া যদি কিছু বুঝিবার থাকে, তবে বুঝিতে চেষ্টা কর।

এক বৃদ্ধের জন্য শিশুদের দোআ ও মৃত্যুকালে কালেমা নসীব

আমাদের করাচীতে এক ব্যক্তি ছিলেন, নো'মানী সাহেব নামে পরিচিত, মাওলানা শিবলী নো'মানী সাহেবের আপন ভাতিজা। মৃত্যুর ৩/৪ দিন আগে আমার নাতীদেরকে এবং অন্যান্য ছোট শিশুদেরকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিতেন, বাবা, তোমরা হাত উঠাও এবং আমার জন্য দোআ কর যে, আয় আল্লাহ্, এ বৃদ্ধ লোকটিকে মাফ করিয়া দেন। বস্, এভাবে তিনি শিশুদের দ্বারা দোআ করাইতেন। মাশাআল্লাহ্, কালেমা পড়িতে-পড়িতেই তিনি শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর

পর কেহ কেহ স্বপ্নযোগে তাহাকে সাদা পোশাকে দেখিয়াছে। ইহা ত ভালো আলামত। তিনি কাহারও মোহ্তাজও হন নাই। প্রায়ই দোআ করিতেন যে, আয় আল্লাহ্, আমাকে কাহারও মোহ্তাজ বানাইও না।

এক সুন্দরী বধূর কান্নার ঘটনা শুনাইয়া শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরীর কান্না

এখন আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত শাহ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ)-এর বয়ানকৃত একটা ঘটনা শুনাইতেছি। এই ঘটনাও অহংকারের বড় দামী ঔষধ। বুযুর্গানেদ্বীন এমন সব ঘটনাবলী বয়ান করেন যদ্দ্বারা সমকালীন লোকদের জন্য হেদায়াতের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা খুব সহজ হইয়া যায়। হযরত বলেন, এক তরুণীর বিবাহ উপলক্ষে মহল্লার সমস্ত বান্ধবীরা আসিয়া তাহাকে সাজাইতে লাগিল। আগের যমানায় এ ধরনের রেওয়াজ ছিল। তাই, কেহ তাহার নাকে নাকফুল পরাইতেছে, কেহ কানে ঝুমকা ও বালি পরাইতেছে, কেহ মাথায় ঝুমর (টায়রা) লাগাইতেছে, কেহ তেল দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে, কেহবা চোখে সুরমা লাগাইতেছে। মনের মত খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়া-কাজাইয়া বান্ধবীরা বলিতে লাগিল, মোবারকবাদ-মোবারকবাদ, বান্ধবী গো, এখন তোমাকে খুবই ভালো দেখাইতেছে। তোমার রূপ-সৌন্দর্য কী চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বান্ধবীদের এই কথা শ্রবণ করিয়া মেয়েটি খুব কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, হে বোন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? জীবনের অপূর্ব এ লগ্নে তোমার তো খুশী হওয়া উচিত, প্রাণানন্দে তোমার মুখে হাসি ফুটা উচিত। মেয়েটি বলিল, হে বান্ধবীরা, শোন, তোমরা আমার রূপের প্রসংশা করিতেছ, তোমাদের চোখে আমাকে পরমা সুন্দরী বলিয়া দেখাইতেছে, বড় ভালো লাগিতেছে, পসন্দ লাগিতেছে। কিন্তু তোমাদের এই পসন্দ ও প্রশংসায় আমার কোনই লাভ নাই। কারণ, আমরণ আমাকে যে স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটাইতে হইবে, তিনি যদি আমাকে দেখিয়া বলেন যে, প্রিয়তমা, তোমাকে দেখিতে বড় ভালো লাগে, খুবই পসন্দ লাগে, তোমাকে পাইয়া আমি খুব খুশী, হে বান্ধবীগণ, একমাত্র তখনই হইবে আমার প্রকৃত খুশী ও আনন্দের সময়। কিন্তু, এখনও ত আমি জানি না যে, স্বামী আমাকে পসন্দ করিবেন কিনা? স্বামীর নজরে আমাকে ভালো লাগিবে কিনা? হায়, তোমাদের নজরে হাজার ভালো লাগিলেও তাহাতে যে আমার কোনই ফায়দা নাই। হিন্দীতে একটি গ্রাম্য

প্রবাদ আছে ঃ ঝাল্‌নী তো গড়হা ইঁউ পিয়া, আপনে মনাঁ-ছে, পিয়া মন ভাওয়ালা-কে নাইঁ। অর্থাৎ অলংকার ত আমি নিজের পসন্দ মত বানাইলাম, জানি না, প্রিয়তম স্বামী তাহা পসন্দ করিবেন কিনা ? ইহা তাহার মন জয় করিতে পারিবে কিনা ?

হযরত ফুলপুরী (রঃ) মেয়েটির এই ঘটনা বয়ান করিয়া কেবল কাঁদিতেছিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, হায়, মানুষের মুখে প্রশংসা শুনিয়া আমরা ফুলিয়া যাই। অথচ, এই কথা ভাবিনা যে, কাল কিয়ামতে আল্লাহ্‌পাকের নজরেও আমি প্রশংসার পাত্র হইব কিনা ? চারিদিকের লোকজন বলিতেছে, হুযূর, সুবহান্নাল্লাহ, আপনার চেহারা হইতে নূর বর্ষিতেছে, আপনার চক্ষুদ্বয়কেও বিদ্যুতের দোকান বলিয়া মনে হইতেছে, যাহার উপর আপনার এক নজর পড়িয়া যায়, নজরের তাজাল্লীর প্রভাবে সে-ই আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যায়। হুযূর, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আসমানে উড়িতেছেন। আপনি যখন বয়ান-বক্তৃতা করেন তখন যেন অনর্গল বজ্রপাত ঘটিতেছে। কী বজ্রকণ্ঠের অধিকারী আপনি! এরূপ নানা রকম প্রশংসা শুনিয়া মানুষ অহংকারে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠে। শুনুন, মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন ঃ

جانور فربہ شود ازناؤ نوش
آدمی فربہ شود از راہ گوش

জন্তু-জানোয়ার মোটা হয় ঘাষ-ভুষি খাইয়া, আর মানুষ মোটা হয় লোক মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া (অহংকারে ফুলিয়া)। ঘরে হয়তঃ ডাল– ভাতেরও ব্যবস্থা নাই। কিন্তু প্রশংসার চোটে তিনি মহা মোটা। এমন লিডারও দেখিতে পাইয়াছি যে নিতান্ত গরীব, স্যান্ডেল জোড়াও টুটা-ফুটা। কিন্তু ইলেকশনে জয় লাভের পর চতুর্দিক হইতে শ্লোগান আর প্রশংসা শুনিয়া কী ফুলা যে ফুলিয়াছেন।

কিয়ামতের মাঠের উপর নজর রাখ

তাই হযরত ফুলপুরী (রঃ) উক্ত ঘটনা বলিয়া অশ্রুভরা নয়নে বলিতেছেন যে, হে বন্ধু, শোন, তামাম দুনিয়াও যদি তোমার তা'রীফ করে, তুমি সেদিকে কর্ণপাত

করিও না। অন্তরে এই ধ্যান রাখিও যে, কঠিন হাশর দিবসে, কিয়ামতের মাঠে মানুষের এই তারীফ তোমার কাজে আসিবে ? নাকি আল্লাহ্পাকের রহমতের নজর তোমার কাজে আসিবে ? খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া সময় থাকিতে তাহা বুঝিয়া লও। আমাদের নামায, আমাদের সেজদা, আমাদের ওয়াজ-তাবলীগ, আমাদের পীরী-মুরীদী, আমাদের হজ্ব-ওমরা প্রভৃতি নেক কাজ সমূহ কিয়ামত দিবসে যদি আল্লাহ্পাকের নজরে পসন্দ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্পাক বলিয়া দেন যে, আমি কবূল করিয়া নিলাম, দোস্তগণ, তখন খুশী হইও, তখনই খুশী হওয়ার সময়। এখন ত কিছুই জানা নাই যে, তাহার নজরে আমাদের কি মূল্যায়ন হইবে ? বলুন, এতদসম্পর্কে কোন খবর আসিয়াছে কি ? আশারায়ে-মোবাশ্শারা ও অন্যান্য সাহাবায়ে-কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম), যাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'আমি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁহারাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। কিন্ত আমাদের সম্পর্কেও অনুরূপ কোন আয়াত নাযিল হইয়াছে কি ?

গোলামের দাম গোলাম নির্ধারণ করে, না মালিক ?

অতএব, ভয় করিতে থাকুন। নিজের দাম নিজে নির্ধারণ করিবে না। ঐ গোলাম বড়ই বেওকূফ, যে নিজের দাম নিজেই নির্ধারণ করে। ভাই, গোলামের দাম কি গোলাম নির্ধারণ করে, না মালিক ? গোলামের দাম ত মালিক নির্ধারণ করে। অতএব, কিয়ামত দিবসে মালিক যদি বলিয়া দেন যে, তুমি আমার 'দামী বান্দা', আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট, তখন যত ইচ্ছা আনন্দ-উল্লাস করিবে। (উহার আগ পর্যন্ত নিজেকে বড় কিংবা দামী ভাবিবার কোনই অবকাশ নাই।)

বড় পীর হযরত জীলানীর বাণী

বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) বলিতেন, ঈমান লইয়া যদি সহীহ্-সালামতে কবরে যাইতে পারি, আর আল্লাহ্পাক এইটুকু বলিয়া দেন যে, আব্দুল কাদের, তোমার প্রতি আমি খুশী, একমাত্র তখনই এবং সেখানেই আমি খুব আনন্দ-উল্লাস করিব।

করিতে থাক, আর ডরাইতে থাক

অতএব, হে দোস্তগণ, এখন তো কান্নার সময়। তাই, কাঁদিতে থাক, ভয় করিতে থাক, আমল করিতে থাক। অবশ্য, এত বেশী ভয়ও ঠিক নয় যে ভয়ের পরিণামে নিরাশ হইয়া আমলই ছাড়িয়া বস। ভয় শুধু এতটুকু পরিমাণই কাম্য যদ্দ্বারা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা নসীব হইয়া যায়। আশা ও ভয়ের মাঝখানে থাকাই ঈমান। অর্থাৎ ভয়ও করিবে, আবার আশাও রাখিবে, তবেই তুমি মোমেন। আমার শায়েখ্ হযরত ফুলপুরী (রঃ) বলিতেন, কার্‌তে রাহো, আওর ডরতে রাহো, করিতে থাক, আর ডরাইতে থাক। দেখুন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

(এখানে অলংকার শাস্ত্রের ফর্মূলা অনুসারে ইছ্‌মে-মওছূলের এব্‌হাম আয্‌মতের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।) অর্থাৎ তাহারা (সাহাবায়ে-কেরাম) আল্লাহ্‌র রাস্তায় খুব খরচ করে, এতদ সত্ত্বেও তাহাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কম্পমান থাকে। দান করিয়া অন্তরে গর্ব-গরিমা আসে না বরং ভয় লাগে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আম্মাজান হযরত আয়েশা-সিদ্দীকাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, ইহারা খুব খরচ করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদের কাজে সাহায্য করে, এতদসত্ত্বেও ভয় করে, ইহার অর্থ কি ?

اَهُوَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ وَ يَزْنِىْ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ؟ تفسير كبير ج١٢ صـ١٠٨ و روح المعانى پ ١٨ صـ٤٤

তবে কি ইহা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, যে এই সকল নেক কাজের সঙ্গে সঙ্গে যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম কাজও করে ? হুযূর বলিলেন—

وَ لٰكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُوْمُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُصَلِّىْ (ايضا)

না, তাহা নহে। বরং ইহার অর্থ হইল, তাহারা রোযা করে, নামায পড়ে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান–খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তাহাদের অন্তরে ভয় জাগে এই চিন্তা করিয়া যে, জানি না, কবূল হইল কিনা ?

দেখুন, কোরআন-পাকের মধ্যে আল্লাহ্‌পাক কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এই সবক দিয়া দিলেন যে, যে কোন আমলের পর অন্তরে এই ভয় রাখা চাই যে, জানি না, এ আমল কবূল হইল কিনা। পক্ষান্তরে, বেশী বেশী তস্‌বীহ্‌-তাহ্‌লীল, নফল, তাহাজ্জুদ বা চিল্লা লাগানোর ফলে অন্তরে যদি অহংকারের ময়লাও বৃদ্ধি পায়, বলুন, তবে এ ধরনের চিল্লা সমূহ কবূল হইবে কি ?

রাইবেন্ডের বিশিষ্ট তাবলীগী মরব্বীদের মুখে শুনিয়াছি যে, কোন আমল করার পর যদি গর্ব-গরিমা পয়দা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা কবূল হয় নাই।

কা'বা নির্মাণের পর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিনয়-মাখা দোআ

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর এখলাছের চাইতে বেশি এখলাছ্‌ওয়ালা কে হইবে ? তাঁহারা আল্লাহ্‌র ঘর বানাইয়া তাঁহাদের মধ্যে গরিমা পয়দা হয় নাই, এখলাছের সহিত কাজ করিয়াছি বলিয়া ফখর করেন নাই। এখলাছের সহিত করিয়াছি, অতএব, কবূল তো করিতেই হইবে, এমন দাবী তাঁহারা তুলেন নাই। বরং অবনত মস্তকে কাকুতি-মিনতি ভরিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন যে—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

قَالَ الْآلُوْسِيُّ رح : وَفِيْ اِخْتِيَارِ صِيْغَةِ التَّفَعُّلِ اِعْتِرَافٌ بِالْقُصُوْرِ (روح المعانى ج١ صـ٣٨٤)

হে পরওয়ারদেগার, আমরা ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের কা'বা নির্মাণও ত্রুটিপূর্ণ। অতএব, আমাদের কা'বা নির্মাণের আমল আপনার দরবারে কবূল হওয়ার উপযুক্ত

নয়। আয় আল্লাহ্, আমাদের ত্রুটি এবং অযোগ্যতা সত্ত্বেও স্রেফ আপন করুণা বলে আপনি তাহা কবূল করিয়া নিন। নিশ্চয়ই আপনি আমাদের দোআ শ্রবণ করেন, আমাদের নিয়ত সম্পর্কেও খবর রাখেন। এই ঘর আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য বানাইয়াছি, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে বানাইয়াছি, আপনি তাহা খুব ভাল ভাবে জানেন। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ)।

মহান পয়গাম্বরের এই দোআ কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য হেদায়াত ও সবক হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের আমল ও দোআ পবিত্র কোরআনে নাযিল করিয়া আল্লাহ্পাক হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উম্মতকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, কখনও যদি কোন নেক আমলের তওফীক হয়, চাই হজ্জের তওফীক হউক কিংবা ওম্‌রার তওফীক, তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের তওফীক হউক অথবা রোযা রাখার তওফীক, মোট কথা, যেকোন নেক কাজের তওফীক হইলে, খবরদার, তখন অহংকার করিও না, গরিমা বোধ করিও না। এরূপ খেয়াল আনিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিও না যে, অদ্য এত আমল করিয়াছি, এই পরিমাণ তেলাওয়াত করিয়াছি, এত রাক্‌আত নফল পড়িয়াছি, যিকির করিয়াছি। অতএব, আমি ত আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছি। বাকী সকলেই ত গাফেল আর নাফরমান। কিছু এবাদত-বন্দেগী যদি তাহারা করিয়াও থাকে, তবুও আমার মতন এবং আমার সমান তো নয় ? যেখানেই এই "আমি" ও "আমিত্ব" আসিল, সেখানেই সে জন্তু-জানোয়ার হইয়া গেল। এই আমিত্বই তো মানুষকে ধ্বংস করিয়া দিল।

ভাইগণ, এই আয়াতখানা ওজব ও কিবির (আত্মগর্ব ও অহংকার)-এর ঔষধ। তাই, যেকোন নেক কাজ করার পর দরখাস্ত পেশ করুন যে—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"আয় আল্লাহ্, আমার হাজারো ত্রুটি-ভরা এই আমল কবূল হওয়ার উপযুক্ত তো নয়। কিন্তু, আপনি বড় মেহেরবান, তাই, মেহেরবানী করিয়া কবূল করিয়া নিন। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তঃকরণে এরূপ করিবে, অহংকার হইতে সে পবিত্র হইয়া যাইবে। কারণ, নিজেকে, নিজের আমলকে তুচ্ছ ও অনুপযুক্ত ভাবিয়া যখন খাঁটি অন্তঃকরণে কাকুতি-মিনতি করিতেছে, তখন তাহার মধ্যে অহংকার কিভাবে

থাকিবে ? অহংকারী-লোক বিনয় ও কাকুতি-মিনতি জানে না। সে জানে কেবল অহংকারপূর্ণ কথা বলিতে, আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আচরণ করিতে। তাহার কথার ভঙ্গী ও কার্যকলাপে অহংকার মিশিয়া থাকে। লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায়, ভাই, আল্‌হামদু লিল্লাহ্, অদ্য ভোর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিছু নফলের পর কান্নাকাটিরও তওফীক হইল। দেখুন না, এই যে আমার চক্ষুগুলি কেমন লাল হইয়া গিয়াছে ?

ডবল হাজীর ডবল হজ্ এক কথায় বরবাদ

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, জনৈক ডবল হাজীর নিকট একজন মেহমান আগমন করিল। সে তাহার চাকরকে ডাকিয়া বলিল, হে অমুক, উনাকে আমার ঐ সোরাহীর পানি আনিয়া খাওয়াও যাহা আমি দ্বিতীয় হজ্জের সময় মদীনা শরীফ হইতে আনিয়াছিলাম। হযরত থানবী বলেন, এই যালেম তাহার একটি বাক্যের দ্বারা দুই-দুইটি হজ্‌কে বরবাদ করিয়া ফেলিল। হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়াছে, সফরের মধ্যে কত কষ্ট করিয়াছে। অথচ, দুইটি হজ্, তাওয়াফ, ছাঈ ও মিনা-আরাফাতের সমস্ত সাওয়াবকে সে এক গুলিতে বরবাদ করিয়া দিল। কারণ, সে নিজের আমলকে প্রকাশ করিয়াছে (যাহা রিয়া কিংবা অহংকার বা আত্মম্ভরিতা প্রসূত)।

(গ্রন্থকার বলেন,) বস্, এখন সকলে দোআ করুন যে, হে আল্লাহ্! কিবির, ওজব, রিয়া (অহংকার, অহমিকা, লৌকিকতা) ও অন্যান্য সমস্ত বীমারী হইতে আমাদের ক্বলব সমূহকে পাক করিয়া দিন। আপনার রেযামন্দির আমলের মধ্যে জিন্দেগী কাটাইবার তওফীক দান করুন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى ـ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ
وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর বাণী-সম্ভার

—(কামালাতে-আশরাফিয়া হইতে)

অহংকারের সংজ্ঞা ও চিকিৎসা

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন— অহংকার অর্থ, কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় এবং অন্যকে নিজের চেয়ে হেয় মনে করা। অতএব, নিজেকে বড় ও অন্যকে হেয় মনে করাই অহংকারের হাকীকত। ইহা হারাম ও গুনাহ্। তাই, কখনও যদি নিজের কোন গুণের উপর নজর যায় তখন এই (কথাগুলির) মোরাকাবা (বা ধ্যান) করিয়া নিবে। ইন্শাআল্লাহ্ ইহার ফলে অহংকার হইতে হেফাযতে থাকিবে। মোরাকাবাটি এই—

১- (এই ধ্যান করিবে যে,) যদিও আমার মধ্যে এই গুণ বা এই প্রতিভা রহিয়াছে, কিন্তু ইহা ত আমার সৃষ্টি নয়, বরং নিছক আল্লাহ্র দান।

২- এবং এই দানও আমার কোন যোগ্যতা বা অধিকারের কারণে নয়, বরং শুধু আল্লাহ্পাকের দয়া ও অনুগ্রহের ফল মাত্র।

৩- উপরন্তু এই দান লাভের পর তাহা আমার মধ্যে বর্তমান থাকা আমার এখতিয়ার বা ক্ষমতার বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্পাক যখন ইচ্ছা, তাহা ছিনাইয়া নিতে পারেন।

৪- আর যদিও বর্তমানে ঐ লোকটির মধ্যে এই গুণ বা প্রতিভা বর্তমান নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে সে এই প্রতিভা বা এই যোগ্যতায় আমার চেয়ে বেশী অগ্রগামীও তো হইয়া যাইতে পারে। ফলে, অসম্ভব কি যে, অবশেষে হয়তঃ আমাকেই তাহার মুখাপেক্ষী হইতে হইবে।

৫- অথবা বর্তমানেও হয়তঃ তাহার মধ্যে বড় কোন গুণ ও মর্যাদার বিষয় বর্তমান আছে যাহা আমার কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু অন্যদের কাচে তা স্পষ্ট। কিংবা

তাহার সেই গুণ সম্পর্কে কেহই জানে না, কিন্তু আল্লাহ্‌পাক জানেন, যেই গুণের কারণে তাহার গুণাবলীর সমষ্টি আমার গুণাবলীর সমষ্টি হইতে অধিক হইয়া যাইবে।

৬- যদি কাহারও কোন গুণ বা প্রতিভা নজরে না ভাসে, অনুভব না হয়, তবে এই খেয়াল করিবে যে, হয়তবা লোকটি আল্লাহ্‌পাকের মক্‌বূল বান্দা, আর আমি গায়রে-মক্‌বূল (না-মাক্‌বূল)। অথবা যদি আল্লাহ্‌র নিকট আমিও মকবূল হইয়া থাকি, তবে হয়তবা সে আমার চেয়ে বেশী মকবূল। তাহা হইলে, আমার কি অধিকার যে, আমি তাহাকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করিব ?

৭- আর যদি ইহা ধরিয়াও নেওয়া হয় যে, সকল গুণে বা সর্ব বিষয়েই সে আমার চেয়ে ছোট, তবে বড়র উপর ছোটর, সুস্থের উপর অসুস্থের, সবলের উপর দুর্বলের, ধনীর উপর গরীবের হক্ থাকে। অতএব, আমার উচিত তাহার প্রতি দয়া ও স্নেহ করা, তাহার পূর্ণতা ও অগ্রগামীতার জন্য চেষ্টা করা। আর যদি এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য বা ফুর্‌সত না থাকে, তবে কমপক্ষে তাহার পূর্ণতা ও অগ্রগামীতার জন্য না হয় দোআই করি।

এরূপ চিন্তা করার পর তাহার পূর্ণতা ও অগ্রগামীতার জন্য চেষ্টা শুরু করিবে। এই পন্থা অবলম্বনের ফলে তাহার সহিত স্নেহ-মহব্বতের সম্পর্ক পয়দা হইয়া যাইবে। আর ইহা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যে, নিজেই যাহাকে যোগ্য, পূর্ণ, গুণসম্পন্ন ও অগ্রগামী করার চেষ্টা করে, যাহার তরবিয়ত ও গঠন-গড়নের চেষ্টা করে, তাহার সহিত মহব্বত হইয়া যায়। যাহার সহিত মহব্বত হইয়া যায়, তাহাকে হেয় মনে করা হয় না।

৮- ইহাও যদি সম্ভব না হয়, তবে কখনও কখনও তাহার সহিত সুন্দর ভাবে সদালাপ করিয়া নিবে, তাহার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে, সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে একজনের সহিত আর একজনের সম্পর্ক হইয়া যায় এবং এরূপ সম্পর্কের পর হেয় মনে করার মানসিকতা শেষ হইয়া যায়।

(কামালাতে-আশরাফিয়া, মল্‌ফূয নং ৯৪)

অহংকারের একটি স্থায়ী প্রতিকার

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী বলেন— অহংকারের একটি প্রতিকার এই যে, যাহাদের সম্মান-সুখ্যাতি কম, তাহাদের মত আদত-অভ্যাস ও চাল-চলন অবলম্বন

করিবে। যেমন, তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করিবে, বরং বে-মিলের তালি লাগইবে। উহার সঙ্গে যদি আরও এতটুকু যোগ করা যায় যে, এক সপ্তাহ বা এক মাস ত এই পোশাক পরিবে, আর এক সপ্তাহ বা এক মাস ভালো পোশাক পরিবে, তাহা ইহলে, যেহেতু এই পদ্ধতি নফ্ছের জন্য বেশী কষ্টকর ও বেশী সংকোচপূর্ণ হইবে, এজন্য ইহাতে বেশী মোজাহাদা ও দ্রুত সংশোধন হইয়া যাইবে।

(কামালাতে-আশরাফিয়া ১১৮ পৃঃ)

অহংকারের খরাবি ও চিকিৎসা

হযরত থানবী বলেন ঃ ভাই সাহেবান, নিজেকে বড় মনে করা এমন একটা কর্ম যাহা খারাবিই-খারাবিতে পরিপূর্ণ। মানুষের উচিত যে, কখনও নিজেকে বড় না মনে করে। যদি সহজে এই কথা অন্তরে না বসে (যে, আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, আমি কিছুতেই বড় নই,) তাহা হইলে ইচ্ছাকৃত ভাবে বার বার অন্তরে এই ধ্যান জমানোর চেষ্টা করিবে। বুযুর্গানে-দ্বীন ইহারও নিয়ম-পদ্ধতি লিখিয়াছেন। তাহা এই যে, যখন বয়সে ছোট কাহাকেও দেখ, তখন মনে কর যে, তাহার বয়স আমার চেয়ে কম, অতএব তাহার গুনাহ্ও কম। আর আমার বয়স বেশী, অতএব, আমার গুনাহ্ও বেশী। আর যদি বড়কে দেখ, তখন এই খেয়াল কর যে, তাহার বয়স বেশী, অতএব, সে আমার চাইতে বেশী নেকী করিয়া থাকিবে। লোকেরা এসব কথাকে 'সাজানো-কল্পনা' মনে করে। অথচ, এই সাজানো-কল্পনাই বড় কাজের জিনিস, (কঠিন আযাব ও ধ্বংস হইতে রক্ষাকারী জিনিস)।

(কামালাতে-আশ্রাফিয়া ২৮৪)।

হযরত থানবী বলেন—

লোকেরা বড় হওয়ার মধ্যে মজা পায়। অথচ, মজা ত ছোট হওয়ার মধ্যে। কারণ, বড় বনিলে সমস্ত বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপিয়া যায়। হাঁ, খোদ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যদি কোন খেদমত (কোন দ্বীনী কাজ বা দায়িত্ব) তাহার উপর ন্যাস্ত হয়, তবে তাহাতে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সাহায্য হয়। আর নিজে বড় হইতে গেলে সাহায্য আসে না।

এখানে স্মরণীয় যে, যেই বড়ত্ব, চাওয়া ছাড়া আপনা-আপনিই আসিয়া গেল, তাহাও আশংকা হইতে মুক্ত নয়। তাহা হইলে নিজেই বড় হইতে গেলে কি অবস্থা

হইতে পারে ? আর এমন লোকের সংখ্যা কম যে, বড়াইর সামান-উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্তরে বড়াই আসিবে না। ইহা ছিদ্দীকীনের কাজ (উচ্চ স্তরের ওলীদের কাজ)। (কামালাতে-আশরাফিয়া ১২৯ পৃঃ)।

অহংকারের এল্‌মী ও আমলী চিকিৎসা

হযরত থানবী বলেন—

কিছু সমঝ্‌দার ও জ্ঞানী লোক এমনও আছে যে, নেতৃত্ব এবং ধন-দৌলতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাহারা আন্তরিক ভাবে খুবই বিনয়ী ও বিনম্র হয় (নিজেকে কিছুই মনে করে না)। কিন্তু অধিকাংশের অবস্থাই ইহার বিপরীত। ঐ সকল অহংকারীদের এই কথা বোঝা দরকার যে, আমরা এমন এক বস্তুর উপর গর্ব-অহংকার করিতেছি যাহা অর্জন হওয়া আমাদের এখতিয়ারে নাই। ইচ্ছা করিলেই নিজ ক্ষমতা বলে আমরা ইহার অধিকারী হইতে পারিব না (যদি আল্লাহ্‌পাক না দেন)। অতএব, এমন বস্তুর জন্য গর্ব-গরিমা করার কি লাভ ? কি অর্থ ? ইহা হইল অহংকারের এল্‌মী-এলাজ বা থিওরিটিক্যাল- চিকিৎসা।

আর আমলী এলাজ (বা প্রাক্টিক্যাল চিকিৎসা) এই যে, গরীব লোকদিগকে তা'যীম করিবে, সম্মান করিবে, তাহাদের সহিত বিনয়ের ব্যবহার করিবে। খুশী-মনে সম্ভব না হইলে অন্ততঃ কৃত্রিম ভাবেই এরূপ করিবে। তাহাদের সহিত সদাচার, কোমল ব্যবহার ও মিষ্ট ভাষায় কথা বলিবে। গরীব-লোক সাক্ষাত করিতে আসিলে দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহাদের মনকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিবে। (কামালাতে-আশরাফিয়া ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

হযরত থানবী বলেন—

আল্লাহ্‌পাক যদি কাহারও খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া দেন, কাহাকেও নিশ্চিন্তে খাইতে দেন, তবে ইহা আল্লাহ্‌র নেআমত, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। অবশ্য ইহার একটি ক্ষতিকর দিকও আছে, তাহা এই যে, ইহার ফলে অহংকার, আত্ম-প্রসাদ, গর্ব-গরিমা, অহমিকা, গাফ্‌লত, গরীবদের প্রতি হেয়তা-বোধ, দুর্বলের উপর যুলুম প্রভৃতি ব্যাধি পয়দা হয়। ইহার প্রতিকার এই যে, চিন্তা-ফিকিরের দ্বারা, বুঝ-বিচারের দ্বারা কাজ নিবে। চিন্তা করিবে যে, ইহা ত আমার প্রতি আল্লাহ্‌পাকের

মেহেরবানী। অন্যথায় আমি ত একেবারে অযোগ্য ও অনুপযুক্ত ছিলাম। আমার মধ্যে কোনই গুণ বা যোগ্যতা ছিল না। বরং নিজের পাপাচারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিবে যে, আমি ত আসলে শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম। আর যদি ধরিয়াও নিই যে, আমার মধ্যে কোন প্রতিভা বা যোগ্যতাও ছিল, তবে ইহাও তো লক্ষণীয় যে, আমার চেয়ে বেশী প্রতিভাবান ও বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা পেরেশান হইয়া ঘুরিতেছে। অতএব, ইহা ত আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহই-অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে এই সকল নেঁআমত দ্বারা ধন্য করিয়াছেন। অতএব, আমি কিসের উপর গর্ব করিব?

বিনয়ের সূরতে অহংকার

হযরত থানবী বলেন—

কখনও কখনও এমন হয় যে, বাহিরে যদিও তাওয়াযু (বা বিনয়) প্রকাশ হয়, কিন্তু ভিতরে থাকে তাকাব্বুর (বা অহংকার)। ছূরত যদিও বিনয়ের, কিন্তু হাকীকতে অহংকার। উহার আলামত এই যে, যেই বিনয় অহংকারের বা আত্ম-গরিমার মনোবৃত্তিতে হয়, উহার পর মনের মধ্যে গর্ব অনুভব হয়। আর এরূপ বিনয় ও নম্রতার পর যদি কেহ তাহার তাযীম না করে, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে নিজের কাছে খারাপ লাগে। পক্ষান্তরে, যেই বিনয় বিনয়ের নিয়তে হয়, সেই ক্ষেত্রে অন্তরের মধ্যে (গর্ব নয়) বরং 'ভয়' থাকে এবং কেহ তাহার তা'যীম না করিলে মন খারাপ হয় না, নিজেকে তা'যীমের পাত্র মনে করে না, বরং তাযীম না-পাওয়ারই পাত্র মনে করে।

(কামালাতে-আশরাফিয়া ১৬৯ পৃঃ)।।

শোকর ও অহংকারের পার্থক্য

হযরত থানবী বলেন—

যাহারা হকের উপর আছে, (অর্থাৎ যাহাদের আকীদা ছহীহ্, আমল ছহীহ্), তাহাদের দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। এক ত এই যে, হকের উপর থাকাকে নেআমত মনে করিয়া উহার উপর শোকর করিবে। বস্তুতঃ ইহাই কাম্য। আর এক অবস্থা এই যে, হকের উপর আছি মনে করিয়া গর্ব অনুভব করা। ইহা মূর্খতা।

বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝুন। মনে করুন, কোন একটি বস্তু দুই জনের নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে। একজন মালিক, অপর জন তহ্বিলদার বা আমানত রক্ষক। সে-ক্ষেত্রে ঐ জিনিসের মালিক ত গর্ব করিতে পারে, কিন্তু তহ্বিলদার (বা

খাজাঞ্চী) কোন গর্ব করিতে পারে না। বরং তহ্‌বিলদারের মনে সব সময় এই ভয় লাগিয়া থাকিবে যে, কখনও আমার নিকট হইতে ইহা কাড়িয়াও তো নেওয়া হইতে পারে। যেন কাড়িয়া না নেওয়া হয়, কাড়িয়া না নেওয়া হয়।

অনুরূপ, কোন নেআমত পাওয়ার পর বান্দার অন্তরে যদি এরূপ ভয়ের হালত থাকে যে, কখনও আসল মালিক এই নেআমত ছিনাইয়া না নিয়া যান, তাহা হইলে ইহা শোকর। কারণ, সে ইহাকে খালেছ আল্লাহ্‌র দান মনে করিতেছে। অন্যথায় ইহা কিবির (অহংকার। অর্থাৎ, নেআমত পাওয়ার পর অন্তরে যদি এই ভয়ের হালত না থাকে, তবে সে অহংকারে আক্রান্ত আছে)।

অতএব, সমস্ত হক্‌পন্থীদের উচিত ভয় করিতে থাকা, সর্বদা কাঁপিতে থাকা। কোন বাতিলপন্থীকে হেয় মনে করিবে না এবং নিজেকে বড় মনে করিবে না। (কামালাতে-আশরাফিয়া ১৩৮ পৃঃ)

(ওজব) আত্ম-প্রসাদ বা আত্মতুষ্টির প্রতিকার ও নেআমতের জন্য প্রাণানন্দ

হযরত থানবী বলেন—

নেআমত সমূহের ধ্যান বা স্মরণের পাশাপাশি অন্তরে এই ধ্যানও উপস্থিত করিবে যে, এই সকল নেআমত আমার কোন অধিকার বা যোগ্যতার কারণে নয় বরং ইহা নিছক আল্লাহ্‌র দান। তিনি যদি চান, এখনও ছিনাইয়া নিতে পারেন। এবং ইহা তাহার রহ্‌মত ও দয়া যে, আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে এই সকল নেআমত দান করিয়া রাখিয়াছেন।

আর অন্যদের সম্পর্কে এরূপ চিন্তা করিবে যে, যদিও ইহারা এই সকল নেয়ামত বা মর্যাদা হইতে খালি, কিন্তু হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে এমন কোন নেআমত বা ফযীলত (মর্যাদা) দান করিয়া রাখিয়াছেন যাহা সম্পর্কে আমি বে-খবর। অথচ, উহার কারণে হয়তঃ তাহাদের মর্তবা আল্লাহ্‌পাকের নিকট বহু ঊর্ধে।

এরূপ ধ্যান বা চিন্তা করার পর অন্তরের মধ্যে প্রাপ্ত-নেআমতের কারণে যে আনন্দ অনুভব হইবে, উহা ওজব বা আত্ম-প্রসাদ নয়। বরং উহা স্বভাবজাত খুশী। আর যদি ঐ খুশীর সহিত এই ধ্যানও থাকে যে, এই নেআমতের জন্য সকল প্রশংসা ত নেআমতদাতার প্রাপ্য, তবে ত ইহা শোকর, যাহার উপর ছাওয়াবও লাভ হইবে। (কামালাতে-আশরাফিয়া ২৭৯ পৃষ্ঠা।)

গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঃ

পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ ওলীর ছয়টি ঘটনা ঃ

অধম অনুবাদকের সবিনয় আরয এই যে, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা যে কত মারাত্মক ব্যাধি, পাঠক তাহা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সামান্য কিছু যিকির-অনেকে আযকার, সামান্য কিছু সুন্নত-নফলের আমল লইয়া গরিমার চোটে আমরা অনেকে গরম হইয়া উঠি। ইহাতে আমাদের কত ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটিয়া যাইতেছে সেদিকে আমাদের নজর নাই। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া যে দৌলত অর্জিত হইল, আত্মগর্ব ও অহংকার দ্বারা নিজ হাতে তাহাতে আগুন লাগানোর কাজটাই ত আমরা করিতেছি। আল্লাহপাক অধম অনুবাদককে ও অন্য সকলকে এই রোগ হইতে নাজাত দান করুন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া আমাদের বুযুর্গানের বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজন করিয়া এখানে উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহ্পাক আমাদের অন্তঃকরণে আছর ঢালিয়া দিন। আমীন। উল্লেখ্য যে, এই সংযোজন সম্পর্কে আমি মাননীয় মোর্শেদ কেবলাকে অবহিত করিয়াছি, তিনি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

হযরত আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসী (রঃ) এর ঘটনা

শায়খুল-হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) তাঁহার উম্মুল-আমরায গ্রন্থে লিখেন ঃ শায়েখ্ আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসী (রঃ)—এর হৃদয়বিদারক এ ঘটনা আমার অন্তরে কাঁটার মত এমনিভাবে গাঁথিয়া আছে যে, অনিচ্ছাকৃত ভাবেও তাহা যবানে ও কলমে আসিয়া যায়। মন চায়, তরীকতের সহিত সম্পর্ক রাখে, এমন প্রতিটি মানুষের অন্তরেই যেন তাহা গ্রথিত-প্রোথিত হইয়া যায়। হযরত আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসী (রঃ) (স্পেনের অন্তর্গত) উন্দুলুসের একজন অতি উচ্চ স্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। অনেক বড়-বড় বুযুর্গানের তিনি শায়েখ্ ছিলেন। হাজার হাজার খান্কাহ ও মাদ্রাসা তাঁহার দ্বারা আবাদ ছিল, তাঁহার রূহানী ফয়েয-বরকতে পরিচালিত হইতেছিল। তাঁহার হাজার হাজার শাগরেদ, হাজার হাজার মুরীদান ছিল। তাঁহার মুরীদানের সংখ্যা বারো হাজার ছিল বলিয়া উল্লেখিত আছে (যাহাদের মধ্যে হযরত শিবলী (রঃ)-এর মত মহান বুযুর্গও রহিয়াছেন)। একবার তিনি সফরে বাহির

হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামার বিরাট কাফেলা। হযরত শিবলী এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, আমাদের কাফেলা বিরাট খায়ের-বরকতের সহিত অগ্রসর হইতেছিল। পথিমধ্যে আমরা খৃষ্টানদের একটি বস্তি অতিক্রম করিতেছিলাম। সেখানে কোথাও পানি পাওয়া যাইতেছিল না। ফলে, নামাযের সময় ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া উঠিল। কয়েকটি মেয়ে বস্তির বাহিরে একটি কূয়া হইতে পানি সংগ্রহ করিতেছিল। তন্মধ্যে একটি যুবতীর উপর হযরত শায়েখের দৃষ্টি পড়িয়া গেল। দৃষ্টি পড়িতেই শায়খের মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, উক্ত যুবতীর কথা তুলিয়া পরক্ষণেই তিনি মাথা ঝুকাইয়া বসিয়া পড়িলেন। এক এক করিয়া তিনটি দিন অতিক্রান্ত হইল, শায়েখ না কোন পানাহার করিতেছেন, না কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, এই অবস্থা দেখিয়া শায়খের সফরসঙ্গী সমস্ত খাদেমগণ অস্থির হইয়া গেলেন। তৃতীয় দিন আমি দুঃসাহসে আরয করিলাম,পরম শ্রদ্ধেয় মোর্শেদ, আপনার এ অবস্থা দেখিয়া আপনার হাজার হাজার মুরীদ-আশেকীন বেকারার হইয়া গিয়াছেন। শায়েখ্ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রিয়পাত্রগণ, আমার অবস্থা আমি তোমাদিগ হইতে আর কত কাল লুকাইয়া রাখিব। ব্যাপার হইল, পরশু যে মেয়েটির উপর আমার নজর পড়িয়াছে, তাহার প্রতি অন্তরে এমনই প্রবল প্রেমাসক্তি সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহা আমার হৃদয়-মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার প্রেমাসক্তি আপাদমস্তক আমাকে তড়পাইতেছে। অতএব, তাহার কারণে এই ভূখণ্ড ত্যাগ করা আমার পক্ষে কোন ক্রমেই আর সম্ভবপর নয়।

হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে মহামান্য মোর্শেদ, আপনি ইরাকবাসীদের পীর ও মোর্শেদ। আপনার এলেম্, বুযুর্গী ও ইবাদতের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। আপনার মুরীদানের সংখ্যা বারো হাজারেরও বেশি। পবিত্র কোরআনের দোহাই, আমাদেরকে এবং আপনার অসংখ্য ভক্তদিগকে আপনি লজ্জিত ও অপদস্থ করিবেন না।

শায়েখ্ বলিলেন, আমার দোস্তগণ, ইহা তোমাদের ভাগ্যই বটে। শক্তিধর মালিকের আসমানী ফয়সালা, 'বেলায়েতের লেবাছ' (ওলীআল্লাহীর মর্তবা) আমা

হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। হেদায়াতের সমস্ত আলামতও উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। এই বলিয়া শায়েখ্ কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমার বন্ধুগণ, এ আসমানী ফয়সালা অখণ্ডণীয়। আমার সম্মুখে কোন পথ, কোন উপায়ই বাকি নাই।

হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় আমরা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গেলাম। দুঃখ-বেদনায় কাতর হইয়া আমরা সবাই কাঁদিতে লাগিলাম। আমাদের সাথে শ্রদ্ধেয় শায়েখ্ও কাঁদিতেছিলেন। এতগুলি মানুষের অশ্রুবন্যায় যমীন ভিজিয়া গেল। অবশেষে আমরা নিরাশ হইয়া স্বীয় বাসস্থান বাগদাদে ফিরিয়া গেলাম। বাগদাদে আসিয়া যখন এই সংবাদ শুনাইলাম,শায়খের মুরীদগণ বুক ফাটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ব্যথার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া কিছু মুরীদান সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করিল। অবশিষ্ট সকলে কাকুতি-মিনতির সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চির বে-নিয়ায মালিকের দরবারে ফরিয়াদ করিতে লাগিল যে, হে মুকাল্লিবুল কলূব (হৃদয়সমূহের পরিবর্তন সাধনকারী), আমাদের মোর্শেদকে হেদায়েত দান করুন, পুনরায় তাঁহাকে স্বীয় মর্তবায় সমাসীন করিয়া দিন।

অতঃপর সমস্ত খান্কাহ সমূহ বন্ধ হইয়া গেল। এক বৎসর পর্যন্ত মুরীদগণ শায়খের বিয়োগ ব্যথায় ছটফট করিতে থাকিল। সুদীর্ঘ এক বৎসর পর মুরীদগণ শায়খের খোঁজ-খবর লওয়ার মনস্থ করিল। সেমতে আমাদের একটি জামাত রওনা হইল। সেই গ্রামে পৌঁছিয়া লোকজনের নিকট শায়েখ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। গ্রামবাসীরা জানাইল, তিনি জঙ্গলের মধ্যে শূয়র চরাইতেছেন। আমরা বলিলাম,খোদা পানাহ্! হায়,এমন কেন হইল ? গ্রামবাসীরা জানাইল যে, তিনি খৃষ্টান সর্দারের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। মেয়ের পিতা এই শর্তে তাহা ম ুর করিয়াছে যে, তিনি জঙ্গলের মধ্যে শূয়র চরানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। ইহা শুনিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম, দুঃখে আমাদের কলিজা ফাটিতে লাগিল। আমাদের চক্ষু হইতে অশ্রুর বন্যা ঢেউ মারিতে লাগিল। অতি কষ্টে মনকে সামলাইয়া নিয়া আমরা ঐ জঙ্গলে পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি, হায়, শায়খের মাথায় খৃষ্টানদের টুপি, কোমরে খৃষ্টান পরিচায়ক পৈতা লাগানো এবং ঐ লাঠিখানার উপর ভর করিয়া শূয়র-পালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন যাহার ওপর ভর রাখিয়া তিনি ওয়ায-নসীহত করিতেন, খোৎবা দিতেন। এই দৃশ্য আমাদের যখম্দার হৃদয়ে লবণ ছিঁটানোর কাজ করিল। আমাদিগকে নিজের দিকে অগ্রসরমান দেখিয়া শায়েখ্ মাথা

ঝুকাইয়া দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিলেন। আমরা নিকটে গিয়া বলিলাম, আচ্ছালামু আলাইকুম। শায়েখ্ খানিকটা চাপা কণ্ঠে বলিলেন, ওয়াআলাইকুমুছ–ছালাম।

শিবলী (রঃ) বলিলেন, মাননীয় মোর্শেদ, এত বিরাট এল্‌ম্ ও ইয্‌যত এবং হাদীস-তাফসীরের এত বড় জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া আজ আপনার এ কি হাল ? শায়েখ্ বলিলেন, আমার ভাইগণ, আমি আমার নিজ ক্ষমতা ও কন্ট্রোলের মধ্যে নই। আমার আল্লাহ আমাকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া দিয়াছেন। এতটা মোকার্‌রাব (নৈকট্যপ্রাপ্ত) বানানোর পর যখন তিনি আমাকে আপন দুয়ার হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেন, তখন এমন কে আছে যে, তাহার ফয়সালাকে একটুও টলাইতে পারে ? প্রিয় দোস্তগণ, খোদা কাহারও কাছে ঠেকা নন, কিন্তু প্রত্যেকেই তাহার কাছে ঠেকা। সেই বে-নিয়ায মা'বূদের কহর-গযবকে ভয় কর। নিজের এল্‌ম্ ও জ্ঞান, ইয্‌যত ও সম্মানের উপর গর্ব করিও না। অহংকারে পড়িওনা। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, হে আমার মাওলা! তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা তো এমন ছিল না যে, তুমি আমাকে এমনিভাবে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করিয়া তোমার দরজা হইতেই তাড়াইয়া দিবে। এই বলিয়া শায়েখ্ (রঃ) মিনতি ভরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, " হে শিবলী! অন্যকে দেখিয়া নিজের জন্য শিক্ষা গ্রহণ কর।"

হযরত শিবলী (রঃ) কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পরোয়াদেগার! একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই। একমাত্র আপনার কাছেই মিনতি ও ফরিয়াদ জানাই। প্রত্যেক কাজে একমাত্র আপনিই আমাদের ভরসা। হে মাওলা, আমরা যে কঠিন মুসীবতে আছি, এই মুসীবতকে আপনি হটাইয়া দিন। কারণ, আপনি ব্যতীত মুসীবত দূরকারী আর কেউ নাই।

হযরত শিবলীর কান্না দেখিয়া এবং তাঁহার বেদনাভারাক্রান্ত চীৎকার শুনিয়া শূকরগুলি দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার পাশে ভিড় জমাইল এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শূকরগুলিও চীৎকার দিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঐ দিকে হযরত শায়েখ্‌ও কাঁদিয়া খুন হইতেছিলেন।

হযরত শিবলী বলিলেন, হে মোর্শেদ, আপনি পবিত্র কোরআনের হাফেয ছিলেন, আপনি সাত ক্বেরাতের ক্বারী ছিলেন, সাত ক্বেরাতেই পবিত্র কোরআন পাঠ করিতেন। কোরআন শরীফের কোন আয়াত কি এখনও আপনার মুখস্ত আছে ?

শায়েখ্ বলিলেন, প্রিয় শিবলী, না, কিছুই ইয়াদ নাই, সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি, স্রেফ দুইখানা আয়াত মুখস্ত আছে। তাহা হইল ঃ

(১)

وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ - اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন কেহই তাহাকে সম্মান দিতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহা চান তাহাই করেন।

(২)

وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

অর্থ ঃ ঈমানের স্থলে যে কুফর কবূল করিল, নিশ্চয় সে সরল পথ হারাইয়া গোমরাহ্ হইয়া গেল।

অতঃপর হযরত শিবলী বলিলেন, তিরিশ হাজার হাদীস সনদ সহকারে আপনার বিল্‌কুল কণ্ঠস্থ ছিল। তন্মধ্যে কোন হাদীস এখনও কি মুখস্ত আছে ? শায়েখ্ বলিলেন, না, স্রেফ একটি হাদীস মুখস্ত আছে, তাহা হইল—

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তোমরা তাহাকে কতল করিয়া ফেল।"

হযরত শিবলী বলেন, এই মর্মন্তুদ অবস্থা দেখিয়া শায়েখ্‌কে এখানে রাখিয়াই আমরা বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। তখনও আমরা তিন মনযিল অতিক্রম করি নাই, ইতিমধ্যে তৃতীয় দিবসে আচম্‌কা শায়েখ্‌কে আমাদের অগ্রে দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি নহর হইতে গোসল করিয়া উঠিতেছেন এবং বুলন্দ আওয়াজে পড়িতেছেন ঃ "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। তখন যে আমরা কী সীমাহীন আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা একমাত্র ঐ ব্যক্তিই আন্দাজ করিতে পারিবে যে আমাদের বিগত দুঃখ সম্পর্কে আন্দাজ করিতে পারিয়াছে।

হযরত শিবলী বলেন, পরে এক সময় আমরা হযরত শায়েখ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি যে কঠিন মুসীবতে পতিত হইয়াছিলেন, উহার কোন

কারণ ছিল কি ? শায়েখ্ বলিলেন, হাঁ, ছিল। আমরা যখন ঐ গ্রামটিতে পৌঁছিলাম এবং সেখানকার মূর্তি-মন্দির ও গীর্জা সমূহের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, তখন অগ্নিপূজক ও সলীবপূজকদিগকে গায়রুল্লার উপাসনায় লিপ্ত দেখিয়া আমার অন্তরে এই খেয়াল করিয়া অহংকার ও বড়াই পয়দা হইল যে, আমরা তওহীদে বিশ্বাসী মোমেন, আর এই হতভাগাগুলি কি রকম জাহেল, কত বড় আহাম্মক যে, ইহারা এমন কতগুলি বস্তুর পূজা-উপাসনা করিতেছে যাহাদের মধ্যে না কোন বুঝ শক্তি আছে, না ইচ্ছা শক্তি বা অনুভূতিশক্তি বলিতে কিছু আছে। আর কি, ঠিক তখনই আমার প্রতি একটা গায়্বী আওয়াজ আসিল যে, এই ঈমান ও তওহীদ তোমার কোন ব্যক্তিগত গুণ নয়, তোমার নিজস্ব অর্জনের ধন নয়। কারণ, এসব কিছুই আমার দান ও তওফীকের ফসল মাত্র। তুমি কি তোমার ঈমানকে নিজস্ব এখতিয়ার ও ক্ষমতাভুক্ত মনে কর ? যদি চাও, তবে এক্ষণই আমি দেখাইয়া দিতেছি। ঐ মুহূর্তেই আমি অনুভব করিলাম যে, একটি পাখী আমার ক্বলবের মধ্য হইতে উড়িয়া গেল। আসলে তাহা ছিল ঈমান। (উম্মুল-আম্রায ২৫ হইতে ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর হযরত শায়খুল-হাদীছ (রঃ) লেখেন যে, অহংকার এমন মারাত্মক বালা যে, বড় বড় মাশায়েখের এই শায়েখ্কেও কোথা হইতে কোথায় নিয়া গেল, কী সর্বনাশ ঘটাইয়া দিল। আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে এই কঠিন বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আমীন।

হযরত থানবী (রঃ)-এর আন্ফাছে-ঈসা নামক কিতাবের ৬৫২ পৃষ্ঠায়ও এই ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখিত আছে।

মহান বুযুর্গ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) এর ঘটনা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) মুরীদানের এক কাফেলা সহকারে এক তরকারী বিক্রেতা বুড়ীর দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। বুড়ী বলিল, হে জুনাইদ, তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার ছাগলের দাড়ি উত্তম ? তিনি নিরুত্তর থাকিলেন। শুধু এতটুকু বলিলেন যে, ইহার জওয়াব পরে কোন সময় দিব। কিন্তু মুরীদগণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা ক্রুদ্ধ হইওনা। কারণ, কি হালতে আমার মউত হইবে সেই খবর তো আমার নাই। যদি ঈমান সহকারে মউত হয় এবং ঈমান লইয়া কবরে যাইতে পারি তবে নিঃসন্দেহে আমার দাড়ি তাহার

ছাগলের দাড়ি অপেক্ষা উত্তম। আর যদি আমি ঈমান সহকারে কবরে যাইতে না পারি তবে নিঃসন্দেহে তাহার ছাগলের দাড়ি আমার দাড়ি হইতে উত্তম।

আল্লাহু আক্‌বার! নিজেকে কতটা মিটাইতে পারিলে এমন সরল ভাষায় উত্তর দেওয়া যায়। আমিত্ব বাকী থাকিলে কস্মিনকালেও কি তাহা সম্ভব হইত? বস্তুতঃ আমিত্বকে পিষিয়া ফেলিয়া দাসানুদাস হইয়া থাকাই হইতেছে বান্দার বান্দাসুলভ চরিত্র ও কর্তব্য। আল্লাহ্‌পাক আপন দয়ায় আমাদিগকে সেই নেআমত নসীব করিয়া দিন। আমীন।

অতঃপর হযরত জুনাইদ (রঃ) দোআ করিলেন যে, আয় আল্লাহ্, (আপনার মেহেরবানীতে) যখন ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু হইবে এবং কবরস্থানের দিকে আমার লাশ নিয়া যাওয়া হইবে, তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাকে হায়াত নসীব করিয়া দিয়েন, যাহাতে আমি ঐ বুড়ীর প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে পারি। এবং তিনি মুরীদগণকে ওছিয়ত করিলেন যে, আমার কাফন পরানো লাশ ঐ বুড়ীর দোকানের সামনে দিয়া নিয়া যাইও। ইন্তেকালের পর মুরীদগণ তাহাই করিলেন। হযরত জুনাইদ (রঃ) কাফনের মধ্য হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, হে বুড়ী, আমার দাড়ি তোমার ছাগলের দাড়ি হইতে উত্তম ও দামী। কারণ, আমার 'দয়াময় মাওলা' আপন দয়ায় আমাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিয়াছেন। (মাআরেফে শামসে তাবরেয ২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সাইয়েদ আহ্‌মদ কবীর রেফাঈ (রঃ)-এর ঘটনা

সাইয়েদ আহ্‌মদ কবীর রেফাঈ (রঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর অধঃস্তন বংশধর ও মস্ত বড় বুযুর্গ ছিলেন। হায়াতে-রেফাঈ ও আল্‌-বুন্‌ইয়ানুল মুশাইয়াদ গ্রন্থদ্বয়ে লিখিয়াছেন ঃ ৫৫৫ হিজরী সনে তিনি হজ্ শেষে মদীনা শরীফে গমন করিলেন। রওযা শরীফের সামনে দাঁড়াইয়া সালাম পেশ করিলেন। রওযা শরীফ হইতে সালামের উত্তর শোনা গেল। অতঃপর তিনি দুইটি ছন্দ আবৃত্তি করিলেন যাহার অর্থ এই যে, হে পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আমি যখন দূরে ছিলাম তখন আমার রূহ্‌কে পাঠাইয়া দিতাম, সেই রূহ্ আমার পক্ষ হইতে আপনার পাক রওযার মাটি চুম্বন করিয়া যাইত। আজ ত আমি সশরীরে আপনার সম্মুখে হাযির। পেয়ারা নবীজী ! আপনার হস্ত মোবারক বাড়ান, আমি তাহাতে চুম্বন করিয়া আমার প্রাণের সাধ মিটাইব। সঙ্গে সঙ্গে রওয়া শরীফের ভিতর হইতে পবিত্র হস্ত মোবারক বাহির হইল এবং তিনি তাহাতে চুম্বন করিলেন।

বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় মসজিদে-নববীতে প্রায় নব্বই হাজার মানুষ সমবেত ছিল, তাহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাহ্‌বূবে-সুবহানী বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)। এই ঘটনা হযরত থানবী (রঃ) এবং হযরত শায়খুল হাদীস (রঃ)ও স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত থানবী (রঃ) বলেন ঃ ইমাম জালালুদ্দীন (রঃ) লিখিয়াছেন যে,(হস্ত চুম্বনের মর্মস্পর্শী আবেদন পেশের পর) রওযা শরীফের মধ্য হইতে অতি নূরানী একখানা হাত বাহির হইল। তাহা ছিল প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম–এর পেয়ারা হাত। হযরত রেফাঈ দৌড়াইয়া গিয়া হস্ত মুবারকে চুম্বন করিলেন এবং বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। ঐদিকে নূরানী হস্ত-মুবারক গায়েব হইয়া গেল, কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, সমগ্র মসজিদে-নববীতে উহার নূর ছড়াইয়া পড়িল যে, নূরের বন্যায় সমস্ত মসজিদ উজ্জ্বল হইয়া গেল, যেই নূরের সম্মুখে সূর্যের জ্যোতিও তুচ্ছ, হীন ও ম্লান হইয়া গেল।

হুশ ফিরিয়া আসার পর তাঁহার মনে খেয়াল জাগিল যে, এই ঘটনার ফলে লোকদের মধ্যে আমার বড়ত্ব যাহির হইবে যাহা আমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। অতএব,তিনি মসজিদে-নববীর দরজায় যমীনের উপর শুইয়া পড়িলেন এবং সকলকে কসম দিয়া বলিলেন ঃ সকলে আমাকে পদদলিত করিয়া আমার উপর দিয়া পার হইয়া যান। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেন তাঁহার অন্তরে অহংকার বা আত্মগরিমা পয়দা না হইতে পারে। বে-সমঝ্ সাধারণ লোকজন তাঁহার শরীরের উপর দিয়া পদদলিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। আর তিনি ইহাতে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন যে, হে নফ্‌স্, কিছুক্ষণ আগে কী শান্-মান প্রকাশ পাইয়াছিল, আর এখন কিরূপ যিল্লতির স্বাদ আস্বাদন করিতেছ ?

এক ব্যক্তি ঐ জন-সমাবেশের জনৈক বুযুর্গকে বলিল, হুযূর, মনে হয় এই ঘটনা দেখিয়া আপনার খুবই ঈর্ষা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, শুধু আমাদের কেন, ঐ সময় আল্লাহ্‌র ফেরেশতাকুলেরও ঈর্ষা হইতেছিল যে, হায়, (পবিত্র হস্ত চুম্বনের) এই দৌলত যদি আমাদের ভাগ্যে জুটিত।

হযরত রেফাঈ (রঃ) এর আর একটি ঘটনা

হায়াতে-রেফাঈ গ্রন্থে আছে, এই মহান বুযুর্গ একদা রাস্তা দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। জনৈক ইয়াহুদী-আলেম দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সাথীদেরকে

বলিতে লাগিল, ঐ দেখ, মুসলমানদের মহামান্য এক বুযুর্গ আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিব। যদি তিনি সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সপরিবারে মুসলমান হইয়া যাইব। হযরত রেফাঈ (রঃ) নিকটে আসার পর সে প্রশ্ন করিল, মাননীয় হুযূর, আমার একটি প্রশ্ন ঃ আপনি উত্তম, না ঐ কুকুরটি উত্তম ? হযরত রেফাঈ (রঃ) শান্তভাবে উত্তর দিলেন, হে ইয়াহূদী বন্ধু, শোন, যদি আমি ঈমান সহকারে মরিতে পারি, তবে অবশ্যই আমি এই কুকুর হইতে উত্তম। আর খোদা না করুন, যদি আমি ঈমান হারাইয়া মৃত্যু বরণ করি, তবে নিঃসন্দেহে কুকুরটি আমার চাইতে উত্তম।

এ উত্তর শুনিয়া ঐ ইয়াহূদী পণ্ডিত কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল। তাঁহার পরিবার-পরিজনও ইসলাম কবূল করিল। এই মহামানবগণ নিজেকে নিজে এত বেশী তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করিতেন। তাই, আল্লাহ্পাক তাঁহাদিগকে এত বড় উচ্চ বানাইয়াছেন।

হযরত বায়যীদ বোস্তামী (রঃ)–এর ঘটনা

হযরত থানবী (রঃ) বলেন ঃ হযরত বায়যীদ বোস্তামী (রঃ)–এর ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর, আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার আসিল? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, (হে বায়যীদ!) আমার জন্য কি আনিয়াছ ? আমি তখন চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমার অন্যান্য সমস্ত আমলই ত ক্রটিপূর্ণ, অতএব, এসব আমল ও ইবাদতের নাম উল্লেখ করাই অসমীচীন। অবশ্য, আমি একজন মুসলমান, আমার তওহীদ ত কামেল্। আল্লাহ্ এক, সেই এক আল্লাহ্কেই আমার আল্লাহ্ এবং তাহাকেই আমার 'সব কিছু' জানিয়াছি, আমার এ তওহীদী-বিশ্বাস ত পরিপূর্ণ। অতএব, ইহাই পেশ করিয়া দেই। সুতরাং, আমি আরয করিলাম, আয় আল্লাহ্, স্রেফ তওহীদ আনিয়াছি, তওহীদের ঈমান লইয়া হাযির হইয়াছি। আল্লাহ্পাক বলিলেন ঃ

اَتَذْكُرُ لَيْلَةَ اللَّبَنِ ؟

"দুধের রাত্রের ঘটনা কি তোমার মনে আছে ?"

ইহাতে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। একদা তিনি রাত্রিবেলা দুধ

পান করার পর তাঁহার পেটে বেদনা হইতেছিল। তখন তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যে, দুধ পান করার কারণে পেটে ব্যথা করিতেছে। ঐ কথার উপরই আজ পাকড় হইয়া গিয়াছে যে, দুধকে তুমি ব্যথার উৎস (বা ব্যথাদাতা) বলিয়াছ। হযরত বায়যীদ (রঃ) এই প্রশ্ন শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেলেন। বিনত হইয়া আরয করিলেন, আমার মাওলা! আমার কাছে কিছুই নাই, কিছুই আনি নাই,আমি খালি হাতে আসিয়াছি। আল্লাহ্পাক বলিলেন, এখন তুমি ঠিক পথে আসিয়াছ। যাও, আজ আমি তোমাকে এমন একটি আমলের ওছীলায় ক্ষমা দান করিতেছি যাহা সম্পর্কে তোমার কল্পনাও হয় নাই যে, ইহার দ্বারা তোমার ক্ষমা লাভ হইতে পারে।

তাহা এই যে, একদা রাত্রিবেলা একটি বিড়ালছানা শীতে কাঁপিতেছিল। উহার কষ্ট দেখিয়া উহার প্রতি তোমার দয়া লাগিল। তুমি উহাকে নিয়া তোমার লেপের মধ্যে শোওয়াইয়াছিলে। বিড়ালছানাটি দোআ করিয়াছিল যে, আয় আল্লাহ্, যেভাবে ইনি আমাকে আরাম দান করিলেন, তদ্রূপ আপনিও তাহাকে আরাম দান করুন। অদ্য আমি ঐ বিড়ালছানার দোআর ওছীলায় তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিতেছি। আমার তরীকত-তাছাওউফ, যিকির– মোরাকাবা, জীবনের সকল সাধনাই এখানে 'তুচ্ছ' সাব্যস্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি বিড়ালছানার সুপারিশেই আমাকে ক্ষমা ও নাজাত দান করা হইয়াছে।

ফায়দা ঃ

এই ঘটনায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, আমল ও বন্দেগী ত করিয়াই যাইতে হইবে। মউত পর্যন্ত মাওলার বাতলানো হুকুম ও আমল হইতে আমাদের মুহূর্তকালের জন্যও কোন ছুটি নাই। কারণ, ঈমান ও আমলই নাজাতের শর্ত, কিন্তু নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। নাজাত একমাত্র দয়াময়ের দয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, যত আমলই করিনা কেন, যিকির, ওযীফা, হজ্, ওমরাহ্, দান-খয়রাত ইত্যাদির পরিমাণ পাহাড় ছাড়াইয়া আসমানও ছুঁইয়া ফেলুক না কেন, তবুও, সর্বদা নিজেকে, নিজের সমস্ত আমলকে তুচ্ছ, অগণ্য, কবূলের অযোগ্য বলিয়া ধারণা রাখিতে হইবে। আমল করিয়া অহংকার অথবা গরিমা করা যাইবে না। আর দ্বীন হইল সবচেয়ে বড় জিনিস। দ্বীন ও দ্বীনী আমলের উপরও যখন গরিমা করা যায় না, তখন দুনিয়া, গাড়ি,বাড়ি, টাকাকড়ি, জোত-জমি, বংশ-ভাষা, বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি লইয়া গরিমা করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)–এর ঘটনা

হযরত থানবী (রঃ) বলেন ঃ হযরত জীলানী (রঃ) তাঁহার যৌবন বয়সে এক বুযুর্গের সহিত সাক্ষাত করার নিয়তে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আরও দুই ব্যক্তি। পথিমধ্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ-জিজ্ঞাসা হইতে লাগিল যে, ভাই, আপনি ঐ বুযুর্গের নিকট কোন্ উদ্দেশ্যে যাইতেছেন? একজন বলিল, আমি যাইতেছি রিযিকের প্রশস্ততা-স্বচ্ছলতার দোআ চাওয়ার জন্য। একজনের নাম ছিল ইবনুছ্–ছাক্কা। সে ছিল একজন আলেম। সে বলিল, আমি যাইতেছি তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তিনি কি শুধুই বুযুর্গ, নাকি এলেম-কালামও কিছু আছে? আমি এমন কিছু জটিল প্রশ্ন করিব যাহার উত্তর দিতে তিনি ব্যর্থ হইবেন। অতঃপর উক্ত দুই ব্যক্তি যুবক হযরত আব্দুল-কাদের জিলানী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল যে, বাবা, তুমি যাইতেছ কোন্ উদ্দেশ্যে? তিনি বলিলেন, আমি যাইতেছি এই নিয়তে যে, তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র মক্‌বুল বান্দা। তাঁহার যিয়ারতের বরকতে আমার নফ্‌সের এছ্‌লাহ্ হইয়া যাইতে পারে এবং আমার জীবনের উপর আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ মেহেরবানী ও রহমতের দৃষ্টি হইয়া যাইতে পারে।

তিনজনই উক্ত বুযুর্গের নিকট পৌঁছিলেন। আল্লাহ্‌পাক কাশ্‌ফ্ যোগে তিনজনের অবস্থা তাঁহাকে অবহিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা কিছু বলার আগেই তিনি এক–একজনের সমস্যা উল্লেখ করিয়া জওয়াব দিতে লাগিলেন। রিযিকের দোআর জন্য আগমনকারীকে বলিলেন, তোমার পায়ের তলে আমি সোনা-চান্দির স্তূপ দেখিতে পাইতেছি। (অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইল।)

ইবনুছ–ছাক্কাকে বলিলেন, তোমার অমুক প্রশ্নের জওয়াব এই,অমুক– অমুক প্রশ্নের জওয়াব এই, উত্তর এই। এভাবে তাহার সকল প্রশ্নের যথাযথ জওয়াব দিয়া বলিলেন ঃ তোমার চেহারায় আমি কুফরের আলামত সমূহ দেখিতে পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, অচিরেই তুমি ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফের-মোরতাদ হইয়া যাইবে।

পরে ঠিক তাহাই ঘটিল। উক্ত পণ্ডিত তৎকালীন খলীফার দূত হইয়া খলীফার একটি বার্তা বহন করিয়া রোম-সম্রাটের নিকট গিয়াছিল। বড় জাঁদরেল আলেম ছিল। সেই সুবাদেই খলীফা তাহাকে নিজের 'দূত' পদে নিযুক্ত করিয়া

রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, অহংকার ও আত্ম-গরিমার ফলশ্রুতি স্বরূপ উক্ত বুযুর্গের সহিত গোস্তাখীর নিয়ত ও ফন্দি আঁটিয়াছিল। উহারই প্রায়শ্চিত্তে রোম-সম্রাটের নিকট গিয়া তাহার এক মেয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া ইসলাম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ও মোর্তাদ হইয়া গেল এবং ঐ হালতেই মারা গেল। নাঊযুবিল্লাহ্।

অতঃপর হযরত জীলানী (রঃ)-কে বলিলেন, আমি দেখিতেছি, (তুমি এত বড় ওলী হইবে যে) একদা তুমি বাগদাদের মিম্বরে বসিয়া এইরূপ ঘোষণা করিবে যে, 'সমস্ত ওলীআল্লাহ্র গর্দান আমার এই পদতলে'। এবং ইহাও দেখিতেছি যে, সমস্ত ওলীর গর্দান (ঐ ঘোষণা শুনিয়া) আদবে নুইয়া পড়িতেছে। হযরত জীলানী (রঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময় নিছক এক নওজোয়ান ছিলেন। পরে ঠিক তাহাই হইল। একদিন তিনি বাগদাদের মিম্বরে বসিয়া ওয়ায করিতেছিলেন। এক পর্যায়ে জোশ-জয্বার হালতে তিনি উক্ত ঘোষণাই দান করিলেন। কারামত স্বরূপ উক্ত ঘোষণা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর হজ্জের আহবানের মত তৎকালীন পৃথিবীর সমস্ত বুযুর্গগণই শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং সকলেই গর্দান ঝুকাইয়া শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

উপদেশ

প্রিয় ভাই-ভগ্নিগণ, এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, অহংকার, গরিমা ও গোস্তাখীর পরিণতিতে কাফের হইয়া চির জাহান্নামী হইতে হইল। পক্ষান্তরে, হযরত জীলানী (রঃ)-এর বিনয়, নম্রতা, আদব ও দীনতা তাঁহাকে কত বড় উচ্চাসনে সমাসীন করিল। আল্লাহ্পাক আমাদিগকে খাঁটি আদব ও খাঁটি নম্রতা নসীব করুন এবং অহংকারের বো-বাতাস হইতেও সম্পূর্ণ হেফাযতে রাখুন। আমীন।

অধম অনুবাদকের পক্ষ হইতে উপকারী বিবেচনায় এই ছয়টি ঘটনা সংযোজিত হইল।

সমাপ্ত

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

- আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- আল্লাহ্র মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ক্রোধ দমন নূর অর্জন
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- অহংকার ও প্রতিকার
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- আল্লাহ্প্রেমের সন্ধানে
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- মানাযেলে ছুলূক (মাওলাপ্রেমের দিগ্‌দিগন্ত)
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- শান্তিময় পারিবারিক জীবন
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- মা'আরেফে মছনবী
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- কুধারণা ও প্রতিকার
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- সীরাতুল আউলিয়া (মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)
  মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী র.
- শওকে ওয়াতন (আখেরাতের প্রেরণা)
  মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.
- জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা
  আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৯৫৭৫৪২৮, ০১৯১৪৭৩৫৬১৫